সর্বশেষ শহর সংস্করণ

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

# আনন্দ বাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

ESTD 1878 REGD NO C 1080

৪৯ বর্ষ, ৩২৪ সংখ্যা

২২ মাঘ, ১৩৭৭ (১৬ মাঘ, ১৮৯২ শক) Friday, February 5, 1971.

মূল্য—২২ পয়সা (22 Paise)

সেচের জন্য নির্ভরশীল
ভারত
ইঞ্জিন ও পাম্প
অ্যাসোসিয়েটেড আয়রন এণ্ড স্টীল কো: প্রা: লি:
৯৫/এন, ব্লক-এ, নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৫৩
ফোন-৪৫-০৪৪৯

কে. হোড়
আয়ুর্বেদীয়
চুল উঠা বন্ধ করে মহাভৃঙ্গরাজ তৈল মাথা ঠাণ্ডা রাখে

# ভারতের উপর দিয়ে কোন পাক বিমান যেতে পারবে না

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি—ভারতীয় এলাকার উপর দিয়ে কোন পাকিস্তানী বিমান — সামরিক, অসামরিক যাই হোক না কেন—যেতে পারবে না। অবিলম্বে এই ব্যবস্থা কার্যকর করা হল। ভারত সরকার এই নির্দেশ দিয়েছেন। ভারতের বিরুদ্ধে বেআইনী ও নাশকতামূলক কার্যকলাপে পাকিস্তান যেভাবে উসকানি, উৎসাহ ও সহায়তা দিচ্ছে তাতে ভারত অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। পি টি আই জানাচ্ছেন : ভারতীয় বিমান বাহিনী লনডন ও মসকো পৌঁছনর জন্য পাকিস্তানের উপর দিয়ে না গিয়ে বিকল্প পথ (অবশ্য একটু ঘুরে) দিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। বিমান বন্দরগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কড়া করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি ভঙ্গের জন্য আন্তর্জাতিক অসামরিক বিমান পরিবহণ সংস্থার দৃষ্টি পাকিস্তানের কার্যকলাপের প্রতি আকর্ষণ করা হয়েছে।

ভারত সরকারের সিদ্ধান্তের কথা একটি নোটে পাক হাইকমিশনকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। নোটটি দিয়েছেন বহির্বিষয়ক মন্ত্রক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আজ নিয়ে পর পর দুদিন পাক-হাইকমিশনের সামনে ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিক্ষোভকারীদের মোকাবিলায় পুলিশকে কাঁদানে গ্যাস চালাতে হয়।

লাহোরে ভারতীয় বিমান ছিনতাই করে নিয়ে গিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার পর ভারত সরকার ওই হুকুম দিলেন। ভারতের উপর দিয়ে মাসে পনেরটি পাক ফৌজী বিমান যাতায়াত করে।

আজকের নোটে আবার বলা হয়েছে যে, ধ্বংস-করা বিমানটির মালপত্র, যাত্রীদের জিনিসপত্র ও ডাকের দরুন পাকিস্তানকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। প্রশ্নটির সন্তোষজনক ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত ভারতের উপর দিয়ে পাক বিমান চলাচল করতে দেওয়া হবে না।

নোটে বলা হয়েছে যে, ভারত দুই দেশের জনগণের অসুবিধা ঘটাতে চায় না। পাক সরকার যাতে শান্তিতে এবং

৯ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

লাহোরে ছিনতাই করা আমাদের সেই ফকার ফ্রেনডশিপ বিমান দাউ দাউ জ্বলছে।

# ভারতীয় বিমান পূর্ব পাকিস্তান দিয়ে যাচ্ছে না

বিমানঘাটির সংবাদদাতা

ইনডিয়ান এয়ারলাইনস বৃহস্পতিবার থেকে পূর্ব পাকিস্তানের উপর দিয়ে আসাম, ত্রিপুরা ও মণিপুরে বিমান চলাচল বন্ধ করে দিয়েছেন। পরিবর্তে এবার থেকে বাগডোগরা ও গৌহাটি হয়ে একটি সর্বভারতীয় পথে ওই সব জায়গায় বিমান চলাচল করবে।

নয়াদিল্লি থেকে বিশেষ সংবাদদাতা জানান, ভারত সরকার এয়ার ইনডিয়া ও এয়ারলাইনসকে বলেছেন, পাকিস্তানের ভূখণ্ড এড়াবার জন্য সর্বত্র নতুন রুটের ব্যবস্থা করতে। গড়ে প্রতি সপ্তাহে ২৫০টি ভারতীয় বিমান পাকিস্তানের উপর দিয়ে এবং ৮২টি পাকিস্তানী বিমান ভারতের উপর দিয়ে যায়। আপাতত কাবুলে এয়ার ইনডিয়ার কোন বিমান যাচ্ছে না, মসকো ও পশ্চিমে যাচ্ছে তেহরান হয়ে।

ইনডিয়ান এয়ারলাইনসের একজন মুখপাত্র বলেন, আজ চারটি রুটে বিমান চলাচল স্থগিত রাখা হয়েছে। ওইগুলি হল কলকাতা/কৈলাসহর (আগরতলা খোয়াই ও কমলপুর হয়ে), কলকাতা/শিলচর (আগরতলা হয়ে), কলকাতা/আগরতলা এবং কলকাতা/পোরট ব্লেয়ার। উত্তরপূর্ব অঞ্চলে যাত্রাপথ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্যই এটা করা হয়েছে।

মুখপাত্রটি আরও বলেন, এখন থেকে যাত্রীদের ককপিটে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা, আসাম, মণিপুর ও নাগাভূমির যাত্রীদের মালপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তল্লাসি করা হচ্ছে। কোন যাত্রীকেই হাতব্যাগ নিয়ে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। তল্লাসি করে যাত্রীদের মালপত্র সরাসরি বিমানে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

একটি প্রশ্নের উত্তরে মুখপাত্রটি জানান, মাঝে মাঝে বিশেষ করে বিদেশীরা ককপিট থেকে হিমালয়ের সৌন্দর্য দেখতে চান। তাঁদের কম্যানডাররা ককপিটের ভিতর আসতে

পঞ্চম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে দ্রষ্টব্য

# পাক-দূতাবাস থেকে ছাত্রদের উপর গুলি

## বিমান ধ্বংসের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

**নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি**—আজ অপরাহ্নে পাক-দূতাবাসের ভেতর থেকে ছাত্রদের লক্ষ্য করে তিন-তিনবার গুলি ছোড়া হয়েছে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা গতকালের মত আজও লাহোরে ভারতীয় বিমান ধ্বংস করার প্রতিবাদে পাক-দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ দেখান। ওই সময়ই গুলি চালানোর ঘটনাটি ঘটে। অভিযোগ, পাক-দূতাবাসের কর্মীরা বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের উপর লাঠি চালায়, ইটপাটকেল ছোড়ে। সেইসঙ্গে গালি-গালাজ। জনতা ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ কয়েক রাউনড কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করে।

বিক্ষোভকারী ছাত্রদের বক্তব্য পাক-দূতাবাসের একজন কর্মী তাঁদের লক্ষ্য করে তিনবার বন্দুকের গুলি ছোঁড়ে। গুলিতে কেউ আঘাত পায়নি। দূতাবাসের সামনে কর্তব্যরত পুলিশ ও অফিসাররা কিন্তু নিশ্চয় করে বলতে পারছেন না, দূতাবাসের কর্মীই গুলি ছুড়েছে। তাঁরা বিক্ষোভ ঠেকাতে ব্যস্ত ছিলেন।

দূতাবাসের ভিতরে অল্পক্ষণের জন্য ছাত্র ও দূতাবাস কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। দূতাবাসের বাসভবন-সমূহের সংলগ্ন জমিতে এই সংঘর্ষ ঘটে। পাকিস্তানীদের হাতে ছিল লাঠি, ইটপাটকেল। মুখ কাপড়ে ঢাকা ছিল। আর ছাত্রদের লক্ষ্য করে ক্রমাগত গালিগালাজ করতে থাকে।

পেছনের দরজা দিয়ে দূতাবাসের অভ্যন্তরে ঢোকার কিছুক্ষণের মধ্যেই দাঙ্গা-পুলিশ ছাত্রদের দূতাবাসের সীমানার বাইরে নিয়ে যায়। ছাত্ররা তখন চাণক্যপুরীতে শান্তিপথের ধারে জমিতে জমায়েত হতে থাকে। এবং সেখান থেকেই বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। ওই সময় ছাত্ররা দূতাবাস লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুঁড়তে থাকে।

গতকালের ঘটনার প্রতিবাদে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের ডাকে আজ বিশ্ববিদ্যালয়

পঞ্চম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে দ্রষ্টব্য

বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে পাক হাইকমিশনের সামনে ছাত্রদের বিক্ষোভ। পুলিশ ছাত্রদের থামাবার চেষ্টা করছে।
—বেতার-চিত্র

# মুজিবরের নিন্দা

## তদন্ত দাবি

**লাহোর, ৩ ফেব্রুয়ারি**—আওয়ামি লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান আজ লাহোর বিমানবন্দরে ভারতীয় বিমান ধ্বংসের নিন্দা করেছেন এবং এই ঘটনা সম্পর্কে সরকারি তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। সংবাদ এ পি-র।

এই ব্যাপারে শ্রীরহমানের প্রতিক্রিয়া শ্রীভুট্টোর সম্পূর্ণ বিপরীত। শ্রীভুট্টো বলেছেন, এই ব্যাপারে পাকিস্তানের কোন দায়িত্ব নেই, কারণ ছিনতাইকারীরা কাশ্মীরের লোক এবং তাঁরা ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। তিনি আরও বলেছেন, কাশ্মীরীরা আশ্রয়ের জন্য আবেদন না জানিয়েও পাকিস্তানে থাকতে পারে।

**ইসলামাবাদের নিন্দা**

দিল্লি থেকে ইউ এন আই-এর সংবাদে বলা হয়েছে, পাকিস্তান বেতারের সংবাদে বলা হয়েছে, পাকিস্তান সরকার ভারতীয় বিমান

পঞ্চম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে দ্রষ্টব্য

# পাকিস্তান সরকার দায়ী

—প্রধানমন্ত্রী

ইনডিয়ান এয়ারলাইনসের ফোকার ফ্রেনডশীপ বিমানটি ছিনতাই করে লাহোরে নিয়ে যাওয়া এবং পরে সেটিকে ধ্বংস করা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মঙ্গলবার কলকাতায় এক বিবৃতি দিয়েছেন। এই বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, গত ৩০ জানুয়ারি ইনডিয়ান এয়ারলাইনসের ফোকার ফ্রেনডশিপ বিমানটি লাহোরে ছিনতাই করে নিয়ে যেতে পশ্চিম পাকিস্থানী কর্তৃপক্ষ যেভাবে প্ররোচনা ও উৎসাহ দিয়েছেন তাতে ভারত সরকার ও ভারতীয় জনগণ অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই ক্ষুব্ধ বোধ করছেন। পাকিস্থানী কর্তৃপক্ষের চোখের সামনে লাহোর বিমান বন্দরে বিমান-দস্যুদের

পঞ্চম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে দ্রষ্টব্য

# ডুরানড পেল ইসট বেঙ্গল

ডুরানড কাপের ফাইনাল খেলায় রোভারস বিজয়ী মোহনবাগান ক্লাবকে ২—০ গোলে পরাজিত করে ইসটবেঙ্গল ক্লাব ডুরানড কাপ লাভ করেছে। বিজয়ী দলের দুটি গোলই করেছেন সুযোগ সন্ধানী ফরোয়ারড হাবিব।

(বিস্তৃত বিবরণ খেলার পাতায়)

# অজয়বাবু বরানগরে জ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছেন

স্টাফ রিপোরটার

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় বরাহনগর বিধানসভা আসনে সি পি এম নেতা শ্রীজ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদকমণ্ডলীর ওই

সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। শ্রী মুখোপাধ্যায় তমলুক বিধানসভা কেন্দ্র থেকেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে বরাহনগর বিধানসভা কেন্দ্রের আদি কংগ্রেস প্রস্তাবিত প্রার্থী শ্রীঅমর ভট্টাচার্যের নামে মনোনয়ন পেশ না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আদি কংগ্রেস নেতা শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বৃহস্পতিবার ওই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বলেন যে, তাঁরা বরাহনগর বিধানসভা কেন্দ্রে শ্রী মুখার্জির প্রার্থীপদ সমর্থন করবেন এবং প্রয়োজন হলে আদি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বরাহনগর এলাকায় শ্রী মুখোপাধ্যায়ের সমর্থনে প্রকাশ্য সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবেন।

বরাহনগর বিধানসভা আসনে সি পি আই কী করবে তা বৃহস্পতিবার জানা যায়নি। তবে সি পি আই সূত্রে জানা যায় যে, আজ শুক্রবার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাঁরা ওই আসন সম্পর্কে তাঁদের নীতি স্থির করবেন।

বৃহস্পতিবার বাংলা কংগ্রেসের পক্ষে এক সাংবাদিক বৈঠকে শ্রীহরিদাস মিত্র জানান যে, ৯ ফেব্রুয়ারি শ্রী মুখোপাধ্যায় বরাহনগর আসনে মনোনয়ন দাখিল করবেন।

**বাংলা কংগ্রেস বিভিন্ন দলের ৫ জন নেতার বিরুদ্ধে প্রার্থী দেবে না**

শ্রী মিত্র বাংলা কংগ্রেস সম্পাদকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তের উল্লেখ করে আরও জানান যে, গণতান্ত্রিক সংহতির বাইরে তাঁরা বাংলার রাজনীতি, প্রশাসন ও পরিষদীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় পাঁচজনের বিরুদ্ধে কোন প্রার্থী না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তা ছাড়া ওই পাঁচজন নেতাকে সমর্থনের জন্য তাঁরা বাংলার জনসাধারণের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। এই পাঁচজন হচ্ছেন : সর্বশ্রী হেমন্তকুমার বসু, বিজয় সিংহ নাহার, ডঃ প্রতাপচন্দ্র

ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

# রবিবার মিলিটারি নামছে

স্টাফ রিপোরটার

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন উপলক্ষে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও অসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য মিলিটারি নামতে শুরু করবে ৭ ফেবরুয়ারি রবিবার থেকে।

**অস্ত্রশস্ত্র বহন নিষিদ্ধ**

কলকাতা শহরে প্রকাশ্যে তরোয়াল, ছোরা, বর্শা, বন্দুক, লাঠি ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্র বহণ নিষিদ্ধ করে পুলিশ কমিশনার আবার এক আদেশ জারি করেছেন। এই আদেশ ১৯৭২ ১ জানুয়ারি পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

গত সোমবার ফোরট উইলিয়ামে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ জেনারেল ম্যানেকশ ও অন্যান্য পদস্থ সামরিক অফিসার এবং রাজ্যপালের মুখ্য উপদেষ্টা শ্রী বি বি ঘোষ ও রাজ্য সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসারগণের এক যুক্ত বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার দিকে লক্ষ্য রেখে মিলিটারি নামানোর ওই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে সেদিন সঠিক তারিখটি স্থির হয়নি।

এখন স্থির হয়েছে যে, ৭ ফেবরুয়ারি থেকে প্রথমে বৃহত্তর কলকাতা, হাওড়া, হুগলি ও ২৪ পরগনার বিশেষ উপদ্রুত এলাকাগুলি এবং গুরুত্বপূর্ণ শিল্প এলাকাগুলিতে মিলিটারি নামবে। তারপর যেমন যেমন সুবিধা হবে তেমনি অন্যান্য জেলা সদরে এবং পরে বিভিন্ন মহকুমা শহরে মিলিটারি তাদের 'পজিশন' নেবে। এমনভাবে এই মিলিটারি পজিশন নেবে যাতে প্রয়োজনের সময় সারা রাজ্যেই মিলিটারির সাহায্য পাওয়া যায়।

ইতিমধ্যেই কোন কোন পক্ষ থেকে নির্বাচনের সময় মিলিটারি নামানোর

অষ্টম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

# দুদিনে ৭ জন নিহত

স্টাফ রিপোরটার

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর উত্তর কলকাতার জোড়াবাগান থানা এলাকায় কিছু দূরে দূরে দুটি মৃতদেহ পাওয়া যায়। দুটি দেহেই ছুরিকাঘাতের চিহ্ন ছিল, এবং তার একটিতে গুলির চিহ্নও ছিল বলে জানা যায়।

বৃন্দাবন বসাক স্ট্রিট এলাকায় স্বপন রায় নামে ১৭।১৮ বছরের যে যুবকের মৃতদেহ পাওয়া যায় তাতে গুলির চিহ্ন ছিল। আরেকটি দেহ পাওয়া যায় রবীন্দ্রকানন'এর কাছে,

অষ্টম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

# চাঁদের কক্ষপথে অ্যাপোলো

**হিউসটন, ৪ ফেবরুয়ারি**—অ্যাপোলো-১৪ মহাকাশযানের প্রধান ইনজিনটি সফল ভাবে চালু করে মহাকাশ যাত্রীরা আজ চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশ করেছেন।

এর আগে অ্যাপোলো-১৪ মহাকাশযানের চন্দ্রযানে ব্যাটারি সংক্রান্ত গোলযোগ দেখা দেওয়ায় চন্দ্রযানটির শুক্রবার চাঁদে নামা সম্পর্কে যে আশংকা দেখা দিয়েছিল তা দূরীভূত হয় এবং চন্দ্রযাত্রীরা চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশের জন্য ধাবমান হন।

চন্দ্রযানটির একটি ব্যাটারির ত্রুটি এবার ধরা পড়েছিল।

আজ সকালে যখন মহাকাশযানের কম্যানডার অ্যালান বি শেপারড এবং চন্দ্রযানের পাইলট এডগার মিচেল চন্দ্রযানে প্রবেশ করে যানটির যন্ত্রপাতি ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করছিলেন তখনই তাঁরা ব্যাটারির এই ত্রুটি লক্ষ্য করেছিলেন।

# ছাত্রীকে ছুরি মারার দায়ে ছাত্রী গ্রেফতার

স্টাফ রিপোরটার

মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কলেজের বি-এ ক্লাসের জনৈকা ছাত্রীকে ছুরিকাঘাতের ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পুলিশ বেলেঘাটা সি আই টি বিলডিংসয়ের কাছে ষোল বছর বয়সের একটি মেয়েকে গ্রেফতার করে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কলেজের বি-এ ক্লাসের ওই ছাত্রীটির নাম কৃষ্ণা চৌধুরী। মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭-৩০টা নাগাদ ৩৫ নমবর রুটের বাসে চেপে তিনি বেলেঘাটা সি আই টি বিলডিংস-এর কাছে নেমে পড়েন। তাঁর বোনও সঙ্গে

পঞ্চম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে দ্রষ্টব্য

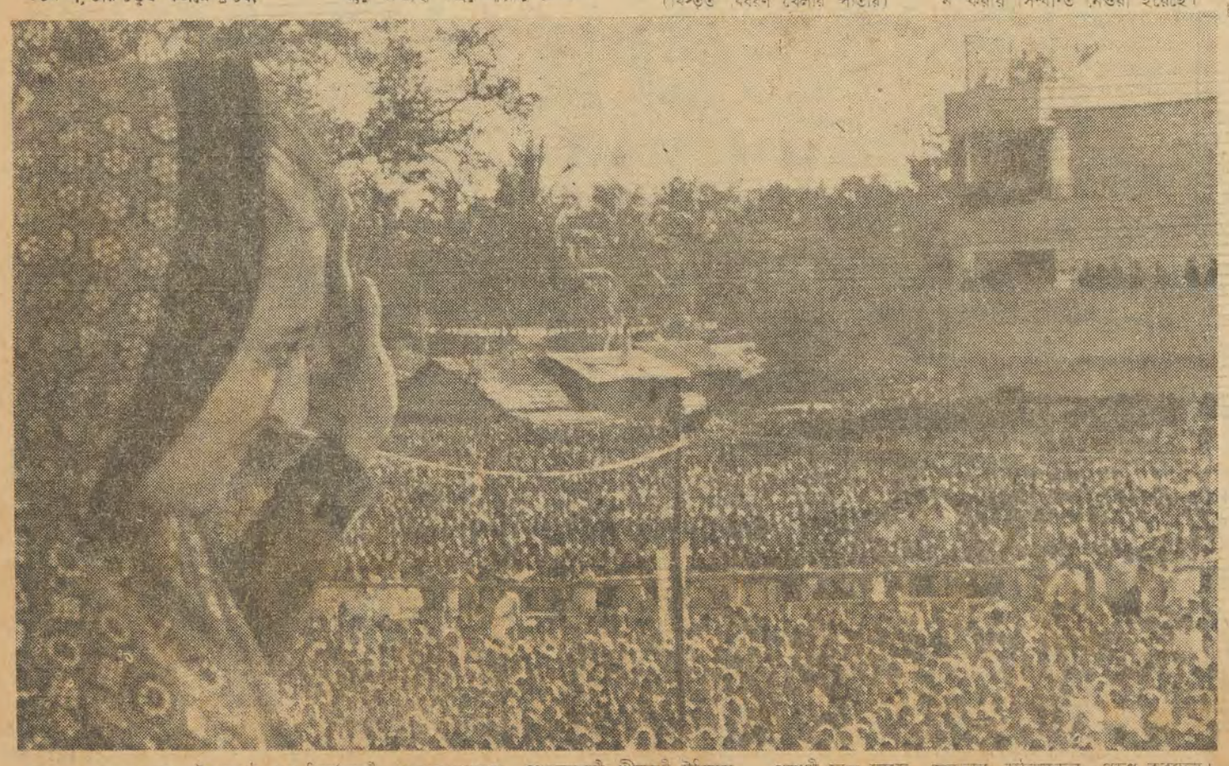

বুধবার কলকাতার উপকণ্ঠে এক নির্বাচনী জন-সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী হাত নেড়ে জনতার অভিনন্দন গ্রহণ করছেন।

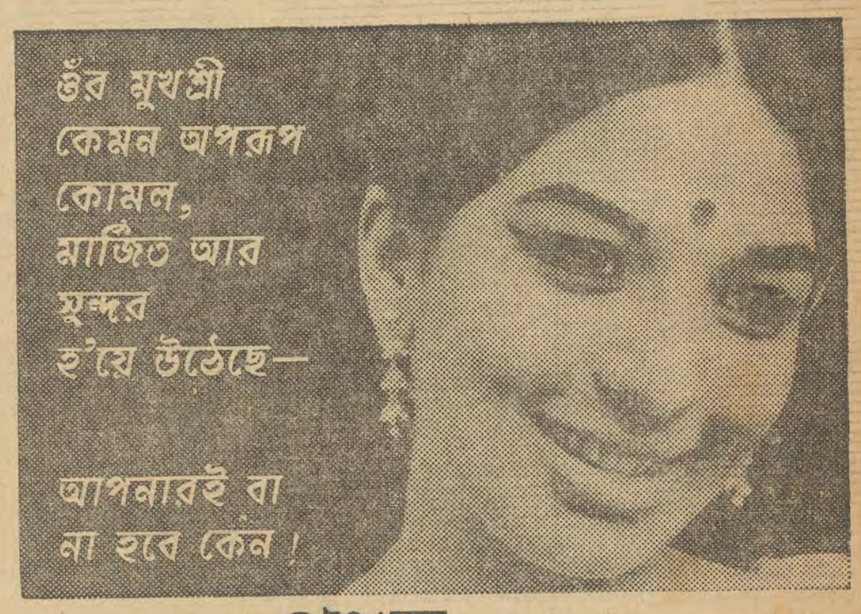


শুধু চাই পণ্ড্স কোল্ড ক্রীম আর
পণ্ড্স-এর ৭-দিনে রূপলাবণ্যের পরিকল্পনা!

আপনার মুখশ্রী
খুবই তাড়াতাড়ি আরো কোমল,
মার্জিত আর লাবণ্যময়
ক'রে তুলতে চান—তাই না?
পণ্ড্স কোল্ড ক্রীম মাখলে
তাই হবে—মাত্র ৭ দিনে!

**এই পরিকল্পনা কিভাবে কাজ করে**

এক সপ্তাহ ধ'রে রোজ রাতে দুবার ক'রে পণ্ড্স কোল্ড ক্রীম মুখে মাখুন। প্রথমবার মাখার ফলে ওপরকার ময়লা ও গোড়াকার মেক-আপ উঠে যাবে। তারপর কাপড় দিয়ে ঘষে ঘষে মুছে ফেলুন। আবার ক্রীম মাখুন। দ্বিতীয়বার মাখার ফলেই রূপ ফুটে ওঠে, ত্বকের ভেতরকার লুকনো ময়লা বেরিয়ে যায় বা সাবানে ধুলেও হয় না। ত্বক নির্মল, স্নিগ্ধ-সতেজ হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়বার মাখাটাই হচ্ছে রূপসী হওয়ার রহস্য!

**আট দিনের দিন** ঘুম ভেঙে জেগে দেখবেন আপনার মুখখানি কতো কোমল, মার্জিত আর সুন্দর হ'য়ে উঠেছে!

এর পর থেকে পণ্ড্স কোল্ড ক্রীম রোজ রাতে দুবার ক'রে নিয়মিত মেখে যান—আপনার মুখশ্রী বরাবর অপরূপ সুন্দর দেখাবে।

চীজব্রো-পণ্ড্স ইনকরপোরেটেড
(সীমিত দায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

পণ্ড্স কোল্ড ক্রীম—এই মুখশ্রী নির্মলকারী ক্রীমই দুনিয়ায় কাটতিতে সবার ওপরে

# আনন্দ বাজার পত্রিকা

বিমান মাশুল (অতিরিক্ত)

আসাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা ও উত্তরবঙ্গ — প্রতি সংখ্যা ৪ পয়সা
জামসেদপুর ও রাঁচি „ „ ২ পয়সা

Tele. Phone - ANANDABAZAR, Cal. 23-2283 (Seven Lines) 23-8541 (Five Lines)
POST BOX NO. 2536 G.P.O.

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ হইতে পরিবর্তিত চাঁদার হার:—

| | বার্ষিক | ষান্মাসিক | ত্রৈমাসিক |
|---|---|---|---|
| কলিকাতা | ৭৭.০০ টাকা | ৩৯.০০ টাকা | ২০.০০ টাকা |
| সডাক | | | |
| ভারতে | ৯৫.০০ টাকা | ৪৮.০০ টাকা | ২৪.৫০ পয়সা |
| ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে | ১৮৫.০০ টাকা | ৯০.০০ টাকা | ৪৭.০০ টাকা |
| বিমান ডাকে | | | |
| আসাম | ১১৮.০০ টাকা | ৬০.০০ টাকা | ৩১.০০ টাকা |
| ভারতের অন্যান্য স্থানে | ২৫৯.০০ টাকা | ১৩০.০০ টাকা | ৬৫.৫০ পয়সা |
| রবিবারীয় সংখ্যা | | | |
| ভারতে | ১৪.০০ টাকা | ৭.৫০ পয়সা | ×××× |
| ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে | ২৯.০০ টাকা | ১৫.০০ টাকা | ×××× |

অন্যান্য চাঁদার হারের জন্য যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়।


## কর্মখালি

**খ্যাতনামা গ্রীটিং কার্ড প্রস্তুত কারক** প্রতিষ্ঠানের জন্য একজন অভিজ্ঞ কমার্শিয়াল আর্টিস্ট আবশ্যক। ন্যূনতম বেতন উল্লেখে পূর্ব অভিজ্ঞতার বিবরণ ও প্রশংসা-পত্রের নকলসহ আবেদন করুন। সারদা ষ্টেশনারী, ভাগলপুর-২ (বিহার)। (৭৭৩৭ এ)

### উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

নোটিস

১১০০—৫০—১৩০০—৬০—১৬০০ টাকা বেতনক্রম, তদুপরি পি এফ-এর সুবিধাসহ প্রদেয় ভাতাদিতে ফিলসফিতে প্রফেসরের পদের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। যোগ্যতা: (১) অনার্স মান পর্যন্ত পড়ান হয়, এইরূপ কোন স্বীকৃত শিক্ষায়তনে শিক্ষক হিসাবে অথবা রিসার্চ ওয়ার্কার হিসাবে (ফেলো বা স্কলার) অন্তত তিন বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর মাস্টার্স ডিগ্রী অথবা (২) প্রথম শ্রেণীর অনার্স ডিগ্রী এবং (১) নং দফার অনুরূপ শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা-সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সেকেণ্ড ক্লাস মাস্টার্স ডিগ্রী—অবশ্য যদি তাঁহার প্রকাশিত গবেষণাপত্র থাকিয়া থাকে অথবা সিলেকশন কমিটির মতে তিনি যদি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথেষ্ট কৃতিত্বের অধিকারী হইয়া থাকেন, অথবা (৩) সিলেকশন কমিটি কর্তৃক (১) নং দফা বা (২) নং দফার সমতুল বলিয়া স্বীকৃত স্পেশ্যাল ডিস্টিংশনসহ কোন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী—অবশ্য প্রকাশ থাকে যে, সিলেকশন কমিটির সুপারিশক্রমে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল, উপরে বর্ণিত সর্বনিম্ন যোগ্যতার অধিকারী না হইলেও, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান সম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতে পারেন। মনোনয়ন অবশ্য কেবলমাত্র দরখাস্তকারীদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নাও থাকিতে পারে। নিম্নোক্ত প্রার্থীদিগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে: (১) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রীসহ উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতাধারী (২) যথেষ্ট গুণসম্পন্ন রিসার্চ পাবলিকেশনএর প্রণেতা (৩) স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে শিক্ষকতায় সাত বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন (৪) ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, এইরূপ গবেষণাকারী ছাত্রদের পথ-নির্দেশের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। বয়স রিসার্চ পাবলিকেশনের তালিকাসহ ম্যাট্রিকুলেশন/এস-এফ/এইচ-এস হইতে শুরু করিয়া শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা উল্লেখিত দরখাস্ত এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার তারিখ হইতে ২১ দিনের মধ্যে পোঃ অঃ নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি, জেলা দার্জিলিং ঠিকানায় রেজিস্ট্রারের নিকট পৌঁছা চাই।

রেজিস্ট্রার
(৮০০১)

**কতিপয় পুরুষ/মহিলা সেলসম্যান চাই।** বসু সারজিক্যাল ট্রেডার্স ১২/বি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬।
(সি-৭৭৬৮)

## ক্যাটারিং

**ক্যালকাটা কেটারারস্** বিবাহাদিতে একমাত্র নির্ভরযোগ্য সুস্বাদু খাদ্য পরিবেশক যোগাযোগ করুন। ৪৪বি, লোক লেন (৪৬-২০৯২) শাখা-১, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, (৫৫-৪৪৩২)।
(সি ৭৬৪৬)

## হারানো প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ

গোবিন্দ ঘোষ (৬) শ্যামবর্ণ ডান দিকের চোখের নীচে কাটা দাগ। পরণে হ্যাফপ্যাণ্ট, ফুলহাতা ডোরা জামা ৩১।১।৭১ হইতে নিখোঁজ, সন্ধান প্রার্থী—শ্রীঅমূল্য ঘোষ, ১০এ রামকৃষ্ণ ঘোষ রোড, কলিকাতা-৫০।
(সি-৭৭২৬)

## ক্রয়-বিক্রয়

**উত্তম অবস্থায় একখানি জীপ** গাড়ি এবং ২৪" ইঞ্চ রোলারের পুরাতন মডেলের রেমিংটন টাইপ মেশিন বিক্রয়। অনুসন্ধান—সুধীর রায়, ৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯।
(সি-৭৭৩৭)

## মোটরকার-লরী

**উইলিস জীপ উত্তম চালু অবস্থায়** বিক্রয় হইবে। কে জি দত্ত; কৃষ্ণনগর, নদীয়া, ফোন: নদীয়া ৩২৮। (সি ৭২৪৬)

## ঔষধ ও চিকিৎসক

**বিবাহের পূর্বে অথবা পরে কোন প্রকার** দুর্বলতা অথবা জটিল ব্যাধি অনুভব করিলে এবং পরিবার পরিকল্পনায় বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎ করুন। স্পেশাল ক্লিনিক, ১২৫, মহাত্মা গান্ধী রোড কলি-৭, ফোন: ৩৪-৩৮৫৮।
(৭৮১৮ এ)

## ব্যবসা-বাণিজ্য

**দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য গ্রহরত্নসমূহ** মূল্যতালিকা পাঠান হয়। জেমস স্টোর্স প্রাইভেট লিঃ। চুনি, পান্না মুক্তা, প্রবাল, গোমেদ, রক্তমুখী নীলা, ক্যাটস আই হীরা, পোখরাজ। ১১২নং মনোহরদাস স্ট্রীট, কলি-৭। ফোন ৩৩-৫১৪৩।
(৭৮৪৯ এ)

## স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

### স্কটিশ চার্চ কলেজ

কলিকাতা—৬

জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন, ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন, ডাফ কলেজ, স্কটিশচার্চেস কলেজ এবং স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের বার্ষিক পুনর্মিলন শনিবার ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ তারিখ বিকাল ৪টায় কলেজ হলে অনুষ্ঠিত হইবে।
(৭৬৪৩)

### টেলিফোন অপারেটিং

ক্লাসে কনসেসনে ভর্তি চলিতেছে। মাসিক বেতন ১১ টাকা। ভি, টি, কলেজ, ১৫৪, বৌবাজার স্ট্রীট, দোতলায়, কোলে বাজারের বিপরীতে।
(৭৯৬১ এ)

### মাত্র ৩০, টাকায়

ষ্টেনোজিস্টার রেডিও কি করিয়া তৈয়ারী করিতে হয় অথবা টেলারিং-এর কাজ ৩ মাসের মধ্যে শিখিয়া শিক্ষান্তে মাসিক ২০০/২৫০, টাকা উপার্জন করুন। এই কনসেসনে মাত্র ৫০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হইবে। রয়েল কলেজ, ১২, ডাঃ দেবেন্দ্র মুখার্জী রো, শিয়ালদহ ফোন: ৩৫-৬২৩০ এবং ৫, ধর্মতলা স্ট্রীট ('হরলালকার পাশে); ৮৭/২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ('দর্পণীর পাশে); ১৪৩, সার্কুলার গার্ডেনরীচ রোড, খিদিরপুরে।
(৭১৬২এ)

### হেরম্বচন্দ্র কলেজ

পি ইউ ক্যাজুয়েল ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ফী ৮-২-৭১ তারিখে অফিসে লওয়া হইবে।

বি এ/বি কম পার্ট ১ ক্যাজুয়েল ও কম্বাইণ্ড পার্ট ১ ক্যাজুয়েল ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ফী ১২-২-৭১ তারিখে অফিসে লওয়া হইবে।
(৭৯৫২)

### স্কুল ফাইনাল পাশ করিবার

সুবর্ণ সুযোগ—যাঁহারা বহুদিন হয় লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছেন অথচ বয়স বেশী, তাঁহাদিগকে অতি অল্প দিনের ভিতর স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। টেস্ট পরীক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়। ভর্তির সময় কোন সার্টিফিকেট দরকার হয় না। প্রয়োজনে প্রথম হইতেও শিক্ষা দেওয়া হয়। মাসিক বেতন ১৫·৫০। ভি টি কলেজ, ১৫৪, বৌবাজার স্ট্রীট, কোলে-বাজারের বিপরীতে, দোতলায়।
(৭৯৬০এ)

### প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ (গোল পার্ক)

রেগুলার প্রথম ও তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ক্লাস এবং স্পেশাল পি ইউ ও দ্বিতীয় বার্ষিক ক্লাস (নোটিস বোর্ডে রুটিন টাঙানো আছে) ৮ই ফেব্রুয়ারি হইতে শুরু হইবে।
(৭৯২৮)

### বঙ্গবাসী কলেজ অব কমার্স

স্টুডেন্টস ইউনিয়নের জেনারেল কমিটির জন্য ক্লাস রিপ্রেজেনটেটিভের স্থগিত নির্বাচন ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ তারিখ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬-৩০টায় অনুষ্ঠিত হইবে। যে সমস্ত ছাত্র ভোটাভুটিতে অংশ গ্রহণ করিবেন তাঁহাদিগকে পরিচয় প্রমাণের জন্য ১৯৭০-৭১ সালের অ্যাকনলেজমেণ্ট কার্ড দেখাইতে হইবে।
(৮০৬৯ এ)

## স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

### এম, এ (ইংলিশ) ব্রিলিয়াণ্ট

রেজাল্টস পোষ্ট গ্রাজুয়েট, সেণ্ট জেমস, ৪৭, গরচা রোড, কলিকাতা-১৯।
(সি-৭৭৭৭)

### যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজ

কলিকাতা-৩৩

৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১ শনিবার হইতে পি ইউ ফর্ম দেওয়া ও ইউনিভার্সিটি ফি গ্রহণ করা হইবে। বিশদ বিবরণের জন্য কলেজের নোটীশ বোর্ড দ্রষ্টব্য।
(১০৪১-এ)

### টেলারিং অথবা ষ্টেনোজিস্টার

রেডিও কি করিয়া তৈয়ারী করিতে হয় হাতে-কলমে ৩ মাসে শিখুন। শিক্ষান্তে অবসর সময়ে ২৫০—৩০০ উপার্জন করুন। বেতন ৩ মাসের জন্য ৩৫। ভি, টি, কলেজ ১৫৪, বৌবাজার স্ট্রীট, শিয়ালদহ স্টেশনের নিকট।
(৮০২৭ এ)

### কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

নোটিস

এম এসসি (এ জি) পার্ট-১-এর ক্লাস ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ হইতে আরম্ভ হইবে। কল্যাণীস্থ এগ্রিক্যালচারাল ফ্যাকাল্টি বিল্ডিংস-এ ক্লাস লওয়া হইবে।

স্বাঃ বি কে বিশ্বাস
অ্যাসিঃ রেজিস্ট্রার
(৯০৩৬)

মাহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র কলেজ, কলিকাতা—পি ইউ, বি-এ, বি এস-সি বি কম, পার্ট ওয়ান পরীক্ষার্থীদের নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে তাহারা নিম্নলিখিত তারিখ অনুযায়ী ১৯৭১ সালের মে মাস পর্যন্ত মাহিনা, যদি অন্য কোন পাওনা থাকে এবং পরীক্ষার ফি আদায় দিয়া তাহাদের ফর্ম পূরণ করে।

পরীক্ষার ফিঃ—পি ইউ—২৭, বি এ পাস—৩০, বি এ অনার্স—৩৫, বি এস সি পাস—৩০, বি এস সি অনার্স—৩৫, বি কম—৩০, পি ইউ—৮ই, ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭১, বি এ বি এস সি অনার্স—১০ই, ১১ই বি এ, বি এস সি পাস—১৬ই, ১৭ই, ১৮ই বি কম—২২ই, ২৩ই ২৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭১।

বেলা ১১টা হইতে ২-৩০ মিঃ পর্যন্ত ফি লওয়া হইবে।

নিম্নলিখিত কাগজাদি আনিতে হইবে:—

(১) মাহিনা বহি, (২) রেজিস্ট্রেশন রসিদ, (৩) এডমিট কার্ড এবং (৪) মার্কসীট (পূর্বকার পরীক্ষার)।

যদি কোন পরীক্ষার্থী অসুস্থতার দরুণ বা অন্য কোন কারণে নিজে উপস্থিত হইতে না পারে তবে তাহার মনোনীত ব্যক্তিকে মনোনয়নপত্র এবং উক্ত কাগজাদি সহ পাঠাইতে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে।

ক্লাস খোলার নির্দেশ পরে কাগজে দেওয়া হইবে।
(৮০৭০)

## নীলাম

### পার্স অ্যাণ্ড কোং

(সরকারী নীলামদার)

১৬১, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

নিম্নোক্ত নীলামের তারিখ ঘোষণা করিতেছেন:

৯-২-৭১ তারিখ বেলা ১০টায় **এঞ্জিনিয়ারিং স্টোর্স ডিপো, পানাগড়** ঠিকানায় **এম এস এস টিউবিং** ৪", ৬" এবং ১০" **ব্যাসের প্রচুর লট,** বিবিধ পাইপ ফিটিংস, আনঃ ৭০,০০০ মিটার **ষ্টীল অয়ার রোপ**—করেল, এম এস অ্যাঙ্গেল, প্লেট, বিবিধ দ্রব্য ইত্যাদি। ১০-২-৭১ তারিখ বেলা ১০টায় এবং ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারী '৭১ তারিখ বেলা ৯টায় **স্পেশাল ভেহিকল ডিপো, পানাগড়** ঠিকানায় ৭৭০টি ভেহিকল, যথা মোটর সাইকেল রয়াল এনফিল্ড, ৬৭টি, ট্রাক ডজ/উইলিজ/নিশান, লরী শক্তিমান ৩৮টি, স্টুডিবেকার ৬৫টি, এ পি বি ফোর্ড ১৫টি, শেভ্রোলে কার, ট্রেলর ২ টন ১১২টি, কার্টার বিবিধ ইত্যাদি। ফোন: ২৪-১৪৮৭।
(৮০৭২)

### জুয়েলারী নীলাম

অদ্য শুক্রবার, বেলা ১০॥ ঘটিকায় মডার্ন এক্সচেঞ্জ (গভঃ নীলামদার) ১২/বি, রাসেল স্ট্রীটে, কলিকাতা-১৬ হীরার নেকলেস, ব্রেসলেট, কানের টাপ, আংটি, বোতাম, সীতাহার ইত্যাদি মূল্যবান জড়োয়া গহনা প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করিবেন।
(সি ৭৫৩২)

## টেণ্ডার

### সংশোধনী টেণ্ডার বিজ্ঞপ্তি

২৬।১।৭১ তারিখে প্রকাশিত টেণ্ডার বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছিল যে, পুষ্করিণী সংস্কারের টেণ্ডারসমূহ হাওড়া জেলা শাসকের দপ্তরে অবস্থিত পুষ্করিণী সংস্কার অফিসে ৫।২।৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে।

উক্ত পুষ্করিণী সংস্কার অফিস ১৪নং নিত্যধন মুখার্জি রোড, হাওড়া ঠিকানায় সমবায়িকা ভবনে স্থানান্তরিত হওয়ায় টেণ্ডারসমূহ নূতন ঠিকানায় গ্রহণ করা হইবে। টেণ্ডার গ্রহণের শেষ তারিখ অপরিবর্তিত থাকিবে। (১০৭১)

## টেণ্ডার

### মিলিটারি এঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস

চিফ এঞ্জিনিয়ার, বেঙ্গল জোন, ফোর্ট উইলিয়ম, কলিকাতা-২১ কর্তৃক হাসিমারা এবং কলাইকুণ্ডাতে কয়েকটি কাঠামোর জন্য ব্যবস্থাকরণের নিমিত্ত টেণ্ডার ফরম ইস্যু করার জন্য ১০-২-৭১ তারিখের মধ্যে পৃথক পৃথক দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। অনুমিত ব্যয়বরাদ্দ: যথাক্রমে ৯·৬৬ লক্ষ টাকা এবং ২·৯৩ লক্ষ টাকা (সংশোধনী ৫১০ সহ এম ই এস শিডিউলের সমমূল্য)। অন্যান্য বিবরণীর জন্য ২৭-১-১৯৭১ তারিখের ইণ্ডিয়ান ট্রেড জর্নাল দ্রষ্টব্য।

ডি এ ভি পি ৬৮৩(১০৪০)/৭০
(৮০২৩)

### হেভি এঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন লিমিটেড

ফাউণ্ড্রী ফোর্জ প্রোজেক্ট

সংক্ষিপ্ত টেণ্ডার নোটিস নং এফ এফ/ক্লেড-১/৭১-১

রাঁচীর হাতিয়াতে এফ এফ পি-তে নিম্নলিখিত বিল্ডিংগুলির জন্য ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম, এলিমিনেটর (প্রয়োজন হইলে) এবং লাইটনিং কণ্ডাক্টার সমেত সংশ্লিষ্ট অংশসমূহ সহ সম্পূর্ণ তিনটি ইনডিউসড ড্রাফ্ট কুলিং টাওয়ার ডিজাইন, নির্মাণ ও চালু করা, কুলিং টাওয়ারের জন্য আই ডি ফ্যান ও মোটর সরবরাহ ও সংস্থাপন, পাম্পিং মেশিনারী সরবরাহ ও সংস্থাপন ও আনুষঙ্গিক কাজ, পাম্প ও এক্সটারন্যাল পাইপ ওয়ার্কের জন্য প্রখ্যাত ও অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের নিকট হইতে সীল করা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

কাজের নাম—গ্যাস প্রডিউসার প্ল্যাণ্ট, বিল্ডিং ২০।
—কুলিং টাওয়ার নং ৩৪, ৫৪ এবং ৫৫।

টেণ্ডার সব দিক দিয়া সম্পূর্ণ হওয়া চাই। যে দর উল্লেখ করা হইবে, তাহা টেণ্ডারে আবশ্যক মত পরিমাণের তালিকায় প্রদত্ত দফা অনুযায়ী পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

বায়নার পরিমাণ টেণ্ডারে প্রদত্ত মূল্যের ২% হইবে।

টেণ্ডার ফরম, ড্রইং সহ ঠিকার শর্ত ও স্পেসিফিকেশন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট চীফ ক্যাশিয়ার, এফ এফ পি, রাঁচী ৪-এর নিকট ১০০, টাকা (অফেরতযোগ্য) জমা দিয়া প্রাপ্ত রসিদ দেখাইলে ১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১ হইতে ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত ও সহ যে কোন কাজের দিন অফিসের প্রচলিত কার্যকালে একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার (সি-০৫) জোন-১-এর অফিস, ফাউণ্ড্রী ফোর্জ প্রোজেক্ট, হেভী এঞ্জিনীয়ারিং কর্পোরেশন লিমিটেড, পোঃ অঃ হাতিয়া, রাঁচী, বিহার ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

টেণ্ডার ফী হিসাবে চেক এবং পোস্টাল অর্ডার দিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না।

সমস্ত টেণ্ডার ১ মার্চ, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত চঃঃ চীফ এঞ্জিনীয়ার (সিভিল)/এফ এফ পি, হাতিয়া, রাঁচী কর্তৃক গৃহীত হইবে এবং ঐদিন বেলা ৩-১৫টায় সমস্ত বা যে সমস্ত টেণ্ডারদাতা উপস্থিত থাকিবেন, তাহাদের সমক্ষে খোলা হইবে।

ডিএভিপি৭৬৩(১৯৩)/৭০ (৮০২৪)

মালদহ জেলায় এন এইচ ৩৪-এর রি-অ্যালাইনমেণ্টের জন্য বিভিন্ন স্ট্যাক ইয়ার্ডে পাকুড় বা পুকুড় ভ্যারাইটির পাথরের খোয়া (২" হইতে ২½" সাইজ) সরবরাহ (গ্রুপ ৩)-এর নিমিত্ত সুপারিনটেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার, রোড কনস্ট্রাকশন সার্কেল নং ৩, পি-ডব্লিউ (রোডস) ডিরেক্টর, গৌর রোড, পোঃ অঃ ও জেলা মালদহ, কর্তৃক নির্ভরযোগ্য, সঙ্গতিপন্ন অভিজ্ঞ ও প্রকৃত সরবরাহকারী এবং পি ডব্লিউ ডি-র ১ম শ্রেণীর ও অন্যান্য শ্রেণীর তালিকাভুক্ত অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের নিকট হইতে ২৯০৮নং বি এফ-তে পুনরায় সীলকরা টেণ্ডার (২য় কল) আহ্বান করা যাইতেছে। টেণ্ডার ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত তাঁহার অফিসে গৃহীত হইবে। টেণ্ডার ঐদিন বেলা ৩-১৫টায় খোলা হইবে। অনুমিত ব্যয়: ২,৯৬,৭০৮ টাকা। বায়নার পরিমাণ: ৩,৯৩৪ টাকা। শেষ করার মেয়াদ: ওয়ার্ক অর্ডারের তারিখ হইতে চার মাস। টেণ্ডার ফরম ও টেণ্ডারের অন্যান্য কাগজপত্র ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত নগদ মূল্যে উপরোক্ত সুপারিনটেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ারের অফিস এবং একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, ফরাক্কা এন এইচ কনস্ট্রাকশন ডিভিসন-এর অফিসে পাওয়া যাইবে। বিস্তারিত টেণ্ডারের কাগজপত্র ঐ সমস্ত অফিসে যে কোন কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে ৪-৩০টার মধ্যে (শনিবার বেলা ১১টা হইতে ১-৩০টা) দেখা যাইবে। ইচ্ছুক টেণ্ডারদাতাদিগকে তাহাদের নির্ভরতা ও সঙ্গতি সম্পর্কে উপরোক্ত অফিসারদের সন্তোষবিধানের জন্য প্রমাণপত্র এবং নির্ধারিত ফরমে আই টি ও এস টি পরিশোধের বৈধ সার্টিফিকেট দেখাইতে হইবে। অন্যথায় টেণ্ডার ফরম ইস্যু করা হইবে না।

৪৭৩(২) আই পি আর/এ/৭১
(৯০৬৪)

## টেণ্ডার

### ভাবা অ্যাটোমিক রিসার্চ সেণ্টার

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে পারচেজ অ্যাণ্ড স্টোর্স ডিভিসনের প্রধান কর্তৃক ভাবা অ্যাটোমিক রিসার্চ সেণ্টারের জন্য নিম্নবর্ণিতমত টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে:

১। পি ডি এন/বি এ আর সি/এফ ইউ আর/১৪-দাখিলের শেষ তারিখ ২৪-২-১৯৭১। ড্রইং অনুযায়ী ইলেকট্রনিক ইনস্ট্রুমেণ্টের জন্য ওয়ার্কিং টেবিল ও কাউণ্টার টেবিল। ৩০টি।

২। পি ডি এন/এইচ ডব্লিউ পি/সি এ পি/১৩—দাখিলের শেষ তারিখ ২৪-২-৭১। ক্রেতার স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী বেঞ্চ প্রিসিসন লেদ, কেন্দ্রের উচ্চতা ১২ এম এম। ১টি।

৩। পি ডি এন/ডি ই সি/সি এ পি/৭—দাখিলের শেষ তারিখ ২২-২-৭১। ক্রেতার স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সিংগল স্পিণ্ডল ভার্টিক্যাল টারেট লেদ। ১টি।

৪। পি ডি এন/পি আর ই এফ আর ই/ই এন জি/৭—দাখিলের শেষ তারিখ ২৬-২-৭১—পি আর ই এফ আর ই এর জন্য। "আমাদের ড্রইং ও টেণ্ডার স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী লেড স্ফিয়ার অ্যাসেম্বলিজ"। ২৭টি।

৫। বি এ আর সি/পি/সি এ পি/২১০৭—দাখিলের শেষ তারিখ ১-৩-৭১। ক্রেতার স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী জয়-৪০ ডীপ ড্রিলের জন্য ড্রিলিং অ্যাকসেসরিজ।

৬। পি ডি এন/বি এ আর সি/সি এ পি/৫০—দাখিলের শেষ তারিখ ২৬-২-৭১। ক্রেতার স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ৫০ কে ডব্লিউ এর একটি নূতন ডিজেল জেনারেটর সেট সরবরাহ, সংস্থাপন ও চালু করা। ১টি।

৭। পি ডি এন/বি এ আর সি/সি এ পি/৫২—দাখিলের শেষ তারিখ ৪-৩-৭১। ক্রেতার স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ১৫ টন ৪ কলাম ভার্টিক্যাল হাইড্রলিক বেলিং প্রেস। ১টি।

৮। পি ডি এন/বি এ আর সি/সি এ পি/৫৪—দাখিলের শেষ তারিখ ৯-৩-৭১। ক্রেতার স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী স্ট্যাণ্ডার্ড সাজসরঞ্জামাদি সহ সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক মোটর চালিত রোটারি এয়ার কম্প্রেসর, ফ্রী এয়ার ডেলিভারী ৮·৫০ ঘনমিটার/মিনিট (৩০০ ঘনফুট/মিনিট)। ১টি।

৯। পি ডি এন/বি এ আর সি/ই এন জি/২৪১—দাখিলের শেষ তারিখ ২-৩-৭১। "বিভিন্ন আকারের স্টেনলেস স্টীল ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোড।" ২০,১৫০ টি পীস।

১০। বি এ আর সি/পি/এম টি এল/৪৬৮৬—দাখিলের শেষ তারিখ ১৫-৩-৭১। মাদ্রাজ অ্যাটমিক পাওয়ার প্রজেক্টের জন্য এ এস টি এম স্পেসি-এ—১০৭ গ্রেড ১০৩০ অনুযায়ী হট রোলড কারবন স্টীল বার—আমাদের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী স্পেশাল কোয়ালিটি ইলেকট্রিক ফার্নেস স্টীল—১৮টি।

১১। পি টি এন/পি পি ই ডি/ই ই কিউ/১—দাখিলের শেষ তারিখ ৫-৪-৭১। আমাদের টেণ্ডারের কাগজপত্র অনুযায়ী ২৩০ কে ভি লাইটনিং অ্যারেস্টর।

১২। বি এ আর সি/পি/সি এ পি/২৬৬২-দাখিলের শেষ তারিখ ৩-৩-৭১। ক্রেতার স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী লোনা জলের জন্য ডীপ ফ্রিজ কুলিং ইউনিট, ক্যাপাসিটি ১০০০ লিটার/ঘণ্টা—১টি।

টেণ্ডারের কাগজপত্রের মূল্য ১ হইতে ৯ ও ১২নং দফার প্রত্যেকটির জন্য ৫ টাকা; ১০নং দফার জন্য ১০ টাকা ও ১১নং দফার জন্য ৩০ টাকা এবং ঠিকার সাধারণ শর্তাবলীর মূল্য ৫০ পয়সা; এগুলি শনিবার বাদে যে কোন কাজের দিন বেলা ১০টা ও বেলা ১টার মধ্যে অ্যাকাউণ্টস অফিসার (পি), ৪র্থ তল, মোহাট্টা বিল্ডিং, পল্টন রোড, বম্বে-১ ঠিকানায় পাওয়া যাইবে। ৬ হইতে ১০নং দফার জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে ইমপোর্ট লাইসেন্সের ব্যবস্থা করা হইবে। টেণ্ডার উপরে উল্লেখিত দাখিলের শেষ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে ও সেইদিন বিকাল ৪টায় খোলা হইবে। কোন কারণ না দর্শাইয়া সর্বনিম্ন দরের বা যে কোন টেণ্ডার অংশতঃ বা সম্পূর্ণতঃ গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করার অধিকার সংরক্ষিত।

ডি এ ভি পি ৬৪৫ (২০৩)/৭০
(৮০২৫)

### সেণ্ট্রাল পি. ডবলিউ. ডি., কলিকাতা

এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, ক্যালকাটা ডিভিসন নং ২, সি পি ডবলিউ ডি, ২৩৪/৪, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-২০ কর্তৃক সাইট 'এ'-তে এয়ার-ফোর্সের জন্য ফার্নিচারের ব্যবস্থার নিমিত্ত টেণ্ডার খোলার তারিখ ৪-২-৭১ হইতে ২২-২-৭১ তারিখ পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। টেণ্ডার ফরম ২০-২-৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত পাওয়া যাইবে। অন্যান্য শর্তাদি অপরিবর্তিত আছে।
(৯০৫১)

## টেণ্ডার

### ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড

টেণ্ডার নোটিস নং পি-৭/৭১

ডব্লিউ বি এস ই বোর্ডের গৌরীপুর ইলেকট্রিক সাপ্লাই-এর জন্য এক বৎসরের নিমিত্ত ৩৬,০০০ টন সিলেক্টেড 'এ' গ্রেড এবং ৫২,৫০০ টন সিলেক্টেড 'বি' গ্রেড স্ল্যাক কয়লা সরবরাহ ও ডেলিভারীর জন্য সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার (স্টোর্স ও পারচেজ), ১, কিরণশংকর রায় রোড (৮ম তল), কলিকাতা-১ কর্তৃক যথেষ্ট সঙ্গতিপন্ন প্রখ্যাত কোলিয়ারি/সরবরাহকদের নিকট হইতে ফার্মের নিজস্ব সীলমোহরাঙ্কিত দুইপ্রস্থে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের অনুকূলে ১০০, টাকার (অফেরতযোগ্য) রেখিত পোস্টাল অর্ডার দেখাইয়া যেকোন কাজের দিন বেলা ১১টা ও বেলা ৩টার মধ্যে উপরোক্ত অফিসে স্পেসিফিকেশন পাওয়া যাইবে।

যে সমস্ত ফার্মের এই ট্রেডে পূর্ব অভিজ্ঞতা নাই এবং হাল সময়ের বিক্রয়কর ও আয়কর পরিশোধের সার্টিফিকেট নাই, তাঁহাদের নিকট স্পেসিফিকেশন বিক্রয় করা হইবে না।

টেণ্ডার ২৫-২-৭১ তারিখ বিকাল ৫টা পর্যন্ত উক্ত অফিসে গৃহীত হইবে এবং পরবর্তী কাজের দিন বেলা ৩টার উপস্থিত টেণ্ডারদাতাদের সমক্ষে খোলা হইবে।

যখন যেরূপ প্রয়োজন হইবে সেইমত অর্ডার বণ্টন করিয়া দেওয়ার এবং কোনরূপ কারণ না দেখাইয়া যেকোন বা সকল টেণ্ডার অগ্রাহ্য করার অধিকার উপরোক্ত বোর্ডের রহিয়াছে এবং সর্বনিম্ন দরের টেণ্ডার গ্রাহ্য করিতেও তাঁহারা বাধ্য নহেন।
(৮০০৫/১এ)

## পূর্ব রেলওয়ে

সেল নোটিস

রেলওয়ে হেফাজতে ডেলিভারি না লওয়া অব্যবহার পড়িয়া থাকা নিম্নলিখিত চালানসমূহ অদ্য তারিখ হইতে পনর দিনের মধ্যে যদি তদ্দরুন প্রাপ্

## টেণ্ডার

### পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ

**টেণ্ডার নোটিস নং পি-১০/৭১**

১১ কে ভি আণ্ডারগ্রাউণ্ড পেপার ইনসুলেটেড লেড কভার্ড কেবলের জন্য কেবল এণ্ড বক্স ও স্ট্রেট থ্রু জয়েণ্ট বক্স সরবরাহ ও ডেলিভারির জন্য কলিকাতা-১ অধীন ১, কিরণশঙ্কর রায় রোডস্থিত নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংস (৮ম তল)স্থিত নিম্নবর্ণিত কর্তৃক আমাদের টেণ্ডার নোটিস নং পি-১০/৭১ মূলে "কেবল এণ্ড বক্স ও স্ট্রেট থ্রু জয়েণ্ট বক্সের জন্য টেণ্ডার" কথাগুলি উপরে লিখিত দুই প্রস্থে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

১৮-২-৭১ তারিখ বিকাল ৫টা পর্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে এবং পরদিন বেলা ৩টার সময় উক্ত অফিসে উপস্থিত টেণ্ডারদাতাদের সমক্ষে খোলা হইবে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের অনুকূলে রেখিত ইণ্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডার মারফত প্রতি কপি বাবদ অফেরতযোগ্য ৩০, টাকা (ত্রিশ টাকা) আদায় দিলে এবং আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের হালসময়ের সার্টিফিকেট দেখাইলে শনিবার বাদে যে-কোন কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে বেলা ৩টার মধ্যে বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন অনুরোধক্রমে এই অফিসে পাওয়া যাইবে।

আর এন মিত্র
সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার
(এস অ্যাণ্ড পি)
(৮০০৫/৩ এ)

### পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ

**টেণ্ডার নোটিস নং পি-৮/৭১**

এ সি ইলেকট্রিসিটি মিটারের জন্য কলিকাতা-১ অধীন ১, কিরণশঙ্কর রায় রোডস্থিত নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংস (৮ম তল)স্থিত নিম্নবর্ণিত কর্তৃক আমাদের টেণ্ডার নোটিস নং পি-৮/৭১ মূলে এ সি ইলেকট্রিসিটি মিটারের জন্য টেণ্ডার" কথাগুলি উপরে লিখিত দুই প্রস্থে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

৯-৩-৭১ তারিখ বিকাল ৫টা পর্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে এবং পর দিন বেলা ৩টার সময় উক্ত অফিসে উপস্থিত টেণ্ডারদাতাদের সমক্ষে খোলা হইবে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের অনুকূলে রেখিত ইণ্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডার মারফত প্রতি কপি বাবদ অফেরতযোগ্য ১০০, টাকা (একশত টাকা) আদায় দিলে এবং আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের হালসময়ের সার্টিফিকেট দেখাইলে শনিবার বাদে যে-কোন কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে বেলা ৩টার মধ্যে বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন অনুরোধক্রমে এই অফিসে পাওয়া যাইবে।

আর এন মিত্র
সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার
(এস অ্যাণ্ড পি)
(৮০০৫/২ এ)

### কোল বোর্ড

**ধানবাদ**

মনোকেবল ও বাইকেবল রোপ-ওয়েজ, এরিয়াল ট্রামওয়েজ ও উহার সরঞ্জাম কামিনস/আই এইচ/এ ই সি/কোর্ড ডিজেল এঞ্জিন এবং জীপ/ট্রাক্টর ইত্যাদির জন্য ব্যবহার্য দ্রব্য, তেল ও মাল্টিক্যাণ্ট স্পেয়ার পার্টস ইত্যাদির যে সমস্ত প্রখ্যাত প্রস্তুতকারক ডীলার ও সরবরাহকারী এই অফিস হইতে অনুসন্ধানের জন্য পত্রাদি পাওয়ার নিমিত্ত রেজিস্টার্ড হইতে চাহেন তাঁহাদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। মালগুলি প্রধান স্টোরস ডাইটির কোন একটিতে যথা ভুলানবারাণী স্টোরস পোঃ অঃ পাথরডি, জেলা ধানবাদ এবং লছিপুরে স্টোরস পোঃ অঃ কাজোরা গ্রাম, জেলা বর্ধমান-এ সরবরাহ করিতে হইবে।

প্রার্থিগণ যে সমস্ত মালে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছেন এবং যে সমস্ত মাল বিক্রয় করেন তাহা অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। তাঁহাদিগকে সংশ্লিষ্ট মাল প্রস্তুত/সরবরাহের ক্ষমতা সম্পর্কে প্রমাণ দাখিল করিতে হইবে এবং রেজিস্টার্ড সেলস ট্যাক্স নম্বর দিতে হইবে। দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ ২৭-২-৭১।

(স্টোরস অ্যাণ্ড পারচেজ অফিসার)
(৭৮০৩)

## কলিকাতা কর্পোরেশন

### কলিকাতা করপোরেশন

**বিষয় : অ্যাসফাল্টাম প্রভৃতির জন্য বালির নিমিত্ত প্রস্তাব**

কর্পোরেশনের স্পেশিফিকেশন অনুযায়ী (উহা কণ্ট্রোলার অব স্টোরস-এর অফিসে দেখ যাইবে) কলিকাতার মধ্যে বিভিন্ন স্টোরসে রাস্তার জন্য ১,৫৬,০০০ ঘনফুট মোটা বালি এবং চিংড়িহাটা ডিপোতে অ্যাসফাল্টামের জন্য ৫,০০,০০০ ঘনফুট বালি সরবরাহ ও ডেলিভারীর জন্য "গভঃ মঞ্জুরীর মধ্য হইতে অ্যাসফাল্টামের জন্য বালি এবং রাস্তার জন্য মোটা বালির নিমিত্ত প্রস্তাব দাখিলের শেষ তারিখ ২২-২-৭১" কথাগুলি যথাযথভাবে উপরে লিখিত সীল-করা খামে দুই প্রস্থে প্রস্তাব আহ্বান করা যাইতেছে।

২২-২-৭১ তারিখ মধ্যাহ্ন ১২টার পূর্বে সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসে ২য় ডেপুটি কমিশনারের নিকট প্রস্তাব দাখিল করিতে হইবে।

অ্যাসফাল্টামের জন্য বালি গাদায় মাপ করিয়া বা ঘরীর মাপে এবং শিয়ালদহ গ্যাস সাইডিং পর্যন্ত ওয়াগনে বুক করিয়া, তৎপর খালাস ও পরিবহণ ও চিংড়িহাটা ডিপোতে যথোপযুক্তভাবে গাদা করিয়া ডেলিভারী দিতে হইবে। কণ্ট্রোল অব স্টোরস-এর নামে মিউনিসিপাল ট্রান্সফার সাইডিং পর্যন্ত কোন ওয়াগন বুক করিলে চলিবে না। কিভাবে সরবরাহ করা হইবে তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

রাস্তার জন্য মোটা বালি আধারে বা ইয়ার্ডে অন্যূন ৩ ফুট উঁচু গাদা করিয়া দিতে হইবে। ঠিকাদার কর্তৃক গাদা করার কাজ সমাপ্ত হওয়ার ২৪ ঘণ্টা পর ঠিকাদার বা তাঁহার এজেণ্টের উপস্থিতিতে বালি মাপ করা হইবে। উভয় ক্ষেত্রেই অর্ডার দেওয়ার তারিখ হইতে ৭ দিন মধ্যে সরবরাহ আরম্ভ করিতে হইবে এবং ৩ মাসের মধ্যে শেষ করিতে হইবে।

প্রস্তাব খোলার পূর্বে নমুনা যথাযথভাবে লেবেল আটিয়া ও সীল করিয়া কণ্ট্রোলার অব স্টোরস-এর অফিসে দাখিল করিতে হইবে।

বিক্রয়কর বা অন্য কোন কর বা শুল্ক যদি অতিরিক্তভাবে পদের হয়, তবে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে।

জামীন জমা হিসাবে গ্রাহ্য মূল্যের ৫% জমা দিয়া একটি চুক্তি সম্পাদন করিয়া দিতে হইবে।

প্রস্তাব খোলার তারিখ হইতে অন্ততঃ ৩ মাস কাল গ্রাহ্যের জন্য প্রস্তাব বলবৎ রাখিতে হইবে।

সেক্রেটারী,
কলিকাতা কর্পোরেশন
৩।২।৭১
(৯০৩৫/২)

### কলিকাতা কর্পোরেশন

**নোটিস**

প্রতি ঘণ্টার ১৭০০০ পাউণ্ড ইভাপোরেশন ৪,৯০০ হিটিং সারফেস সমন্বিত মেসার্স ব্যাবকক অ্যাণ্ড উইলকক্স মেকের ট্রিপল ড্রাম ওয়াটার টিউব বয়লারের স্পেয়ার পার্টস হিসাবে নিম্নে বর্ণিত সুপারহিটার ক্রশ বক্স, হেডার ইত্যাদি সরবরাহের জন্য এই লাইনের কাজকারবারকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হইতে দুই প্রস্থে সীলকরা প্রস্তাব আহ্বান করা যাইতেছে। ব্যাবকক অ্যাণ্ড উইলককস অব ইণ্ডিয়া লিঃ-এর ১২৩/২৩৪৩৬নং কনট্রাক্টে উল্লেখিত বিস্তারিত ড্রইং অনুযায়ী উক্ত বয়লারগুলি টাল্যা পাম্পিং স্টেশনে রহিয়াছে।

১। সুপারহিটার ক্রশ বক্স—২টি বয়লারের জন্য ইনলেট ও আউটলেট উভয় দিকে
২। ২৪টি হেডার ফ্রণ্ট আপটেক—২৩এ-এর জন্য। ৯ উচ্চতা
৩। ২৪টি হেডার রিয়ার ডাউনটেক—২৩এ-এর জন্য। ৯ উচ্চতা
৪। ৪টি মাড বক্স
৫। ২ সেট—৬টি সেফটি ভাল্ব। ক্যালোরিসেডসার্টরোয়িং টিউব—ডিসটার্ন্স পিসেসহ
৬। প্রত্যেক বয়লারের ৫টি টিউব—২ সেট×৫ টিউব

উপরোক্ত স্পেয়ারগুলি সরবরাহের সঙ্গে, বর্তমান পুরাতন স্পেয়ারগুলি বদলাইবার সময় ইনসপেক্টর অব স্টীম বয়লার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর আবশ্যক মত ১৯৫০ সালের ইণ্ডিয়ান বয়লার রুলস অনুযায়ী টেস্ট সার্টিফিকেট থাকা চাই।

ইচ্ছুক প্রস্তাবদাতাগণ "টাল্যা পাম্প সংশ্লিষ্ট বয়লারের স্পেয়ার্সের জন্য দরপত্র" কথাগুলি উপরে লিখিত সীলকরা খামে দরপত্র ২২-২-৭১ তারিখ বেলা ১২টার পূর্বে ডেঃ কমিশনার ২, কলিকাতা কর্পোরেশন, ৫ এস এন ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা-১৩-এর নিকট দাখিল করিবেন।

সেক্রেটারি
কলিকাতা কর্পোরেশন
৩-২-৭১
(৯০৩৫/৩)

## কোম্পানী নোটিস

### দি গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল লিমিটেড

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে যে, নিম্নোক্ত কার্যাদি নিষ্পন্নের জন্য ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১, শুক্রবার, বেলা ৩-৩০টায় ১, ২ ও ৩, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট, কলিকাতা-১ প্রেমিসেস-স্থিত কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে কোম্পানির সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

১। ৩১ মার্চ, ১৯৭০ তারিখে সমাপিত বৎসরের জন্য কোম্পানির পরীক্ষিত হিসাবপত্র এবং উহার উপর ডিরেক্টরবর্গ ও অডিটরগণের রিপোর্ট গ্রহণ ও অনুমোদন করা।
২। মিঃ বি কে রায়, বার্ষিক সাধারণ সভায় যাঁহার পদের মেয়াদ শেষ হইতেছে, তাঁহার স্থলে একজন ডিরেক্টর নির্বাচন করা।
৩। ১৯৭০-৭১ সালের জন্য অডিটর্স নিয়োগ করা ও তাঁহাদের পারিশ্রমিক ধার্য করা।

কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর বহি ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ হইতে ২৬ ফেব্রুয়ারি, ৭১ তারিখ পর্যন্ত (উভয়দিন সহ) বন্ধ থাকিবে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
বি কে রায়
ডিরেক্টর
১, ২ ও ৩, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট,
কলিকাতা-১
২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১

**বিঃ দ্রঃ** সভায় যোগদান ও ভোটদানের অধিকারী যে কোন সদস্য তাঁহার পরিবর্তে সভায় যোগদান ও ভোটদানের জন্য একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবেন। প্রতিনিধি কোম্পানির সদস্য না হইলেও চলিবে।

একজন সদস্যের নিকট হইতে কোম্পানির ডিরেক্টর হিসাবে মিঃ বি কে রায়-এর নাম প্রস্তাব করার ইচ্ছাজ্ঞাপক একটি নোটিস পাওয়া গিয়াছে।
(৮০০৪)

## রেলওয়ে

### দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

**সিটি বুকিং অফিসসমূহে তৃতীয় শ্রেণীর বার্থ ও সিট বণ্টনের নির্ধারিত সংখ্যা।**

কলিকাতা ও হাওড়ায় বিভিন্ন সিটি বুকিং অফিসের জন্য দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ের বিভিন্ন ট্রেনে তৃতীয় শ্রেণীর স্লিপার বার্থ এবং সিটের সংখ্যা নিম্নলিখিতভাবে ধার্য করা হইয়াছে :—

**২ আপ বম্বে-হাওড়া মেল**
(৩ টায়ার হাওড়া-বম্বে কোচ)

| | |
|---|---|
| খিদিরপুর | — ১২টি বার্থ |
| কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট | — ১২টি বার্থ |
| বড়বাজার | — ২৪টি বার্থ |
| রসা রোড | — ১২টি বার্থ |

**(৩ টায়ার হাওড়া-বিরামগাম কোচ)**

| | |
|---|---|
| রসা রোড | — ৯টি বার্থ |
| বড়বাজার | — ৯টি বার্থ |
| খিদিরপুর | — ৬টি বার্থ |
| কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট | — ৬টি বার্থ |

(আংশিক ৩-টায়ার হাওড়া-নাগপুর কোচ)

| | |
|---|---|
| রসা রোড | — ৩টি বার্থ<br>২টি সিট |
| খিদিরপুর | — ৩টি বার্থ<br>২টি সিট |
| বড়বাজার | — ৩টি বার্থ |
| কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট | — ৩টি বার্থ |

**৩০ আপ হাওড়া-বম্বে এক্সপ্রেস**
(৩-টায়ার হাওড়া-বম্বে কোচ)

| | |
|---|---|
| রসা রোড | — ৩টি বার্থ |
| খিদিরপুরে | — ৩টি বার্থ |
| বড়বাজার | — ৩টি বার্থ |
| কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট | — ৩টি বার্থ |

**(২-টায়ার হাওড়া-বম্বে কোচ)**

| | |
|---|---|
| রসা রোড | — ৩টি সিট |
| খিদিরপুরে | — ২টি সিট |
| কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট | — ৩টি সিট |

(আংশিক ৩-টায়ার হাওড়া-নাগপুর কোচ)

| | |
|---|---|
| রসা রোড | — ৬টি বার্থ<br>২টি সিট |
| খিদিরপুরে | — ৬টি বার্থ<br>২টি সিট |
| বড়বাজার | — ৬টি বার্থ |
| কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট | — ৬টি বার্থ |

**৩ আপ হাওড়া-মাদ্রাজ মেল**
(৩-টায়ার হাওড়া-মাদ্রাজ কোচ)

| | |
|---|---|
| রসা রোড | — ২০টি বার্থ |
| খিদিরপুরে | — ৯টি বার্থ |
| কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট | — ৪টি বার্থ |
| পার্ক স্ট্রীট | — ৪টি বার্থ |
| বড়বাজার | — ৯টি বার্থ |
| সালকিয়া | — ১টি বার্থ |

(৩-টায়ার হাওড়া-কোচিন কোচ)

| | |
|---|---|
| রসা রোড | — ১০টি বার্থ |
| খিদিরপুরে | — ৩টি বার্থ |
| কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট | — ২টি বার্থ |
| পার্ক স্ট্রীট | — ২টি বার্থ |
| বড়বাজার | — ৩টি বার্থ |

(২-টায়ার হাওড়া-মাদ্রাজ কোচ)

| | |
|---|---|
| কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট | — ৪টি সিট |
| বড়বাজার | — ৪টি সিট |

**৩৭ আপ হাওড়া-মাদ্রাজ জনতা এক্সপ্রেস**
(৩-টায়ার হাওড়া-মাদ্রাজ কোচ)

| | |
|---|---|
| রসা রোড | — ১০টি বার্থ |
| খিদিরপুরে | — ২টি বার্থ |

(২-টায়ার হাওড়া-মাদ্রাজ কোচ)

| | |
|---|---|
| কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট | — ২টি সিট |
| বড়বাজার | — ৫টি সিট |

(আংশিক ৩-টায়ার হাওড়া-বিজরওয়াড়া কোচ)

| | |
|---|---|
| রসা রোড | — ২টি বার্থ<br>২টি সিট |
| খিদিরপুরে | — ২টি বার্থ<br>২টি সিট |

**৮ আপ হাওড়া-পুরী এক্সপ্রেস**
(৩-টায়ার হাওড়া-পুরী কোচ)

| | |
|---|---|
| রসা রোড | — ৩টি বার্থ |
| খিদিরপুরে | — ৩টি বার্থ |
| কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট | — ৩টি বার্থ |
| বড়বাজার | — ৩টি বার্থ |

(২-টায়ার হাওড়া-পুরী কোচ)

| | |
|---|---|
| রসা রোড | — ২টি সিট |
| খিদিরপুরে | — ২টি সিট |
| কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট | — ২টি সিট |
| বড়বাজার | — ২টি সিট |

উল্লিখিত ধার্য বার্থ বা সিটগুলি প্রচলিত ১০ দিন পূর্বে অগ্রিম রিজার্ভ করা যাইবে।

চিফ কমার্সিয়াল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট
পি আর|এস ই|পি এ|১|সি-৬৫ (৮০০৭)

### দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

**টেণ্ডার**
**টেণ্ডার খোলার তারিখ পিছাইয়া দেওয়া হইল।**

পূর্বে বিজ্ঞাপিত, এই রেলওয়ের যে কোনো সেকশনে ১-৩-৭১ হইতে ৩০-৪-৭২ তারিখ পর্যন্ত আনুমানিক ৪০০০টি রেল জয়েণ্ট ওয়েল্ডিং করিবার জন্য টেণ্ডার খোলার তারিখ ২৯-১-৭১ হইতে ১৫-২-৭১ তারিখ পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ঐ তারিখেই বেলা ৩-১৫টার সময় টেণ্ডার খোলা হইবে।

অন্যান্য শর্ত অপরিবর্তিত থাকিবে।

জেনারেল ম্যানেজার (এঞ্জিনিয়ারিং)
গার্ডেন রিচ, কলিকাতা—৪৩
পি আর|এস ই|পি এ|১|এঞ্জি-১৭৭
(৮০০৬)

**গুডস্ ট্রাফিক বুকিং-এর উপর বিধিনিষেধ**

ওয়াগটেয়ার হইয়া পৌঁছে — এইরূপ স্টেশনগুলির জন্য 'স্মলস্' সহ সমস্ত গুডস্ ট্রাফিকের বুকিং শ্যালিমার ও আর্মেনিয়ান ঘাট হইতে ৯-২-৭১ তারিখ পর্যন্ত আরও ৫ দিনের জন্য গৃহীত হইবে না।

—চীফ্ অপারেটিং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট
পি আর|এস ই|পি এ|১|কপস্-৮২
(৯০৫৯)

**টেণ্ডার**

আই এস : ১৯১|৫৮—অনুসারী ৩৬ মেট্রিক কপার ইনগট এক্স আর ও সি গ্রেড ২ সরবরাহের জন্য সীলকরা টেণ্ডার (টেণ্ডার নং এস|পি ৪|এন এফ|৩১৯|জি বি ৪|৭১) আহ্বান করা যাইতেছে। টেণ্ডার ২৬-২-৭১ তারিখ বেলা ১১-৩০টায় খোলা হইবে।

ব্যিরের ফার্মের ক্ষেত্রে সরাসরি নিম্নবর্ণিতের নিকট মনিঅর্ডারযোগে ৫, টাকা (অফেরতযোগ্য) পাঠাইয়া এবং স্থানীয় ফার্মের ক্ষেত্রে এই রেলওয়ের চীফ ক্যাশিয়ার, গার্ডেনরীচ, কলিকাতা—৪৩-এর নিকট উক্ত টাকা জমা দিয়া প্রাপ্ত ক্যাশ রসিদ দেখাইয়া নিম্নবর্ণিতের অফিসে (টাবুলেশন সেক্সন) সমস্ত কাজের দিন বেলা ১০টা হইতে বেলা ৩টার মধ্যে টেণ্ডার ফরম পাওয়া যাইবে।

কণ্ট্রোলার অব স্টোরস্,
গার্ডেনরীচ কলিকাতা—৪৩
পি আর|এস ই|পি এ|১|স্টোরস—৫৭
(৯০৬০)

**টেণ্ডার**

আন্দ্রা-গোমো সেকশনের ভোজুডিতে প্রতি ঘণ্টায় ২৫,০০০ গ্যালন পরিষ্কার জলের ক্যাপাসিটিসম্পন্ন ক্লারিফায়ার সরবরাহ ও সংস্থাপন মার যাবতীয় সিভিল এঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস সহ প্ল্যাণ্টটি সংস্থাপন ও চালু করা।

আন্দ্রাস্থ ডিভিশনাল ক্যাশিয়ারের নিকট হইতে প্রাপ্ত ৫, টাকার মানি রসিদ দেখাইয়া ৫-২-৭১ হইতে ১৭-২-৭১ পর্যন্ত সকল কাজের দিন প্রাপ্তব্য নির্ধারিত ফরমে এবং বায়না বাবদ ৬৪৫, টাকা সমেত সীলকরা টেণ্ডার (টেণ্ডার নোটিস নং জি|২২|এম এইচ কিউ|১|৭১) ১৮-২-৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং সেই সময় খোলা হইবে।

বায়নার টাকা ব্যতীত টেণ্ডার অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে।

—ডিভিশনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট
(এঞ্জিনীয়ারিং), আন্দ্রা
পি আর|এস ই|পি এ|১|এঞ্জি—১৮০
(৯০৬১)

### পূর্ব রেলওয়ে

**টেণ্ডার**
**টেণ্ডার (নং ১১|৭০) খোলার তারিখ পিছাইয়া দেওয়া সম্পর্কে**

মোগলসরাইয়ের নিম্নগঙ্গা কলোনীতে ৬০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট আর সি স্টেজিংয়ের উপর ৫০,০০০ গ্যালন ক্যাপাসিটির ওভারহেড আর সি সি ট্যাঙ্কের ব্যবস্থার জন্য টেণ্ডার খোলার তারিখ (২-২-৭১) ৯-২-৭১ তারিখ পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য শর্ত ও নিয়মাবলী অপরিবর্তিত রহিল।

—ডিভিশনাল এঞ্জিনীয়ার (কনস্ট্রাঃ)/
দানাপুর
জি ১০|৯এ|পি আর ও|কনস্-৬০ (৯০৬২)

## কলিকাতা কর্পোরেশন

**টেণ্ডার নোটিস**

নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে এবং তাহা দুই প্রস্থে 'ধাপা ডাম্পিং গ্রাউণ্ডে (খোলা ডাম্পিং সেকশনে) রাস্তা নির্মাণের জন্য টেণ্ডার' কথাগুলি উপরে লিখিত, সীল-করা খামে ২য় ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক ৫, এস এন ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা-১৩ ঠিকানায় সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসে ১১-২-৭১ তারিখ মধ্যাহ্ন ১২টার অথবা তাহার পূর্বে গৃহীত হইবে।

স্পেসিফিকেশন ও টেণ্ডারের তফসিল কলিকাতা কর্পোরেশনের কীপার অব রেকর্ডস-এর নিকট হইতে পাওয়া যাইবে। ঠিকাদারকে এই ঠিকা অনুযায়ী সমস্ত মালমশলা সরবরাহ করিতে হইবে। টেণ্ডার খোলার তারিখের অন্তত একদিন পূর্বে বায়নার টাকা জমা দিতে হইবে। সফলকাম টেণ্ডারদাতাকে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করিয়া দিতে হইবে।

কোনরূপ কারণ না দর্শাইয়া যে কোন টেণ্ডার গ্রাহ্য করা বা সমস্ত টেণ্ডার অগ্রাহ্য করার অধিকার কর্পোরেশন কর্তৃক সংরক্ষিত।

| টেণ্ডারের নাম | অনুমিত ব্যয় | বায়নার পরিমাণ | টেণ্ডার ফরম সহ স্পেসিফিকেশনের মূল্য |
|---|---|---|---|
| ধাপা ডাম্পিং গ্রাউণ্ডে (খোলা ডাম্পিং সেকশনে) রাস্তা নির্মাণ ..... | ৬০,৫৪৩, | ১,৫১৪, | ২০, প্রতি প্রস্থ |

সেক্রেটারি,
কলিকাতা কর্পোরেশন
৩-২-৭১
(৯০৩৫/১)

## বেতার বার্তা

**শুক্রবার—৫ ফেব্রুয়ারি**

১ম অধিঃ—৬টা সময় সংকেত, বন্দেমাতরম্; ৬-৫ সুভাষিত; ৬-১০ সংগীতাঞ্জলি; ৬-৩০ প্রকাশকান্ত গঙ্গোঃ—বেহালা; ৬-৪০ ইং সংবাদ; ৬-৪৫ শ্রুতিবাণী; ৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাং ও ইং); ৭-১৫ দেশবন্দনা; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৪৫ সমরেশ রায়—রবীন্দ্রসংগীত; ৮টা লোকগীতি—পূর্ববঙ্গ লোকগীতি সংস্থা; ৮-১৫ বাণী বন্দ্যোঃ—আধুনিক; ৮-৩০ উষারঞ্জন মুখোঃ—খেয়াল; ৯টা বাং সংবাদ; ৯-৫ রবীন্দ্রসংগীত; ৯-১৫ আধুনিক; ৯-৩০ উষারঞ্জন মুখোঃ—ঠুংরী; ৯-৪৫ সুব্রতা ঘোষ—রবীন্দ্রসংগীত; ১০টা গোপাল বন্দ্যোঃ—খেয়াল; ১০-৩০ বিমল মুখোঃ—সেতার; ১১টা সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১২-৩০ সময় সংকেত, রবীন্দ্রসংগীত; ১২-৫০ বাং সংবাদ; ১টা গজাননরাও যোশী—খেয়াল; ১-৩০ সুগম সংগীত : উষা ট্যানডন, তালাত মাহমুদ ও মীনা কাপুর; ১-৪০ হিন্দী সংবাদ; ১-৫০ প্রকাশকান্তি গঙ্গোঃ—বেহালা; ২টা গীতিকা; ২-২৬ আবহবার্তা (ইং ও বাং); ২-৩০ বিদ্যার্থীদের জন্য; ২-৪৫ শান্তিনাথ গঙ্গোঃ—আধুনিক (শরত ওয়েভে); ২-৫০ প্রকাশকান্তি গঙ্গোঃ—বেহালা; ৩টা গোপা সেন—নজরুলগীতি; ৩-১৫ সুব্রতা ঘোষ—রবীন্দ্রসংগীত; ৩-৩০ সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৫টা সময় সংকেত, নিতাই রায়—সেতার; ৫-৩০ আরতি সরকার—গীত; ৫-৪৫ গোপা সেন—আধুনিক; ৬টা প্রকাশকান্তি গঙ্গোঃ—বেহালা; ৬-৫ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (বাং); ৬-১০ মজদুরমণ্ডলী; ৬-৩০ দীপালি মহাপাত্র—লোকগীতি; ৬-৪০ তরঙ্গ; ৭টা পল্লী বেতারগোষ্ঠীর অনুষ্ঠান; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪৫ সমীক্ষা; ৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৮টা নহবত : বাংলা নাটক : রচনা—সত্য বন্দ্যোঃ; ৮-৫৩ সমরেশ রায়—নজরুলগীতি; ৯টা বিমল মুখোঃ—সেতার; ৯-৩০ অনুরোধের আসর (রবীন্দ্রসংগীত); ১০টা সংবাদ পরিক্রমা; ১০-৫ বাং সংবাদ; ১০-১৫ বেতার সংবাদ বিচিত্রা, লোকগীতি : পরিবেশনায়—পূর্ববঙ্গ লোকগীতি সংস্থা (শরত ওয়েভে); ১০-৩০ অনুরোধের আসর (রবীন্দ্রসংগীত); ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

**খ : ১ম অধিঃ**—৭-৩০ কলকাতা ক-এর অনুরূপ; ৮টা হিন্দী সংবাদ; ৮-৩০ হিন্দী শিক্ষা; ৮-৪৫ সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১টা সময় সংকেত, পাশ্চাত্ত্য সংগীত, সং; ১-৪০ পাশ্চাত্ত্য সংগীত; ২-৩০ মন্দর : গাতে ইংরেজী সংবাদ; ৩টা সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৬টা ইং সংবাদ; ৬-৫ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (ইং); ৬-১০ বিমল মুখোঃ—সেতার; ৬-৩০ গোপাল বন্দ্যোঃ—ঠুংরী; ৬-৪৫ ত্রিপুরার জন্য অনুষ্ঠান; ৭টা আরতি সরকার—গীত; ৭-১৫ বাণিজ্যবার্তা (ইং ও বাং); সং; ৭-৪৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ; ৭-৫০ শান্তিনাথ গঙ্গোঃ—আধুনিক; ৮টা বাণী বন্দ্যোঃ—ভজন; ৮-১৫ গোপাল বন্দ্যোঃ—খেয়াল; ৮-৩০ নিতাই রায়—সেতার; ৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ; ৯-১৫ উল্লেখ অনুষ্ঠান : অবকাশরঞ্জন (দিল্লি থেকে); ৯-৩০ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য; ৯-৪৫ পাশ্চাত্ত্য সংগীত, সং; ১০-৩৫ উষারঞ্জন মুখোঃ—খেয়াল; ১১টা আহবার্তা ও সমাপ্তি। অন্যান্য অনুষ্ঠান কলকাতা ক-এর অনুরূপ।

## দিনপঞ্জিকা

### আজ দশমী

**দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা মতে—**

শুক্রবার, ২২ মাঘ, ১৩৭৭ (১৬ মাঘ, ১৮৯২ শক), ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১, ৮ জেলহজ্জ। দশমী প্রাতঃ ঘঃ ৬।৩৪ মিঃ পর্যন্ত। রোহিণীনক্ষত্র দিবা ঘঃ ৮।৫০ মিঃ পর্যন্ত। ৬।১৮।১৮ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।২৩।২ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—**মধ্যম পশ্চিমে ও উত্তরে নাস্তি। মুখ্য ও গৌণচান্দ্র মাঘ (শুক্লপক্ষ)।**

**জন্য পঞ্জিকা মতে—**

শুক্রবার, ২২ মাঘ, ১৩৭৭ (১৬ মাঘ, ১৮৯২ শক), ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১, ৮ জেলহজ্জ। দশমী দিবা ঘঃ ৯।৫১।৮ সেঃ পর্যন্ত। রোহিণীনক্ষত্র দিবা ঘঃ ১১।৫৪।৩৯ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৬।১৯।৫৩ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।২১।২৭ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—**পশ্চিম ও উত্তরে নাস্তি। মুখ্য ও গৌণচান্দ্র মাঘ (শুক্লপক্ষ)।**

### আই-জে-এর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে

আনন্দবাজার-হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ড-দেশ পত্রিকার আই-জে-এ ইউনিট কমিটির আহ্বায়ক এক বিবৃতিতে 'আই-জে-এ'র সিদ্ধান্ত সম্পর্কে' শীর্ষক সংবাদের প্রতিবাদ করে জানান : সাংবাদিকদের স্বীকৃত ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা আই-জে-এ ইউনিট কমিটি বসুমতীর কর্মীদের সমর্থনে আহূত প্রতীক ধর্মঘটকে সংবিধানবিরোধী বলে বিবেচনা করেননি কিংবা ওই ব্যাপারে ইউনিট কমিটি কোন সভাও করেননি। ধর্মঘট ডাকার ব্যাপারে আই-জে-এ কর্মসমিতির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এই বিবৃতি "উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং বিভ্রান্তিকর।" আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর সাংবাদিকরা প্রতীক ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন।

**বিভ্রান্তি প্রসঙ্গে**

পশ্চিমবঙ্গ সংবাদপত্র কর্মচারী ফেডারেশনের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে স্টেটসম্যান ক্লারিকেল স্টাফ ইউনিয়নের বিবৃতির উল্লেখ করে বলা হয়, প্রতীক ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিভ্রান্তির কোন অবকাশ ছিল না।

## শতবর্ষ আগে

### ছাত্রদিগের পক্ষে চারি আনা বেতনে অধ্যয়ন কষ্টসাধ্য

দৈনিক 

বন্দে মাতরম

আনন্দ বাজার পত্রিকা

শুক্রবার, ২২ মাঘ, ১৩৭৭

**দিনের বাণী**

তুমি যে কিছু বল বা সহায়তা চাও, তাহা তোমার ভিতরেই রহিয়াছে। অতএব তুমি এক্ষণে এই জ্ঞান-বলে বলীয়ান হইয়া নিজের ভবিষ্যৎ গঠন করিতে থাক। 'গতস্য শোচনা নাস্তি'—এক্ষণে সমুদয় অনন্ত ভবিষ্যৎ তোমার সম্মুখে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

## সুখ্যাত সলিলে

শিক্ষায় সংকট দেখা দিয়াছে পশ্চিমবঙ্গে কেবল নয়, রাজ্যে রাজ্যে। তাহার চেহারাও সর্বত্র প্রায় একই রকম, উগ্রতা কোথাও একটু বেশী, বিকৃতি কোথাও একটু কম। মোটের উপর বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষা-সমস্যার মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য তেমন একটা নাই। ব্যাপার দেখিয়া শিক্ষাব্রতীরা সকল রাজ্যেই বিচলিত, পরিচালকবর্গ দিশাহারা, অভিভাবককুল উদ্বিগ্ন। সরকার যুগপৎ বিব্রত ও শঙ্কিত, কী করিবেন তাঁহারা ভাবিয়া পাইতেছেন না। একাধিক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দরজা আজ বন্ধ। যেগুলি খোলা আছে তাহাদের সকলের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলিতেছে এমন উক্তি সত্যের অপলাপ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্য-নিয়োগই তো একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে পদ অধ্যাপক ও শিক্ষাব্রতীদের কাছে পরম গৌরবের ছিল আজ সে পদ গ্রহণ করিতে যোগ্য ব্যক্তিরা একান্ত অনিচ্ছুক। কোনও কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে বার্ষিক সমাবর্তন-উৎসবের অনুষ্ঠান করাই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। যেগুলিতে সে পর্ব অনুষ্ঠিত হইতেছে সেখানেও প্রায়ই নমো নমো করিয়া কোনওক্রমে আচার পালন করা হইতেছে মাত্র। তেমন যেখানে হইতেছে না সে বিশ্ব-বিদ্যালয় ব্যতিক্রমের মধ্যেই পড়ে।

সে ব্যতিক্রমের অন্তর্গত বিশ্ব-ভারতী। উপাচার্য-নিয়োগ লইয়া সেখানেও কিছুটা অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছিল। এখন সেটা মিটিয়াছে। নূতন উপাচার্য কার্যভারও গ্রহণ করিয়াছেন, পঠনপাঠনও নিয়মিত চলিতেছে, সমাবর্তন-উৎসবও সুসম্পন্ন হইয়াছে। যে সমাবেশে গজরাট বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ উমাশংকর যোশী দেশের বর্তমান শিক্ষা-সংকট লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন শিক্ষাব্রতী হিসাবে সে সংকটের সঙ্গে তাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে। কিন্তু তাহার অবসান ঘটাইবার কোনও পথ তিনি খুঁজিয়া পাইয়াছেন এমন দাবি তিনি যে করিতে পারেন নাই তাহাতেই বোঝা যায়, সে সংকট কত গভীর ও জটিল। যে-ভাবে শিক্ষাব্যবস্থা এ দেশে বিন্যস্ত তাহাতে ডঃ যোশী খুশী নন। স্নাতকশ্রেণীতে যে ত্রৈবার্ষিক পাঠক্রম চালু রহিয়াছে তিনি তাহার কঠোর সমালোচক। সে সমালোচনা তাঁহার একার নয়, অধিকতর শিক্ষানুরাগী তাঁহার সঙ্গে এ ব্যাপারে একমত। সেকালে চার বৎসর কলেজে পড়িয়া ছাত্র-ছাত্রীরা স্নাতক হইত। এখন এক বৎসর অতিরিক্ত স্কুলে আর তিন বৎসর কলেজে পড়ে। তফাতটা নিতান্তই বিধি-বিধানের, শিক্ষণের নয়।

সংবিধানে ... বৎসরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার যে নির্দেশ ছিল সেটা অবহেলা করিয়া আমরা একসঙ্গে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় তিনটিরই সম্প্রসারণের প্রয়াস করিয়াছি। সে সম্প্রসারণ অবশ্য সংখ্যাগত, উৎকর্ষের ধারে-কাছেও যাওয়ার চেষ্টা করা হয় নাই। বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি এখন তো মর্যাদার তিলক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে রাজ্যে যত বিশ্ববিদ্যালয় তাহার তত গৌরব। অতএব প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ঘটুক আর নাই ঘটুক বিশ্ববিদ্যালয়ের পর বিশ্ববিদ্যালয় আমরা গড়িয়া চলিয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিজ্ঞ উপাচার্য নাই, কৃতী অধ্যাপক নাই। কিন্তু বিস্তীর্ণ চত্বর আছে, বিরাট ইমারত আছে, বাহিরের জৌলুস আছে। সরকার তাহাতেই খুশী, ভোটাররাও তুষ্ট। লেখাপড়া হইতেছে কি হইতেছে না, তাহার হিসাব কে রাখে? আর লেখাপড়ার মাপকাঠিও তো সহজ ও সোজা। বৎসরান্তে কতজন ডিগ্রী-ডিপ্লোমা লাভ করিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণের বাহিরে আসিতেছে লোকে সে খবরটুকু জানিতে উৎসাহী সত্যকারের শিক্ষা কেহ দিল কী কেহ পাইল সে তত্ত্ব লইয়া কেহ মাথা ঘামাইতে চায় না। টাকার সিন্দুকের চাবিকাঠি যাঁহাদের হাতে সেই রাজনীতিকেরা তো নন্ই।

গলদ যে আমাদের বিসমিল্লায়। স্বাধীন ভারতে সরকারের উচিত ছিল দেশের সর্বত্র প্রাথমিক শিক্ষাদানের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা। অশিক্ষিত লোক যদি সংখ্যায় বেশী হয় তাহা হইলে সমাজব্যবস্থা এবং উৎপাদনব্যবস্থার আধুনিকীকরণ অসম্ভব। অন্তত বহু তাড়াতাড়ি সে কাজ হওয়ার দরকার তত তাড়াতাড়ি হয় না। কোনও দেশেই জনে জনে স্নাতক হয় না, স্নাতকোত্তর উপাধি কোথাও সকলে পায় না। অথচ আমরা এমনভাবে চলিয়াছি যেন দেশের চল্লিশ কোটি লোককে স্নাতকোত্তর উপাধি দিতে না পারি অন্তত স্নাতকের পর্যায়ে তুলিব। তাহাতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ব্যাহত হইয়াছে, উচ্চশিক্ষারও অবনতি ঘটিয়াছে। ঢাল নাই তরোয়াল নাই নিধিরাম সর্দারের মতো ভুঁইফোড় বিস্তর বিশ্ববিদ্যালয় গজাইয়াছে। কিন্তু সেগুলিতে না আছে যোগ্য শিক্ষক না আছে গ্রন্থাগার অথবা গবেষণাগার। শিক্ষার পরিবেশ সে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়িয়া উঠিবে কেমন করিয়া? সেগুলিতে যদি অহরহ সংকট দেখা দেয়, ঘন ঘন তাহাদের দরজায় যদি তালা পড়ে তাহা হইলে অবাক হইবার কী আছে? সাধ করিয়া আমরা তো সুখ্যাত সলিলে ডুবিয়া মরিতেছি।

## গ্রামের চিকিৎসক

অধিকাংশ গ্রামেই আধি-ব্যাধিতে একাও প্রধান ভরসা রোজা-ওঝা-হাতুড়ে আর নানা লৌকিক দেবদেবীগণ। দশ-বিশটা গ্রাম অন্তর কোনও কোনও অঞ্চলে সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে বটে, কিন্তু নামেই সেগুলি আরোগ্য-নিকেতন। সেখানে ডাক্তার নার্স আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং ঔষধপত্র—সব কিছুতেই টানাটানি। ফলে, ব্যামো একটু কঠিন হইলে সকলেই রোগীকে লইয়া শহরে ধাওয়া করেন। সেখানেও সুচিকিৎসার গ্যারান্টি কম। প্রচণ্ড ভিড়, হয়রানির চূড়ান্ত। এসব কারণে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও আধুনিক চিকিৎসা এখনও এ দেশে বহুলাংশে লোক-শ্রুতি; উপকথার মতো। একালের ধন্বন্তরিদের কথা শুনিয়াছেন অনেকেই, কিন্তু প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য ঘটে অতি অল্পজনের।

গ্রামে চিকিৎসক নাই, কারণ, এক দিক হইতে বলিতে গেলে দেশের তহবিলেই চিকিৎসক এখনও গুনাগুনতি। অবশ্য মাঝে মাঝে শোনা যায়, অনেক চিকিৎসক বেকার বসিয়া আছেন। এই "প্রাচুর্য" যেমন সত্য, তেমনই সত্য—এ দেশে এখনও পশ্চিমের অগ্রসর দেশগুলির তুলনায় চিকিৎসকের সংখ্যা সামান্য। দ্বিতীয়ত, এই সামান্য ভাণ্ডার হইতেই কিছু কিছু চিকিৎসক আবার বিদেশে চালান হইয়া যাইতেছেন। তৃতীয়ত, দেশে যাঁহারা আছেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই আস্তানা শহরে। সুতরাং, শহরে তাঁহাদের তবু দেখা যায়, কিন্তু গ্রামে কদাচিৎ দর্শন মেলে। অথচ সকলেই জানেন দেশের অধিকাংশ মানুষই গ্রামে বাস করেন। এবং সেখানে চিকিৎসকের প্রয়োজন বিশেষ জরুরী।

শহরে চিকিৎসকদের মধ্যে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিযোগিতা এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে বেকারাশা চলিলেও গ্রামে হাহাকার কেন, সে সম্পর্কে সরকারের বক্তব্য—শহুরে চিকিৎসক গ্রামে যাইতে চাহেন না। "গাঁওকে চলিয়ে"—বলিয়া থাকিয়া তাঁহাদের কাছে কাতর আহ্বান জানানো হয়, কিন্তু শহরের চিকিৎসক তবু নাকি অটল। কিছুকাল আগে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলিয়াছিলেন—গ্রামে বাস করিতে রাজী হইলে সরকার সব কর্মহীন চিকিৎসককে কাজ দিতে রাজী। এই আহ্বানে কেমন সাড়া মিলিয়াছে, জানি না। কিন্তু লক্ষণ দেখিয়া মনে হইতেছে অবস্থা শ্রদ্ধাপূর্বং। কেননা, চিকিৎসকেরা বলিতেছেন মূল পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন ঘটে নাই। তাঁহাদের তরফে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোশিয়েসনের নালিশ—সরকার চিকিৎসকদের গ্রামে পাঠাইতে আদৌ আগ্রহী নহেন হাঁকডাক কথার কথা মাত্র।

এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এমন কথা বলা যায় না। যে-যুগে সকলেরই মানসিক প্রবণতা শহরের দিকে, সে-যুগে হঠাৎ শহরবাসী ডাক্তারবাবুরা দলে দলে গ্রামে ছুটিবেন—এটা আশা করা অন্যায়। দেশপ্রেম, জনহিত—ইত্যাদির কথা তুলিয়া লাভ নাই। সেটা নিশ্চয়ই কেবল মাত্র চিকিৎসকদের দায়িত্ব নহে! আসল কথা ইঁহাদের গ্রামে পাঠাইতে হইলে গ্রামকে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতে হইবে। সিনেমা-থিয়েটার বা এজাতীয় নাগরিক আকর্ষণের কথা বলা হইতেছে না, পেশাটুকু আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতে পারিলেই যথেষ্ট। দীর্ঘকাল পরিশ্রম করিয়া ব্যয়বহুল বিদ্যা আয়ত্ত করার পর সামান্য অর্থের জন্য যদি কেহ চুরি করিয়া অন্যায় সম্ভাবনার চিন্তা ত্যাগ করিতে রাজী না হন তবে তাঁহাকে খুব দোষ দেওয়া যায় না। তাছাড়া গ্রামের কর্ম-পরিবেশ, বিশেষত স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির অবস্থাও প্রসঙ্গত স্মরণীয়। সেখানে না আছে আধুনিক যন্ত্রপাতি, না আছে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র। চিকিৎসা এবং গবেষণার সুযোগ হইতে বঞ্চিত নবীন ডাক্তারবাবু তবে কি সেখানে বসিয়া সবুজের শোভা নিরীক্ষণ করিবেন? সুতরাং, যোগ্যতা অনুযায়ী আর্থিক প্রাপ্য মিটাইয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কথাও ভাবিতে হইবে বইকী! নিয়োগের পর গ্রামের চিকিৎসকের পক্ষে শহরে আসার পথ যেমন খোলা রাখা চাই, তেমনই শহরের চিকিৎসককেও গ্রামে পাঠানো চাই। এক কথায় শহর আর গ্রামের জীবন-প্রণালীতে যে বৈষম্য, চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে তাহার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ প্রয়োজন।

এ সব বিতর্ক স্বভাবতই গ্রামবাসীদের উৎসাহ কম। তাঁহারা সুচিকিৎসার সুযোগ চাহেন, অন্য কচকচিতে আগ্রহ নাই। আগে গ্রাম হইতে যেসব ছেলে চিকিৎসাশাস্ত্র পড়িবার জন্য শহরে আসিতেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আবার আপন পরিচিত পরিবেশে ফিরিয়া যাইতেন। গ্রামের সেই স্থিরচিত্রে এখন নানা পরিবর্তনের লক্ষণ। তাহা ছাড়া চিকিৎসাশাস্ত্রও অত্যাধুনিক। ফলে বিদ্যাভ্যাসের পর গ্রামের ছাত্র আর তেমন করিয়া নিজেকে গ্রামের সঙ্গে একাত্ম ভাবিতে পারেন না। এই বিচ্ছিন্নতাবোধের জন্য বহুলাংশে দায়ী আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা। যে-সব রোগব্যাধির কথা ভাবিয়া অত্যাধুনিক নিরাময় পদ্ধতি ছাত্রেরা শিক্ষা করেন গ্রামের প্রেক্ষাপটে সে সব প্রায়শ তাৎপর্যহীন। সেখানে "সাধারণ" অসুখবিসুখেই এখনও প্রতি বছর ঝাঁক ঝাঁক লোক বিনা চিকিৎসায় প্রাণ হারান। তাঁহাদের পক্ষে কিন্তু "বিশেষজ্ঞে"র প্রয়োজন পরে, আগে চাই—সাধারণ চিকিৎসক। সুতরাং, শুধু উচ্চশিক্ষিত চিকিৎসকদের প্রত্যাশায় বসিয়া থাকা সঙ্গত নহে, গ্রামের অভাব মিটানোর জন্য সঙ্গে সঙ্গে সহজ নিকল্পের কথাও ভাবা চাই। যে চিকিৎসক মাত্র এক বছর পরিশ্রম করিয়া ডিপ্লোমা সংগ্রহ করিতে পারেন এবং গ্রামই যাঁহার ঠিকানা—তাঁহার শর্ত অবশ্যই সহজতর হইবে। এবং আমাদের মনে হয়, গ্রামের স্বাস্থ্য বর্তমান পরিবেশে তাঁহার উপস্থিতিতেও উপকার হইবে বিস্তর।

## দৃশ্য রূপকথা

শকুন্তলার শিশু-পুত্র ভরত সিংহ-শাবকের সহিত খেলা করিত। হাটে ও মেলাতে বিক্রীত হয়, এইরূপ কোন কোন প্রচলিত ছবিতে দেখা যায় যে, শিশু ভরত শুধু সিংহশাবকের সঙ্গে নহে, সিংহেরও সঙ্গে খেলা করিতেছে। কোন সন্দেহ নাই যে, শিশু ভরতের পক্ষে সিংহশাবকের সঙ্গে খেলা করাই বাস্তবতাসম্মত ছবি। পৌরাণিক কল্পনার সিংহ হিংস্র ভুলিয়া গিয়া মানুষের শিশুর সহিত মায়ার খেলা খেলিতে পারে। কিন্তু মানুষের শিশু, যথা শকুন্তলার পুত্র ভরত, তাহার প্রাণের স্বাভাবিক মায়ার কারণে সিংহশিশুরই সঙ্গে খেলা করিতে চাহিবে। সে কোন বয়স্ক আস্ত সিংহকে খেলার সঙ্গী বলিয়া বোধ করিতে অথবা পছন্দ করিতে পারে না। দূর হইতে দেখিয়া বয়স্ক সিংহের চেহারার বৈচিত্র্যটি উপভোগ করিতে মানবীয় শিশুর পক্ষে অবশ্য কোন অসুবিধা নাই। কিন্তু কাছে পাইয়া সিংহপ্রাণের ও সিংহরূপের সব বিচিত্রতা ও বিস্ময়ের সহিত একাত্ম হইবার আগ্রহে মানুষের শিশু একটি সিংহশিশুকে পছন্দ করিবে। পৌরাণিক কাহিনীর অনেক তপোবনের বর্ণনাতে দেখা যায় যে, কিশোরী ঋষিতনয়া হরিণশিশুর সহিত ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতেছে।

সব পশু ও পক্ষী শিশুর কৌতূহলী চক্ষুর কাছে বিস্ময়ের আস্পদ। কিন্তু ছোট আকৃতির পশু ও পক্ষী এবং শিশু-পশু ও শিশু-পক্ষী মানবীয় শিশুর কাছে যেন আত্মিক আনন্দের আস্পদ। সেই আনন্দ বিশেষ একটি মমতার আবেশ হইয়া শিশুর প্রাণপ্রকৃতিকে স্পর্শ করিয়া থাকে। সুতরাং, কলিকাতাতে যাহা শিশুর চিড়িয়াখানা বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে, তাহা শিশুর কাছে বস্তুত দৃশ্য রূপ-কথা। জগৎ পারাবারের তীরে শিশুরা করে মেলা। ছোট ছোট পশু-পক্ষীরাও জগৎ পারাবারের তীরে বিচিত্র বিস্ময়ের মেলা রচনা করিয়া জীবনযাপন করিতেছে। বয়স্কেরা ও পণ্ডিতেরা ইহাকে জ্ঞান ও কল্পনা দিয়া বুঝিয়া থাকেন, কিন্তু শিশুরা নিতান্ত প্রাণের স্বভাবজ মায়া দিয়া ইহাকে চিনিতে ও বুঝিতে পারে। কলিকাতার শিশু-দিগের চিড়িয়াখানার লজ্জাবতী বানর, হরবোলা ময়না ও তোতা, এবং শজারু, 'টুনটুনি' প্রাণিবিজ্ঞানের কাছে তাহাদের প্রাণের যে পরিচয় প্রকট করিয়াছে, দর্শক শিশুর কাছে তাহার অতিরিক্ত একটি পরিচয় প্রকট করিবে। তাহা একটি অতিরিক্ত সত্যের বিস্ময়, তাহা নিছক বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্বের দ্বারা প্রাপ্ত হইবার নহে।

ঠাকুমা রূপকথা শুনাইয়াছেন, শিশু নাতি শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। রূপকথাতে যে বেঙ্গমা-বেঙ্গমী কথা বলিতেছে, তাহারা শিশুর কল্পনার কাছে অসত্য নহে। যে পক্ষিরাজ ঘোড়া উড়িতেছে, সেও অসত্য নহে। যে বিস্ময়ের পাঠ শিশুর জীবনে প্রথম শিক্ষা, তাহা রূপকথাই পরিবেশন করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আজিকার শিশুর শিক্ষারই প্রয়োজনে এই সত্যটি উপলব্ধি করা হইয়াছে যে, রূপকথাকে দৃশ্যায়িত করিতে হইবে। তাহা হইলে শিশুর শিক্ষার আনন্দ আরও বেশী পরিতৃপ্ত হইবার সুযোগ পাইবে। বহু দেশে শিশুর শিক্ষার আনন্দ বাড়াইবার পদ্ধতি হিসাবে 'পরীর দেশ', 'আজব দেশ' ইত্যাদি নামের বিস্ময়-নিকেতন স্থাপিত হইয়াছে। শিশুর পক্ষে রূপ-কথাকে শুধু আর কল্পনা করিয়া দেখিতে হয় না, চোখে দেখিবার সুযোগও হইয়াছে। রূপকথার রাজার বাড়ির মায়া-টুনটুনির ডাক যে-শিশুরা এতদিন কল্পনা করিয়া শুনিয়া আসিয়াছে, তাহারা আজ কলিকাতার শিশু চিড়িয়াখানার ছোট্ট রঙিন পাখির ডাক শুনিয়া বুঝিয়া ফেলিবে যে, ওই তো সেই মায়া-টুনটুনি ডাকিতেছে।

## যৎকিঞ্চিৎ

গত ৩ ফেব্রুয়ারির কাগজে (শহর সং) 'হাসপাতালে ধনুষ্টংকার' শীর্ষক পত্রে লেখক বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের গোবিন্দনগরস্থিত সার্জিক্যাল ব্লকের যে অবস্থার কথা লিখিয়াছেন তাহা সত্যই ভয়াবহ ও আতঙ্ককর। এই ব্লকে গত দুই মাসে পর পর অন্তত ছয় জন রোগী ধনুষ্টংকারে আক্রান্ত হন, তন্মধ্যে সম্প্রতি দুইটি রোগী ও এক জন রোগিণী বারো ঘণ্টার মধ্যে এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন বলিয়া পত্রলেখক জানাইয়াছেন। পত্রে বর্ণিত বিবরণ যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে সে ওয়ার্ডের নির্বীজন-ব্যবস্থা না করিয়া নূতন রোগী ভর্তি করা, অস্ত্রোপচার করা ও আগে ভর্তি-করা রোগীদিগকে সেখানে রাখা যে অত্যন্ত বিপজ্জনক, তাহা বলিতেই হইবে। এই অতি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও যদি তাহা করা হইয়া থাকে, তবে নিতান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনতারই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। আমরা এ সম্পর্কে হাসপাতাল-কর্তৃপক্ষের ও সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। অবিলম্বে হাসপাতালের রোগীদিগকে অন্যত্র সরাইবার ব্যবস্থা করিয়া তাহারা ওয়ার্ডটিকে নির্বীজিত করার ব্যবস্থা করুন, ইহাই আমাদের অনুরোধ। নচেৎ চিকিৎসার নামে বহু লোকের এই ভীষণ রোগে জীবনান্ত ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে। আর এই সব প্রাণহানির জন্য দায়ী হইবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের হৃদয়হীন ও দায়িত্ববোধহীন উদাসীনতা।

**দ্রুত প্রতিকার বাঞ্ছনীয়**

# গোপনে আঁতাত : বাইরে সবাই সকলের বিরুদ্ধে

যে যাই ভাবুন আর বলুন, নির্বাচনী পার্টিগুলি যথারীতি ভোটের আসর জমাবার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছেন। নানাভাবে চেষ্টা চলছে। সভাসমিতি, মিছিল, পোস্টার, কালি দিয়ে ট্রাম-বাস-দেয়ালে স্লোগান লেখা...নানাভাবে নানাদল আসর জমাতে চাইছেন। সকলেরই প্রধান লক্ষ্য আগাম আসরটা দখল করে নেওয়া—অর্থাৎ প্রাধান্য বিস্তার করা। সকলেরই মূল লক্ষ্য যেকোনও ভাবে বেশী ভোট সংগ্রহ করা। সকলেরই মনোগত বাসনা বেশী আসনে জিতে রাইটার্স বিলডিংসে বসা।

পার্টি নেতাদের চরকি ঘোরাও শুরু হয়ে গিয়েছে। সভার পর সভা করে চলেছেন তাঁরা। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছুটছেন। নির্বাচনী জীপগুলির ছোটাছুটিও শুরু হয়ে গিয়েছে। নেতারা ফাঁকে ফাঁকে কর্মীদের সঙ্গেও আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছেন। নির্বাচনী কলা-কৌশল ভাল করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন ভাইদের। টাকা পয়সার আলাপ-আলোচনারও বিরাম নেই। নির্বাচনে অনেক অনেক টাকা লাগে। প্রকাশ্যে যে যাই বলুন বা বিবৃতি দিন, প্রায় সব দলের প্রার্থীরাই গোপনে গোপনে বড়লোকদের, ব্যবসায়ীদের এবং শিল্পপতিদের দ্বারস্থ হচ্ছেন "কিছু সাহায্যের জন্য।"

মারদাঙ্গার সাইডটাও বাদ যাচ্ছে না। সকলেরই নজর আছে সেদিকে। নজর রাখতেই হচ্ছে। কারণ, মারামারিটা এবারের নির্বাচনের একটা বড় অঙ্গ। নির্বাচনে আগেও কিছুটা মারামারি হত। তবে, এবার যেমন হচ্ছে তেমন কোনও দিন হয়নি। এবার মারামারি খুনোখুনির মধ্যেই নির্বাচনটা শুরু হচ্ছে। তাই, নির্বাচন উপলক্ষে মারামারি খুনোখুনিটা আরও বেড়েছে। এলাকা দখলের লড়াইও সমানে চলছে। এখনও সব এলাকায় সকলের প্রবেশাধিকার নেই। এখনও বৃহত্তর কলকাতা নানা পার্টি-জোনে বিভক্ত। নির্বাচনী উত্তাপ স্বভাবতই পশ্চিমবঙ্গের উত্তপ্ত এবং বিষাক্ত আবহাওয়াটাকে আরও গরম এবং পঙ্কিল করে তুলেছে। তাই গদী দখলের ভোটযুদ্ধে বলিদান প্রায় প্রতি সপ্তাহেই বাড়ছে।

*

নির্বাচনী আসরটাও বাহ্যত ইতিমধ্যেই অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। গোপনে যিনি যাঁর সঙ্গেই আঁতাত বা সমঝোতা করে থাকুন প্রকাশ্যে সবাই পজিশন নিয়ে নিয়েছেন। সবাই সকলের বিরুদ্ধে। সবাই সকলকে পরাজিত করে যতবেশী পারেন আসন দখল করতে লালায়িত।

আসরে আছেন অনেক পক্ষ—আছেন সি পি এমের নেতৃত্বে ছয় পার্টি জোট অর্থাৎ ইউ, এল, এফ এবং তৎসহ জনার ধররদ্দোজা। আছেন আট পার্টি জোট অর্থাৎ ইউ এল ডি এফ যাঁরা মুসলিমলীগের সঙ্গে সমঝোতার জন্য সচেষ্ট। আছেন অজয়-বাবুর নেতৃত্বে বাংলা বাঁচাও জোট যাঁদের "জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি"র ঐক্য গড়ার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত।

এ তো গেল তিনটে জোটের কথা। এ ছাড়াও আসরে আছেন কয়েকটি দল। অর্থাৎ যাঁরা কোনও জোটে যাননি। যেমন, নব কংগ্রেস, যেমন আদি কংগ্রেস। জোটে যাননি বা যেতে পারেননি বলে তাঁদের প্রার্থী সংখ্যা কম নয়—দুই কংগ্রেসে মিলিয়ে চারশ'রও বেশী।

আগেই বলেছি, বাহ্যত সবাই সকলের বিরুদ্ধে কিন্তু গোপনে এলাকাভিত্তিতে অনেকেই অনেকের সঙ্গে আঁতাত করেছেন। সিট ছাড়াছাড়ি তো হয়েছেই, আপসে একে অপরের বিরুদ্ধে প্রার্থীও দিয়েছেন। সেজন্যও কিছু কিছু গোপন সমঝোতা হয়েছে। এইসব সমঝোতার প্রধান লক্ষ্য হল প্রতিপক্ষের কিছু ভোট ভেঙে নেওয়া।

এইরকম গোপন আঁতাত বোধ হয় সবচেয়ে বেশী হয়েছে মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণায়। গোপন আঁতাত—তাই নাম বলে লাভ নেই কারণ বললেই সংশ্লিষ্ট পার্টির নেতারা বলবেন: তুমি আমাদের নামে কুৎসা রটাচ্ছ—আমরা জিততে চাই বলেই ওই সব আসনে প্রার্থী দিয়েছি। আসলে কিন্তু কেউ কেউ কোনও কোনও কেন্দ্রে প্রার্থী দিয়েছেন অপরকে জেতাবার জন্য।

কিন্তু এগুলি হয়েছে আঞ্চলিক ভিত্তিতে। রাজ্য ভিত্তিতে সবাই সকলের বিরুদ্ধে। গোপন যেসব সমঝোতা বা আঁতাত হয়েছে সেগুলি কিন্তু সব দলেরই রাজ্য নেতৃত্বের সম্মতিক্রমে ও উৎসাহে। প্রকাশ্যে একের সঙ্গে অপরের ঘোরতর শত্রুতা; কিন্তু গোপনে গোপনে তাঁরাই নানা আঁতাত করেছেন। প্রকাশ্যে সেসব কথা স্বীকার করে কেউই জাত খোয়াতে রাজী নন।

*

অবস্থাটা শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়িয়েছে তাতে সবচেয়ে খুশী হওয়া উচিত সি পি এমের। সেই যে শোনা গিয়েছিল সি পি এম-বিরোধী একটা ব্যাপক জোট হবে তা হল না। সি পি এমকে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে হচ্ছে না। হলে সেটা সি পি এমের পক্ষে খুব মধুর জিনিস হত না। এখন আসরে অনেকে। সি পি এম নেতারা নিশ্চয়ই চাইবেন—সবাই কিছু কিছু ভোট পান—মাঝখান থেকে যাতে তাঁদের প্রার্থীরা জিতে আসতে পারেন। তিন সপ্তাহ আগেও সি পি এম নেতারা কল্পনা করতে পারেননি এমন সুবর্ণ সুযোগ তাঁদের মিলবে। তাঁরা শেষ পর্যন্ত জিততে পারবেন কি পারলেন না সেটা ভিন্ন কথা; স্বীকার করতেই হবে রাজনীতিতে নিঃসঙ্গপ্রায় হয়েও নির্বাচনে তাঁদের কোনও বড় কমবিনেশনের সম্মুখীন হতে হল না।

রাজ্য রাজনীতি

বরুণ সেনগুপ্ত

তারপরই খুশী হওয়া উচিত সি পি আই-এর। সি পি আই অজয়বাবুকে সঙ্গে আনতে পারেননি বটে, তাঁদের সর্বভারতীয় নীতি অনুসারে এখানে প্রকাশ্যে নব-কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও সমঝোতাও করতে পারেননি, কিন্তু গোপনে তাঁরা বহু উদ্দেশ্য সফল করতে পেরেছেন।

তিন কংগ্রেসের আঁতাত হল না, এমনকি বাংলা কংগ্রেস এবং নব-কংগ্রেসের সমঝোতার সব চেষ্টাও ব্যর্থ হল। এর যে কোনওটা হলে সেইটাই হত সবচেয়ে বড় সি পি এম-বিরোধী জোট। ভোট-যুদ্ধটা হত সি পি এমের সঙ্গে কংগ্রেস জোটের। সি পি এম-বিরোধী ভোটদাতারা সেই জোটের দিকেই যেতেন। সি পি আই-এর এবং আট পার্টির অবস্থা তাহলে কাহিল হত। কিন্তু সেইটা ভেস্তে দেওয়া গিয়েছে। তাই সি পি আই খুশী।

কাগজেপত্রে যাই হোক, বাস্তবে এ রাজ্যে এখন সি পি আই-এর প্রধান শত্রু দুই দল—সি পি এম এবং বাংলা কংগ্রেস, বিশেষ করে সুশীল ধাড়া। সি পি আই নেতারা খোদ মেদিনীপুর জেলায় বাংলা কংগ্রেসকে খতম করতে চান। সেজন্য তাঁরা বহু গোপন ব্যবস্থাও করেছেন।

সি পি আই এবং আট পার্টির কিছু নেতার এখন হিসাব, এলাকায় এলাকায় প্রচারের মাধ্যমে তাঁরা সি পি এম-বিরোধী ভোট-দাতাদের বোঝাতে পারবেন যে, তাঁরাই প্রধান সি পি এম-বিরোধী জোট। সুতরাং তাঁদেরই ভোট দেওয়া উচিত—তাঁরাই সি পি এমকে হারাতে পারবেন। সি পি আই ও তাঁর সহযোগিরা ভাবছেন, এইভাবেই তাঁরা সি পি এম-বিরোধী জোট ভাগাভাগি বন্ধ করে সি পি এমকে হারাতে পারবেন।

সি পি এম-বিরোধী ভোটদাতারা কোথায় কোন্ দিকে যাবেন জানি না, তবে এটা ঠিক আট পার্টি আত্মরক্ষার একটা বড় সুযোগ পেয়েছেন। ফলাফলে শেষ পর্যন্ত কী প্রকাশিত হবে তাও বলা কঠিন, আপাতত দেখা যাচ্ছে দুই প্রধান জোটের চাপে পিষ্ট হওয়ার অবস্থা সি পি আই ও আট পার্টির নয়। এই অবস্থা করতে পারার কৃতিত্বটা প্রধানত সি পি আই-এরই প্রাপ্য।

## বীরেন মিত্র উৎকল কংগ্রেসে যোগ দিলেন

কটক, ৪ ফেব্রুয়ারি—ওড়িশার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবীরেন মিত্র কংগ্রেস বিভক্ত হবার পর কোন্ অংশে যোগ দেবেন এতদিন তা ঠিক করতে পারছিলেন না। গত রাত্রে তিনি স্থির করেছেন যে, তিনি বিজু পট্টনায়ক পরিচালিত উৎকল কংগ্রেসে যোগ দেবেন।

শ্রীমিত্র সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, তিনি কটক বিধানসভা কেন্দ্র এবং কটক লোকসভা কেন্দ্রে দাঁড়াবেন।

## রাঁচিতে ১৪৪ ধারা জারি

ছাত্র ও ট্যাকসি ড্রাইভার সংঘর্ষের জের

নিজস্ব সংবাদদাতা

রাঁচি, ৪ ফেব্রুয়ারি—রাঁচিতে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। বুধবার সকালে একজন ছাত্র নাকি একজন ট্যাকসি ড্রাইভার কর্তৃক প্রহৃত হন। এর পর ছাত্ররা তিনটি ট্যাকসি ও একটি বাস পুড়িয়ে দেন। পুলিশ এ পর্যন্ত সাতজন ট্যাকসি ড্রাইভারকে গ্রেফতার করেছে। এই সব ঘটনায় এখানে উত্তেজনার বিস্তার ঘটে। শান্তি ভঙ্গের আশংকায় ১৪৪ ধারা জারি হয়েছে।

## পাটনা স্টেশনে হাঙ্গামা, পুলিশমন্ত্রীর হস্ত

# যারা লড়াই চায় তাদের সমুচিত জবাব দিতে ভারত প্রস্তুত

## পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জনসভায় প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোরটার

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বুধবার সকালে বহরমপুরে এবং কৃষ্ণনগর—দুইটি জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পাকিস্তানে ভারতীয় বিমান ছিনতাই ও ভারতীয় বিমান ভস্মীভূত করার ঘটনার উল্লেখ করে সে সম্পর্কে পাকিস্তানের মনোভাব এবং কার্যের তীব্র সমালোচনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বলেন, ভারতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হলে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ ওই বিমান ছিনতাইকারীদের গ্রেফতার করতে পারত এবং ভারতীয় বিমানখানি রক্ষা করতে পারত। তিনি পাকিস্তানকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, এইভাবে চললে ভারত প্রতিব্যবস্থা অবলম্বন করতে দ্বিধাবোধ করবে না।

বহরমপুরের জনসভায় এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, কোন কোন বড় শক্তি পাকিস্তানের সহায়তায় এই সব ঘটনার সৃষ্টি করে ভারতে সমাজতন্ত্রবাদ কায়েম করার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। কারও মনে বুদ্ধের সাধ থাকলে ভারত তা পূর্ণ করতেও পিছপা হবে না।

এদিন তিনি হাবড়া এবং টিটাগড়েও দুইটি জনসভায় বক্তৃতা করেন। তিনি বিকাল পাঁচটার মধ্যে রাজভবনে ফিরে আসেন। এবং সেখানে কোন কোন রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন।

**বহরমপুরে**

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বুধবার সকালে বহরমপুরে কোরট ময়দানে এক বিরাট নির্বাচনী জনসভায় পাকিস্তানে ভারতীয় বিমান আটকের ঘটনার উল্লেখ করে তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, পাকিস্তান সরকার কি ইচ্ছে করলে বিমান দস্যুদের গ্রেফতার করতে পারত না? আমরা জানি বড় বড় শক্তি চায় না যে ভারত সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু দেশ আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতি সর্বক্ষেত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।

প্রধানমন্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, আমাদের বৈদেশিক নীতি হল সকলের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করা। কিন্তু 'যারা লড়াই চায় তাদের জবাব দিতেও আমরা প্রস্তুত।'

এদিন জনসভায় প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল সকাল সাড়ে নয়টায়।

নটা বাইশ মিনিট নাগাদ মাইকে ঘোষণা করা হয়, কুয়াশার জন্য প্রধানমন্ত্রীর পৌঁছোতে বিলম্ব ঘটবে। হেলিকপটারে করে এসে তিনি অবতরণ করেন সাড়ে দশটা নাগাদ।

জনসভায় ভিড় যা হয়েছে তা মোটামুটি শহর আর আশেপাশের লোকের। মহিলারা এসেছেন দলে দলে। অনেক মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত গৃহস্থ বধূ ছেলে কোলে নিয়ে শিশির ভেজা মাঠে বসে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছেন প্রধানমন্ত্রীকে দেখার জন্য।

শ্রীমতী গান্ধী বক্তৃতা করেন পঁচিশ মিনিট। বক্তৃতায় কোন দল বা ব্যক্তির উল্লেখ না করে তিনি বলেছেন, বিরোধীদের শ্লোগান হল 'ইন্দিরা হটাও'। কিন্তু আমাদের শ্লোগান ঃ দারিদ্র্য হটাও, অসাম্য হটাও। আর ইন্দিরাকে হটালে যদি সমাজবাদ আসে তাহলে থাকবোই বা কেন? দেশের লোককে ফাঁকা কথা দিয়ে ভোলাবো না। যা সম্ভব তার জন্যই কর্মসূচী নেব।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংবিধানে প্রদত্ত অধিকার সর্বশ্রেণীর জনগণ আজও পায়নি। বড় বড় রাজা, জমিদার ও সম্পদশালী ব্যক্তিগণ বলছেন, 'আমি লোকতন্ত্র নষ্ট করছি, এটা সম্পূর্ণ ভুল। আমরা কারুর কিছু কেড়ে নিতে চাই না, দিতে চাই। তবে দিতে চাই তাদেরই যাদের নেই। নিচু তলার লোককে উঁচুতে তুলতে চাই। আর এই সংগ্রামেই সকলকে সামিল হতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের শরণার্থীদের সমস্যা, বেকার সমস্যা দূর করার জন্য কর্মসূচী গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের যুক্ত ফ্রন্ট সরকার ভেঙে গিয়েছে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে, কেন্দ্র ভেঙে দেয়নি।

শ্রীমতী গান্ধী বলেন, সারা দেশ দেখতে চায় বাংলা দেশ আবার নেতৃত্ব নিতে পারবে কিনা। আগামী নির্বাচনে কেন্দ্রে শক্তিশালী সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ী সরকার গড়ে তুলতে হবে।

রাজ্য নব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীবিজয় সিংহ নাহার এবং জেলা কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজগদীশ সিংহ প্রধানমন্ত্রীর গাড়িতে সমাবেশে আসেন।

**কৃষ্ণনগরে**

ভারতীয় বিমান ছিনতাই ঘটনা এবং সেই বিমান উড়িয়ে দেবার জন্য পাকিস্তান সম্পূর্ণ দায়ী। আমি জানি না এর পরিণাম কত গুরুতর হতে পারে। পাকিস্তানকে সতর্ক করে দিয়ে আমি বলতে চাই—আমরা দুর্বল নই। হ্যাঁ আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তি চাই। তার মানে এ নয় তাঁরা বারবার আন্তর্জাতিক নীতিগুলি ভঙ্গ করে আমাদের ব্ল্যাকমেল করবে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বুধবার কৃষ্ণনগরে সার্কিট হাউস ময়দানে এক জনসভায় ওই কথাগুলি যখন বলছিলেন, তখন তাঁকে খুব ক্ষুব্ধ দেখাচ্ছিল।

শ্রীমতী গান্ধী বলেন, গত ৭।৮ দিন আমি ইচ্ছা করে বিমান ছিনতাই প্রসঙ্গে কোন কথা বলিনি। ভেবেছিলাম পাকিস্তানের শুভবুদ্ধি দেখা দেবে। তাঁরা দস্যুদের ছিনতাই করা বিমান এবং মালপত্র ও ডাক ফিরিয়ে দেবেন। কিন্তু পাকিস্তান এসবের ধারেকাছে না গিয়ে দুজন দস্যুকে আশ্রয় দিয়েছেন। তাঁদের উচিত ছিল এদের গ্রেফতার করে ভারতের হাতে সমর্পণ করা।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গের এবং কেরলের মারকসবাদী কমিউনিস্টরা চান সংবিধান ধ্বংস করতে। কিন্তু আমার দল চায় পরিবর্তন করতে।

প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতা শুরু করার আগে প্রদেশ কংগ্রেস (নব) সভাপতি শ্রীবিজয় সিংহ নাহার বলেন, শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে নয়া সমাজবাদ কায়েম করতে হবে। তিনি তাঁর দলের লোকসভা ও বিধানসভার প্রার্থীদের সভায় পরিচয় করিয়ে দেন।

**হাবড়ায়**

নিজস্ব সংবাদদাতা

হাবড়ায় বিশাল জনসমাবেশে এদিন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী আসন্ন অন্তর্বর্তী নির্বাচনে কেন্দ্রে স্থায়ী ও শক্তিশালী সরকার গঠনের জন্য জনসাধারণকে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার আবেদন জানান।

মারকসবাদী কমিউনিস্ট ও আদি কংগ্রেসের সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যদিও তিনি অন্যদের বিরুদ্ধে কিছু বলা পছন্দ করেন না কিন্তু মারকসবাদী ও 'সিনডিকেট দোস্তরা' অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছেন যে যদি শান্তিপূর্ণ পথে বিরাট সামাজিক পরিবর্তন হয় তাহলে ওই সব দলের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে।

প্রধানমন্ত্রী নির্ধারিত সময়ের একটু পরে সমাবেশে হাজির হন। তিনি গাড়ি থেকে নেমে খুব দ্রুতপায়ে মঞ্চে ওঠেন। সেখানে তিনি একবারও বসেননি। মঞ্চের চারদিকে ঘুরে ঘুরে জনতার অভিনন্দন গ্রহণ করেন আর হাত নেড়ে নেড়ে তার প্রত্যুত্তর দেন। তাঁর পরনে ছিল কাল রঙের ছাপার শাড়ি ও গায়ে ছিল সবুজ রঙের সোয়েটার, চোখে কালো চশমা।

প্রধানমন্ত্রীর সভায় যোগ দেওয়ার জন্য বহু দূর থেকে লোকজন আসেন। ট্রেনে বাসে দারুণ ভিড়। সভাস্থলের পাশে গাছের মগডালে, ছাদে ঘরের চালেও অনেক লোক দেখা যায়। কয়েকটি মিছিলও বিভিন্ন জায়গা থেকে যোগ দেয়। প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাবার জন্য তৈরি হয়ে কয়েকটি তোরণ।

**টিটাগড়**

উত্তর শহরতলির সংবাদদাতা

টিটাগড় কেলভিল জুট মিল ময়দানের জনসমাবেশে ইন্দিরাজী বলেন, দেশের সব রকমের সমস্যা সমাধানের জন্য আমার হাত শক্ত করুন। আমি আপনাদের সহযোগিতায় অনেক কাজ করতে পারব। তিনি বলেন, দেশের গরিবী হটানোর জন্য আমাদের সংগ্রাম চলছে। কিন্তু এতে নানা দিক থেকে বাধা আসছে। বাধা দিচ্ছেন তাঁরাই যাঁরা "বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন।" এই প্রসঙ্গে তিনি রাজন্য ভাতা বিলোপের সরকারী সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেন।

এদিন হাবড়ায় বক্তৃতা শেষ করে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী হেলিকপটার যোগে বারাকপুরে বিমান ঘাঁটিতে নামলে তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জানানো হয়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে জনতা তাঁকে মাল্যভূষিত করে। টিটাগড়ে সভায় বিপুল জনসমাগম হয়। আশেপাশের বাড়ির ছাদ, অলিন্দ এবং গাছে শুধু মানুষ আর মানুষ। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি (নব) শ্রীবিজয় সিংহ নাহার। টিটাগড়ের বিধানসভার প্রার্থী শ্রীকৃষ্ণকুমার শুক্লা স্বাগত ভাষণ দেন।

বুধবার কৃষ্ণনগরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচনী জনসভায় উপস্থিত জনতার একাংশ। —নিজস্ব-চিত্র

## ভাবী লোকসভায় প্রথম সদস্য

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি—নব কংগ্রেস লাক্ষা দ্বীপের লোকসভা আসনটি পাচ্ছেন। সেখানে একমাত্র প্রার্থী এই দলের শ্রীসৈয়দ (৩০) মনোনয়নপত্র পেশ করেছেন। আরব সাগরের এই দ্বীপ এলাকায় গতকালই ছিল মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন। আজ মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করা হয়। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন হল আগামী শনিবার।

× ×

ভূপালের খবর ঃ পি এস পি নেতা শ্রী কামাখ্যের মনোনয়নপত্র আজ অগ্রাহ্য হয়ে গিয়েছে। কারণ, তাঁর নাম এবারকার ভোটার-তালিকায় নেই।

× ×

রাঁচির খবর ঃ প্রাক্তন উপমন্ত্রী শ্রীমতী জাহানারা জয়পাল সিং-এর মনোনয়নপত্র আজ অগ্রাহ্য হয়েছে। কারণ, তিনি খণ্ডজাতির লোক নন। তিনি রাঁচির খণ্ডজাতির কেন্দ্রে মনোনয়নপত্র পেশ করেছিলেন।

—পি টি আই, ইউ এন আই

## বরানগরে লরি-বাস সংঘর্ষ নিহত ২, আহত ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি

বৃহস্পতিবার ভোরে বরাহনগর ডানলপ ব্রিজের কাছে এক লরি-বাস সংঘর্ষে ২ জন নিহত এবং ৪ জন আহত হন। নিহতদের একজনের নাম শ্রীনীরদবরণ ব্যানার্জি (৩৫)। তিনি আগরপাড়ার ন্যাশনাল টোবাক্কোর কর্মী।

## শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তার সঙ্গে সাক্ষাৎকার

স্টাফ রিপোরটার

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বুধবার রাত্রে ডায়মনডহারবার রোডের বিড়লা হাসপাতালে শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তার সঙ্গে দেখা করেন।

স্বর্গত জে-এম-সেনগুপ্তের স্ত্রী শ্রীমতী সেনগুপ্তা চিকিৎসার জন্য সম্প্রতি পাকিস্তান থেকে এখানে এসেছেন।

### মুজিবরের নিন্দা

প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কলমের পর

ধ্বংসের নিন্দা করে এক বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতিতে পাকিস্তান সরকার এই ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। বিবরণে বলা হয়েছে, সরকার ঘটনার পূর্ণ বিবরণের জন্য অপেক্ষা করছেন।

**লাহোর বিমানবন্দরে হুল্লোড়**

লাহোর থেকে এ পি-র সংবাদে বলা হয়েছে, মকবুল আহমেদ বাট গতরাত্রে বলেছেন, "বিমানখানি ধ্বংস করা ছাড়া আমাদের উপায় ছিল না, কারণ, আমরা জানতাম পাকিস্তানীরা রাত্রেই বিমান থেকে আমাদের লোকদের ধরবার চেষ্টা করবে।"

বিমান ধ্বংস করার ফলে ছিনতাইকারী দুজনই আহত হয়েছে, একজনের আঘাত গুরুতর। এই ঘটনার সময় ভি আই পি লাউঞ্জের দু শ' গজ দূরে প্রায় শ' দুই লোক আনন্দে হুল্লোর করছিল।

### ব্রিফ কেস

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি—ভস্মীভূত ভারতীয় বিমানের দস্যুদ্বয় গত শনিবার লাহোরে নামানোর বিমানটি উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিল। কিন্তু সমস্ত যাত্রী ও বিমান কর্মীরা নেমে পড়ে লাউনজে গিয়ে পৌঁছয়। গতকাল রাত্রে এ কথা জানিয়েছেন এম কে কাচরু।

তিনি বলেন, লাউনজে পৌঁছনো মাত্র একজন পাক সেনাবাহিনীর মেজর তাঁর কাছে দৌড়ে এসে বলেন, দস্যুদুজন আপনার ব্রিফ কেসটি চান। তিনি বলেন, ব্রিফ কেসটি না পেলে তাঁরা বিমানটি ধ্বংস করার হুমকি দিয়েছেন। ক্যাপটেন কাচরু কিছুক্ষণ চিন্তা করে ব্রিফ কেসটি দস্যুদের কাছে পাঠিয়ে দেন। তিনি বলেন, এটা তাঁর কাছে খুবই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, তারা নিজেরাই বা অপরাপরের পরামর্শে বিমানটি ধ্বংস করে ফেলবে।

—পি টি আই

## ভারতীয় বিমান পূর্ব পাকিস্তান দিয়ে যাচ্ছে না

প্রথম পৃষ্ঠার অষ্টম কলমের পর

দিতেন। কিন্তু এখন থেকে ওই ধরনের অনুরোধ রক্ষা করা হবে না বলে তিনি জানিয়েছেন।

এয়ার ইনডিয়া জানিয়েছেন, এয়ারলাইনসের কোন যাত্রী অভ্যন্তরীণ রুটে নেবেন না।

**কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ**

স্টাফ রিপোরটার জানাচ্ছেন, পাকিস্তানে ভারতীয় বিমান ধ্বংসের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রাজ্য সরকারগুলিকে বিমান চলাচল ব্যাপারে সতর্ক করে কড়া নজর রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওই নির্দেশটি বৃহস্পতিবারই রাজ্য সরকারের হাতে এসেছে। রাজ্য সরকার এইদিনই তা জেলা শাসকদের জানিয়ে দিয়ে বলেছেন, এখন থেকে প্রতিটি বিমান ওঠানামার ব্যাপারে যেন কড়া ব্যবস্থা করা হয়।

# প্রেসিডেনসি জেল থেকে আটজন কয়েদি উধাও

## মেদিনীপুরের জেলে সংঘর্ষে দু'জন নিহত

স্টাফ রিপোরটার

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় একদল দুষ্কৃতকারী আলিপুর প্রেসিডেনসী জেলের ভিতর থেকে ৮জন বিচারাধীন বন্দীকে নিয়ে উধাও হয়ে যায়। পলাতকদের ৬জন কলকাতায় কয়েকটি বড় ডাকাতির মামলার আসামী। আর ২জন নকশালপন্থী। দুষ্কৃতকারীরা রিভলবার থেকে গুলি ছোঁড়ে ও প্রচুর বোমা ব্যবহার করে, জেলের ভিতরেও বোমা মারা হয়। অধিক রাত পর্যন্ত পলাতকদের কোন হদিস মেলেনি।

এদিন মেদিনীপুর হাসপাতালে শ্রীতপন দাস অধিকারী ও শ্রীরবি চক্রবর্তী নামে দুজন নকশালবন্দী মেদিনীপুর হাসপাতালে মারা গিয়েছেন। বুধবার মেদিনীপুর জেলে কারারক্ষীদের সঙ্গে এক সংঘর্ষের ঘটনায় গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁদের হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল।

তাছাড়া বুধবার দমদম সেনটারল জেলে সি পি এম ও নকশাল বন্দীদের মধ্যে এক সংঘর্ষে ৭জন আহত হয়েছেন।

**প্রেসিডেনসি জেলের ঘটনা**

জেল সূত্রে বলা হয় সন্ধ্যা পৌনে দুটো নাগাদ জেলের ভিতরে বোমা বিস্ফোরণের প্রচণ্ড আওয়াজ পেয়ে কারারক্ষীদের নিয়ে জেলার দৌড়ে যান। খোঁজ নিয়ে জানা যায় পশ্চিম প্রান্তে পাঁচিলের ধারে রাস্তা থেকে বোমা মারা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সকলে রাস্তার দিকে ছুটে যান, দেখা যায় পাঁচিলের দেওয়ালে দড়ি ধরে জেলের বন্দীরা পর পর নেমে পড়ছে, দড়ির এক প্রান্ত ধরে রয়েছে রাস্তায় দাঁড়ানো একদল লোক। কাছে একটি মোটর সাইকেল ও একটি প্রাইভেট গাড়ি। জাতীয় গ্রন্থাগারের ফটকের সামনে অপেক্ষমান অভিযোগ, মোটর সাইকেল চালক কারারক্ষীদের উপর রিভলবার থেকে গুলি ছোঁড়ে। প্রচুর বোমাও ফাটে। ওই ফাঁকে পলাতক বন্দীদের নিয়ে গাড়িটি জাতীয় গ্রন্থাগারের ফটকের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তার পেছনে মোটর সাইকেলও। রাস্তার উপর একটি ফেলে যাওয়া ব্যাগের মধ্যে ১৮টি তাজা বোমা ও একটি গ্র্যানেড পাওয়া গিয়েছে।

নবম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

### পাক দূতাবাস থেকে গুলি

প্রথম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের পর

বন্ধ থাকে। গতকালও বিক্ষোভকারী ছাত্রদের প্রতি দূতাবাস কর্মীরা ইটপাটকেল ছুঁড়েছিল। গতকালের ঘটনায় ২৩জন আহত হয়। এদের মধ্যে ১০জন পুলিশ।

পাক-দূতাবাসের জনৈক মুখপাত্রের বক্তব্য ঃ বিক্ষোভকারীরা কর্মীদের বাসভবনে ঢুকেছে। কর্মীদের ব্যবহারের জন্য মোটর গাড়ির ক্ষতি করেছে। বাইসাইকেল নিয়ে গিয়েছে। অথচ দেশ বিদেশের সংবাদদাতা ও আলোকচিত্রীরা দেখেছেন—খাকী পোষাক গায়ে, টুপি মাথায়—একজন দূতাবাস কর্মী নিজেই একটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

**আহত ৭জন**

আজকের ঘটনায় ইটপাটকেলের আঘাতে ৭জন পুলিশ আহত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও অতিরিক্ত জেলা শাসক আছেন।

**পাক-রাষ্ট্রদূতের হুমকি**

পাক-রাষ্ট্রদূত শ্রীসাজ্জাদ হায়দর অভিযোগ করেছেন, বিক্ষোভকারীরা দূতাবাসের দুটি গাড়িতে আগুন লাগিয়েছে। সেইসঙ্গে ওই হুমকিও দিয়েছেন যে, ইসলামাবাদে ভারতীয় দূতাবাসে পালটা হামলা হবে। তিনি ভারতের বহির্বিষয়ক মন্ত্রকের কাছে এই হাঙ্গামা দমনের অনুরোধ জানান। তা না হলে পাকিস্তানে এর গুরুতর গুরুতর পরিণাম দেখা দেবে।

**জম্মুতে হরতাল, ছাত্র বিক্ষোভ**

লাহোরে ভারতীয় বিমান ধ্বংসের প্রতিবাদে গতকাল জম্মু শহরে হরতাল পালিত হয়। স্কুল কলেজ, দোকান, হাট-বাজার, সিনেমা সব বন্ধ ছিল। ছাত্র বিক্ষোভও চলছে। চারজন ছাত্র প্রতীক অনশন শুরু করেছেন। পর্যায়ক্রমে ছাত্রদের অনশন ধর্মঘট চলবে।

**অমৃতসরে হরতাল**

ওই একই কারণে অমৃতসরেও আজ হরতাল পালন করা হয়। জনসংঘ-কর্মীরা একটি মিছিল বের করেন। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিক্রমা করে। মিছিলে পাক-বিরোধী ধ্বনি দেওয়া হয়।

**মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সাদিকের দাবি**

কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জি এম সাদিক আজ ভারত সরকারের হাতে বিমান দস্যুদের প্রত্যর্পণ করার দাবি জানান। সাংবাদিকদের তিনি জানান, পাকিস্তানের দুই অংশে বিমান চলাচল করতে হলে তা ভারতের উপর দিয়েই করতে হবে। একথা জানা থাকা সত্ত্বেও পাক সরকার বিমান দস্যুদের আশ্রয় দিয়েছেন—এটা খুবই আশ্চর্যের কথা।

—পি টি আই, ইউ এন আই

**বি বি সি-র ভারত বিরোধী সুর**

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি—ভারত সরকার আজ এখানে পাক হাই কমিশনারকে এই মর্মে আশ্বাস দিয়েছেন যে, হাই কমিশন কর্মীদের নিরাপত্তার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। হাই কমিশন অফিসের বাইরে বিক্ষোভ সম্পর্কে পাক হাই কমিশনার বহির্বিষয়ক মন্ত্রকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

বি বি সি গতকাল তাদের উরদু অনুষ্ঠানে দুই বিমান দস্যুকে 'অল্পবয়সী কাশ্মীরী মুক্তি যোদ্ধা' বলে অভিহিত করেছেন। আকাশবাণীকে পাকিস্তানের কণ্ঠে সুর মিলিয়ে তারা 'ভারতী রেডিও' বলে উল্লেখ করেছেন।

—পি টি আই, ইউ এন আই

### বোমবাইয়ে পাকিস্তানী জাহাজ বয়কট

বোমবাই, ৪ ফেব্রুয়ারি—যে দু'জন বিমান ছিনতাইকারী লাহোরে ভারতীয় বিমানকে ভস্মীভূত করেছে তাদের ভারতে ফেরৎ ও যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ না দেওয়া পর্যন্ত বোমবাই বন্দর শ্রমিকরা পাকিস্তানী জাহাজ বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পাকিস্তানী বন্দর ছুঁয়ে যাবে যে-সব জাহাজ সেগুলিও বয়কট করা হবে।

বোমবাই পোরট ট্রাসট জেনারেল ওয়ারকারস ইউনিয়ন গতকাল তাদের এক বিশেষ সাধারণ সভায় এই সিদ্ধান্ত নেন। আজ সেই সিদ্ধান্ত বন্দর কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়। তারপর থেকেই ওই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়।

—পি টি আই

## পাকিস্তান সরকার দায়ী

প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের পর

যেভাবে বিমানটিকে ধ্বংস করেছে সমস্ত সভ্য দেশ ও জনগণের কাছে তা নিন্দনীয়। এই বর্বরোচিত অপরাধের জন্য পাকিস্থান সরকারকে সম্পূর্ণরূপে দায়ী করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পাকিস্থান সরকারকে আমরা জানিয়ে দিতে চাই এইসব ধ্বংসাত্মক কাজে উৎসাহদানের ফল এমন বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে যার জন্যে পাকিস্থান সরকার সম্পূর্ণরূপে দায়ী হবেন।

**ভারতের নোট**

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি—পাকিস্তান লাহোরে ভারতীয় বিমান ধ্বংস করার ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। গতকাল রাত্রে ভারত এই অভিযোগ করেছেন। বলা হয়েছে যে, এই নিন্দনীয় ঘটনার ফলে কোন গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব না হয় তার জন্য পুরোপুরি দায়ী হবেন ওই দেশের সরকার।

ইসলামাবাদে পাঠানো একটি মৌখিক নোটে ভারত বলেছে পাক সরকার ওই দুজন আকাশ দস্যুকে উসকানি দিয়েছে সমর্থন করেছে। এর ফলেই তারা ফকার ফ্রেন্ডশিপ বিমানটি উড়িয়ে দিতে সাহস পেয়েছে।

আরও বলা হয়েছে যে, ভারত সরকার এই অভিযোগের সমর্থনে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করবে।

**বিমান, মালপত্র ও ডাক ধ্বংস করা এবং লাহোরে বিমানটি আটক রাখার দরুন যে ক্ষতি হয়েছে তার জন্য পাকিস্তানের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়েছে।**

**কর্ণ সিং ক্ষুব্ধ।** কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রী ডঃ কর্ণ সিং বলেছেন, হাওয়াই ছিনতাই ভারতীয় বিমানটি ধ্বংসের খবর শুনে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছেন। তিনি বলেন, এটি আন্তর্জাতিক আইন ও রীতিনীতির সুস্পষ্ট লঙ্ঘনের ঘটনা।

তিনি বলেন, বিমানটিকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য পাকিস্তানকে বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও পাকিস্তান ব্যাপারটি তিন দিন ধরে ঝুলিয়ে রেখে ছিল। যার ফল হল কি বিমানটিকে উড়িয়ে দেওয়া হল।

**বলরাজ মাধোক।** জনসংঘ নেতা শ্রীবলরাজ মাধোক বলেন, এই ঘটনার পিছনে যারা আছে তারা চায় ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব। তারা কোন ব্যাপারের যুক্তিসঙ্গত এবং শান্তিপূর্ণ সমাপ্তি চায় না।

**সৈয়দ মীরকাশিম।** জম্মু ও কাশ্মীর প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সৈয়দ মীরকাশিম পাকিস্তানে ভারতীয় বিমান ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে 'অসভ্যজনোচিত' আখ্যা দিয়ে বলেছেন, এর নিন্দা করা উচিত।

**সৈয়দ নজর বারগে।** আজাদ পাখতুন জিরগা ই হিন্দের সম্পাদক সৈয়দ নজর বারগে বলেছেন, আমাদের ত্রুটিপূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থার ফলেই এই ঘটনা ঘটেছে। তিনি অবিলম্বে এ ব্যাপারে তদন্ত দাবি করেছেন।

**পাটনায়, লখনউয়ে।** গতকাল বিহার রাজ্য জনসংঘের উদ্যোগে আয়োজিত জনসভায় ভারতে অবিলম্বে পাক কনসুলেটগুলি বন্ধের দাবি জানিয়েছেন।

লখনউ মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনও দিল্লিতে পাক দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

### ছাত্রীকে ছুরি মারার দায়ে ছাত্রী গ্রেফতার

প্রথম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমের পর

ছিলেন। ওই সময় ফ্রক পরা চার পাঁচটি মেয়ে বাস স্টপে দাঁড়িয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন শ্রীমতী চৌধুরীর দিকে ধেয়ে যায়। তাঁর বুকে পর পর দুবার ছুরি বসিয়ে দেয়। শ্রীমতী চৌধুরী রক্তাপ্লুত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে যান। তাঁকে নীলরতন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

এ সম্পর্কে পুলিশ শ্রীমতী শিপ্রা সরকার নামে একটি ষোল বছর বয়সের মেয়েকে গ্রেফতার করেছে। মেয়েটি স্কুল ফাইন্যাল পাশ। এবং তার প্রকৃত নাম নাকি সুব্রতা বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়।

নৈহাটি থানার একজন পুলিশ অফিসার জানান যে, শ্রীমতী চৌধুরী কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক তা এখনও জানা যায়নি।

# বিমান ছিনতাই-এর বিষয় আন্তর্জাতিক সংস্থাকে জানানো হয়েছে

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি—পর্যটন ও অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রক আজ আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহন সংগঠনের পর্ষদ সভাপতি ডঃ ওয়ালটার বিনাঘিকে একটি চিঠি লিখে ভারতের বিমান ছিনতাই ও লাহোরে সেই বিমান ধ্বংস করে দেওয়ার ঘটনা জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, পাকিস্তান এ ব্যাপারে প্রচলিত আন্তর্জাতিক রীতি ও আইন লঙ্ঘন করেছে।

গতকাল ডঃ বিনাঘি নিজেই পাকিস্তানের অসামরিক বিমান পরিবহণ দফতরকে বলেছিলেন, ওই পর্ষদের প্রস্তাব অনুযায়ী পাকিস্তান যেন ভারতের বিমান, যাত্রী ও মালপত্র ফেরত পাঠায়।

ভারত যে চিঠি লিখেছে, তাতে বলা হয়েছে ঃ এখন পর্যন্ত কোন দেশ বিমান দস্যুদের রাজনৈতিক আশ্রয় দেয় নি এবং ওই দস্যুরা পাকিস্তানের আইনের কাছেও আত্মসমর্পণ করেনি।

## পাকিস্তান রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছে

রাষ্ট্রপুঞ্জ, ৪ ফেব্রুয়ারি—লাহোরে ছিনতাই ভারতীয় বিমানটি ধ্বংস হতে দিয়ে পাকিস্তান হাওয়াই ছিনতাই সম্পর্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রস্তাবটিকে লঙ্ঘন করেছে। এ কথা মনে করেন রাষ্ট্রপুঞ্জের কূটনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল।

দুজন দুষ্কৃতকারীকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়ায় পাকিস্তানের এক্তিয়ারভুক্ত হতে পারে। কিন্তু তারা তাঁদের অভিযুক্ত করে শাস্তি দিতে বাধ্য এবং এর জন্য ভারতকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও বাধ্যতামূলক।

সেকরেটারি জেনারেল উ থান্ট এ সম্পর্কে কোন সরাসরি মন্তব্য করেনি। কিন্তু তাঁর একজন মুখপাত্র বলেছেন, উ থানট এই ধরনের হিংসাত্মক অপরাধমূলক কাজের নিন্দা করেছেন।

—পি টি আই

## কাশ্মীর ভারতের

### পাকিস্তানের পরোক্ষ স্বীকৃতি

নয়াদিল্লি থেকে পি টি আই-এর সংবাদে বলা হয়েছে, যে দুজন কাশ্মীরী ভারতীয় বিমান ছিনতাই করে লাহোরে নিয়ে গিয়েছিল পাকিস্তান তাদের ভারতীয় বলে স্বীকার করেছে।

কাশ্মীরের এই দুই ব্যক্তিকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়ে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাদের ভারতীয় বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।

এখানকার বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, পাকিস্তান যখন কাশ্মীর উপত্যকাকে নিজেদের বলেই মনে করে তখন ছ

## অন্যান্য চিত্রগৃহে

**রম্ভা** বিরাট ১২টা, ৩টা, ৬টা
নবরাগ

**যোগমায়া** হাওড়া ৬৭-২১২৭ ১॥, ৪॥, ৭॥
এখানে পিঞ্জর (৩য় সপ্তাহ)

**জয়া** ৫৭-৩৯৩৬ বাতাহত ১, ৪, ৭টায়
আই মিলন কি বেলা

**রূপম** ফোন: ৩৪-৪৩৯৭ ১, ৪ ও ৭টায়
জিগরী দোস্ত

**বিনোদিনী** বাগুইআটি ১, ৪, ৭টা
অসমাপ্ত (নূতন প্রিন্ট)

**পূরবাশা** ৪৬-২৩৩২ ১ ৪। ৭॥
গীত (২য় সপ্তাহ)

**রাধাশ্রী** (বাতায়ত) দমদম ৫৭-৩৩০৩ ১॥, ৪॥, ৭॥টা
শাওন ভাদো

**জেম** প্রত্যহ বেলা ১১-৩০টায়
মনোজকুমার, প্রাণ, প্রেম চোপরা
শহীদ

**অশোকা** বজবজ ৮৫-৪০১২ ১২॥, ৩॥, ৬॥
নবরাগ

**অলকা** ৬৭-২০২৭ ১ ৪। ৭॥
জনী মেরা নাম (৫ম সপ্তাহ)

**নারায়ণী** তাপানগর ৫৬-৩৩৩৮ ১॥ ৪॥ ৭॥
ক'হী আর ক'হী পার

**পার্বতী** হাওড়া ৬৭-২৪১১ ১ ৪ ৬॥টা
SHALAKO

**সুরশ্রী** ৩৮ ৩৮৩৬ ১২ ৩ ৬
চন্দ্রনাথ

**শ্যামাশ্রী** হাওড়া ৬৭-৩১৫০ ১২ ৩ ৬
নবরাগ

**রূপায়ন** সিনেমা ৪৫ ২৭৩০ ২, ৫ ৮টা
জীবন মৃত্যু (হিন্দী)

**শ্যামলী** ৬৭-২৩৫৮ ১ ৪ ৭টায়
প্যায়ার হি প্যার

২য় সপ্তাহে—
স্মরণীয় এক
প্রমোদ-যাত্রায় চলুন—
এদের সঙ্গে!

**ওরিয়েণ্ট** পরিবর্তিত সময় ৩, ৬, ৯
ম্যাজেস্টিক : নাজ
৩ ৬ ৯ ৩ ৬ ৯
উত্তরা : উজ্জ্বলা
(২টা, ৫টা, ৮॥) (৩, ৬, ৯),
ম্যাজেস্টিক, ঈদ উপলক্ষে রবি সকাল ১০॥ (উজ্জ্বলা, রোজ বেলা ১২টায় : রাজা সাব)
চিত্রপুরী : কল্পনা : ঝর্ণা (হাওড়া)
ঝঙ্কার (শিলিগুড়ি)

জনপ্রিয়তায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী
১১শ সপ্তাহ!

রামানন্দ সাগরের
**গীত**
সঙ্গীত কল্যাণজী আনন্দজী

**হিন্দ** (২ ৫॥, ৮টা) **পূর্বাশা** (১, ৪-১৫ ৭-৩০)
সুরশ্রী (বাউড়িয়া, ৬ষ্ঠ) বসন্ত (কাটিহার ৩য়) জান্নাবাণী (রাজপুর, ৩য়) গোপীনাথ (শিলচর ৩য়) চিত্রালী (অশোকনগর, ৩য়) ভারতী (চাকদহ, ২য়) বিধান (রঘুনাথপুর, ২য়) মুকুল (জলপাইগুড়ি, ২য়) ভবানী (জোড়হাট) মোহন (হরিপাল) মুকুল (আন্দুলিয়া) জগদীশ টকীজ (সুন্দরচক)

## রঙমহল

—ফোন— ৫৫-১৬১৯
কাল : শনি : ৬টায়
রবিবার : ২॥ ও ৬টায়

মনোজ মিত্রের
**বাবাবদল**

**স্টার থিয়েটার**
[শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]
স্থাপিত : ১৮৮৩ * ফোন : ৫৫-১১৩৯

**— শর্ম্মিলা —**
কাল ৪টায় * পরশু : ২॥ ও ৬টায়
[৫৪৯ হইতে ৫৫১ অভিনয়]

**বিশ্বরূপা** —ফোন— ৫৫-৩২৬২
কাল এবং পরশু ২॥ ও ৬টায়
**বেগম মেরী বিশ্বাস**
পরিচালনা রিমল মিত্র
সঙ্গীত রাসবিহারী সরকার
শ্রেষ্ঠাংশে : জয়শ্রী, সাবিত্রী, সতী, কাঞ্চন, তরুণ, গোবিন্দ, নিমু এবং শেখর ও অনুপ

**সুচ**
পরশু সন্ধ্যা ৬টা
রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চ
শতাব্দীর হাসির নাটক
**ইলিশপুরের কৃষ্ণকথা**
রচনা ও নির্দেশনা : বাদল সরকার
২, থেকে ৫, ছাত্র ৫০ পঃ পরশু হলে

আজ : সন্ধে সাতটায়
অনুভব মুক্ত অঙ্গনে
নিবেদন
নির্দেশনা : দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত/হলে টিকিট

২১শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত চলবে!
রঞ্জিতমল ব্যাঙ্কারিয়া নিবেদিত—
উদয়শঙ্করের
**শঙ্কর ফোঁস**
প্রযোজনা ব্লক হাউস
আজ : ২টি শো : ৩টা ও ৬টায়
● আগামীকাল ছাত্রছাত্রীদের জন্য—সকাল ১০-৩০ মিঃ-এ একটিমাত্র শো
● ৭ই ফেব্রুয়ারী ৩টা ও ৬টার অগ্রিম টিকিট আজ সকাল ১০টা থেকে পাওয়া যাবে।

নব সাজে **নিউ এম্পায়ার**
বেলা ১২, ৩, ৬ ও রাত্রি ৮-৩০টায়
২৮ এবং শেষ সপ্তাহ!!
জেনানাকাঙ্ক্ষা ও প্রতিহিংসার বাস্তবধর্মী চিত্র।
**ব্লো হট ব্লো কোল্ড** (A)

সুদর্শন জিপ্স রোমান্টিক নায়ক নবীন নিশ্চল রূপসী তন্বী নায়িকা রেখা।
সব মিলিয়ে রঙ্গীন শাওন ভাদো এসেছে আপনার মন জয় করতে।

সোসাইটি — প্রিয়া — প্রেস
(২॥, ৫৫, ৮৫) (২॥, ৫॥, ৮॥) (২॥, ৫॥, ৮॥)
এণ্টালী — ছায়া — কালিকা
(২, ৫, ৮) (২, ৫, ৮) (২, ৫॥, ৮॥)
লিবার্টী — তসবিরমহল — পারিজাত
(১২, ৩, ৬) (২॥, ৫॥, ৮॥) — রাধাশ্রী
পিয়াসী — শৈলশ্রী — নীলা — রূপশ্রী
দীপক — মানসী — চিত্রা (আসানসোল)
রূপমহল (বর্ধমান) - চিত্রবাণী (বেগুসরাই) এবং রতন (রাঁচি ১০ম সপ্তাহ) - মহাবীর (ডিগোয়াডি ১১শ সপ্তাহ) - বিশাল টকীজ (জামসেদপুর ১১শ সপ্তাহ) ● দ্বিপ্রাহরিক প্রদর্শনী : সোসাইটি (বেলা ১২টা) 'অনমল মোতি' ● এণ্টালী (বেলা ১১টা) 'বেকসুর'

৫ম সপ্তাহ!
যে ছবি আপনি বার বার দেখতে চাইবেন...
দেব আনন্দ • হেমামালিনী • প্রাণ অভিনীত
**জনী মেরা নাম**
ইন্টারকালার

জ্যোতি • মুনলাইট • বসুশ্রী
২, ৫। ৮॥ ২, ৫॥ ৮৫ ২ ৫॥ ৮৫
বীণা • পূর্ণশ্রী • পার্কশো
১॥ ৫ ৮। ২ ৫। ৮॥ ২॥ ৫৮ ৯
প্যারামাউণ্ট • ভবানী • পুষ্পশ্রী
২, ৫॥ ৮৫ ২ ৫। ৮॥ ১২ ৩। ৬॥
অলকা ১, ৪। ৭॥ শ্রীকৃষ্ণ (বালী) ১, ৪, ৭
পি-সন - শান্তি - নিশাত - বিভা - সন্ধ্যা
স্বপ্না - রামকৃষ্ণ - বর্ধমান সিনেমা
নিউ সিনেমা - গ্রাণ্ড - উর্বশী
(আসানসোল) (কটক) (গৌহাটী)
রবিবার বেলা ১০-৩০টায় জ্যোতি—মুনলাইট — বসুশ্রীতে অতিরিক্ত শো।

ভারতের সবারই মুখে একটি নাম
## তরুণ অপেরা
(৫৫-৭১২১)
**সফর সূচী :**
শিলিগুড়ি—৫ই, ৬ই, ৭ই ফেব্রুয়ারী।
১৪ই ফেব্রুয়ারী—বণ্ডেল রোড মিলনী সংঘ।
১৫ই ফেব্রুয়ারী—এপ্রো হাইস্কুল।
১৬ই ফেব্রুয়ারী—সজনীকান্ত মহাবিদ্যালয়।
১৭ই ফেব্রুয়ারী—বেতনেতালি হাইস্কুল
১৮ই ফেব্রুয়ারী—মধ্যরামবুল এস এস শিক্ষানিকেতন।

৬২তম বিজয়দশমী সপ্তাহেও
সর্বশ্রেণীর সর্বাধিক অভিনন্দনে ধন্য
তপন সিংহের **সাগিনা মাহাতো**
* দিলীপ • সায়রা • অনিল
**টাইগার** প্রত্যহ ৩, ৬, ৮-৪৫
চিত্রালয় (দুর্গাপুর) - ক্যাপিটাল (কটক) কল্পনা (হাওড়া)

অরুন্ধতী ও সৌমিত্র অভিনীত
তপন সিংহের
**ক্ষুধিত পাষাণ**
পূরবী— প্রত্যহ ৩, ৬, ৮॥

১০ হৃদয়দ্রাবী সপ্তাহ!
প্রণয়ের মধুর প্রাণবন্ত ছবি
শশী কাপুর - হেমা মালিনী অভিনীত
**অভিনেত্রী**
সুবোধ মুখার্জীর
ইষ্টমানকালার
সঙ্গীত : লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল
**প্যারাডাইস** ২॥, ৫৮, ৯
হিন্দ : আলপনা : রূপক
(কটক) (বোকারো) (পাটনা)
রবি সঃ ১০॥ প্যারাডাইসে : 'জাগতে রহো'

লাইট হাউস
৩, ৬, ৮-৪৫টা
এবং রবিবার সকাল ১০-৩০টা
আজ শুভমুক্তি
শ্রেষ্ঠ হিরো গুলিয়ানো গেমা (ব্লো হট ব্লো কোল্ডের অভিনেতা) এবং হ্যালি হ্যামণ্ড অভিনীত ওয়েস্টার্নের বিরাট চিত্র
**the Return of RinGo**
দারুণ সংঘর্ষ, উত্তেজনা, রমণীকুল কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য

বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম
আজ : নূতন প্রদর্শনী
হিন্দিতে : বেলা ১২-৩০টা ও ৩-৩০টা
বাংলায় : বেলা ২টা ও বিকাল ৫টা
ইংরেজিতে : সন্ধ্যা ৬-৩০টা

রঞ্জনায়
শ্রীমঞ্চ প্রযোজিত
**পণরক্ষা**
৭ই ফেব্রুয়ারী ৩টায়
নির্দেশনা—প্রেমাংশু বসু
হলে টিকিট—৫, ৩, ২, ১,

## দেশ যখন মরণোন্মুখ

চারিদিকে বিশৃঙ্খলা, বিপর্যয়, মারামারি, হানাহানি, যুব-সমাজের সামনে যখন ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার এতটুকু ভরসা নেই তখন কি দেশের তরুণ-তরুণীর

প্রেমের রঙীন স্বপ্নে বিভোর হওয়া সাজে?

তাই এ ছবি প্রেম কাহিনীর নয়—এ ছবি আজকের ভগ্ন-হৃদয় যুব-সমাজের চরম লাঞ্ছনার করুণ প্রতিচ্ছবি!
উত্তম - অপর্ণা অভিনীত

কলামন্দিরের
**এখানে পিঞ্জর**
পরিচালনা মানিক

সংগীত তুষার হাজারিকা • মিতালী পরিবেশিত
জনাকীর্ণ ৩য় সপ্তাহ!
প্রত্যহ ২-৩০, ৫-৪৫ ও ৯টায়
রূপবানী-ভারতী-অরুণা

## রজত জয়ন্তী সপ্তাহে
অরুণ রায়চৌধুরী প্রযোজিত
# রুপসী

**রাধা** [২॥, ৫৮ ৮॥] ঃ **পূর্ণ** [২॥, ৫৮ মায়া (আলিপুরদুয়ার) ৮৮। শিবানী (রেগমপুর) ॥
কল্পনা (বহরমপুর) ॥ বনশ্রী (বনগাঁ) ॥ প্রাথমিক (রাণাঘাট) প্রান্তিক (তেহট্টা)
রবি সকালে পূর্ণতে—LOVE AND WAR

যবনিকা উত্তোলিত হচ্ছে আজ
হিমালয়ের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের পটভূমিকায় আন্তর্জাতিক চোরাইকারবারীদের উত্তেজনাপ্রদ ঘটনাপ্রবাহ—যারা অপরাধ গোপন করার জন্য লাসময় নাইট ক্লাব চালাত...
শিহরণ ... উত্তেজনা ... কৌতুকপ্রবাহ ... অপূর্ব প্রমোদের ঘনঘটা

প্রত্যহ রিগ্যালে (চারিটি প্রদর্শনী) ১২, ৩, ৬ ও ৮-৪৫টা; প্রিয়ায় কেবল দ্বিপ্রাহরিক প্রদর্শনী বেলা ১১-৩০টা; খান্না : ২, ৫ ও ৮টা; জেম : ২-৪৫, ৫-৪৫ ও ৮-৪৫টা; রূপালি : ২-৩০, ৫-৩০ ও ৮-৩০টা এবং প্রভাত : ৩, ৬ ও ৯টা এবং অন্যত্র প্রচলিতমত

রিগ্যাল ঃ জেম ঃ প্রভাত ঃ প্রিয়া (কেবল দ্বিপ্রাহরিক প্রদর্শনী ১১-৩০টা)
খান্না ঃ রূপালি ঃ নবভারত - ন্যাশনাল - অজন্তা - অশোক খাতুনমহল - লক্ষ্মী - শ্রীলক্ষ্মী
চলচ্চিত্রম্ - শ্রীকৃষ্ণ - শ্রীদুর্গা - নারায়ণী - মৃণালিনী - ইন্দ্রধনু (নৃসিং) অন্নপূর্ণা (বাণ্ডেল) - রূপকথা (আসানসোল)
রবিবার অতিরিক্ত প্রদর্শনী প্রভাতে বেলা ১১টা ও জেমে : শহীদ (কেবলমাত্র)
প্রত্যহ বেলা ১১-৩০টায়

এস.এম ফিল্মসের ছবি
রূপায়ণে : বিকাশ রায়
বাড়াবী - বিজন - মাঃ অমিত - মন্টু - মিনু - দেবী মাঃ প্রদীপ - ধীরাজ মৃত্যুঞ্জয় - কণিকা চিত্রগ্রহণ - দিলীপ - রঞ্জন মুখার্জী শব্দগ্রহণ - নৃপেন পাল - সহযোগী পরিচালনা - ধ্রুব ঘোষ - শিল্পনির্দেশ প্রসাদ মিত্র - সম্পাদনা রবীন দাস - কর্ম-সচিব গিরীশ আচার্য্য
চলচ্চিত্রা ফিল্মস পরিবেশিত
মিনার-বিজলী-ছবিঘর
১২টা ৩টা ৬টা ৮-৪৫
অপোলো-শ্যামাশ্রী-লীলা জয়শ্রী-মায়াপুরী-গৌরী উদয়ণ-রূপালী-জ্যোতি অভিনয়-কল্যাণী-আরতি পরশ্রী-অনুরাধা-রমা মায়া-প্রফুল্ল
অতীন্দ্র (রবি ৮ই)

শুভমুক্তি ১২ই ফেব্রুয়ারী!
অদৃষ্টের অকরুণ কৌতুকে যার পরিণীতা পত্নী অপরের বধূরূপে পরিচিতা, তারই বেদনাবিধুর বিস্ময়বিমূঢ় ভাগ্যলিপি
রাজশ্রী প্রোডাকসন্স এর
# ভাগ্য

প্রযোজনা তারাচাঁদ বড়জাতিয়া পরিচালনা এ. সালাম
সংগীত লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল গীত ও সংলাপ গৌরী প্রসন্ন মজুমদার
কণ্ঠশিল্পী : শ্যামল মিত্র - আরতি মুখার্জী - প্রতিমা ব্যানার্জী ও তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়
আলেয়া - রূপম - সুরশ্রী
রূপায়ণ (চেতনা) রাজশ্রী পরিবেশিত বাংলা ছবি

উদয় শংকর
ইণ্ডিয়া কালচার সেণ্টার-এর
নৃত্যনাট্য
**সীতা-স্বয়ম্বর**
অমলা শংকর সহ
৫০ জন নৃত্যশিল্পী
রবীন্দ্র সদনে ৬, ৭, ৮ ফেব্রুয়ারি,
প্রত্যহ বিকাল ৫-৩০টা। টিকেট ৭, ৫, ৩, ২, টাকা। অগ্রিম বুকিং বেলা ১১টা—সন্ধ্যা ৭টা।
(সি ৭৩৬৯/২)

**CLT Puppets**
ABAN MAHAL 46-1200
বিশ্বনকর পাপেট শো' আলাদীন
প্রতি রবিবার বেলা ৩টায়।
২ দিন আগে টিকেট পাবেন।

**দীপ্তি** ৪৬-৬৭৪৯ (টালিগঞ্জ)
প্রত্যহ ২-৩০, ৫-৩০ ও ৮-৩০ মিঃ
## মনোহর
শিবাজী গণেশ - টি আর রাজকুমারী

৭ম ও শেষ সপ্তাহ
## উমঙ্গ
**রক্সি** ৩, ৬, ৯

৬ষ্ঠ সপ্তাহ মেট্রোতে শেষ ৬ দিন
## মেরা নাম জোকার
(টেকনিকলার)
মেট্রো (১ ও ৬টা) লোটাস (১ এবং ৫-৩০টা)
মেনকা (১-৩০ ও ৬টা) দর্পণা (১-৩০ ও ৬টা)
বঙ্গবাসী — চম্পা — সুরজ — উৎকল

শুক্রবার ১২ ফেব্রুয়ারী
পদ্মিনী
অভিনীত প্রথম বাংলা ছবি
# তরঙ্গায়িত
প্রযোজনা : সুপ্রকাশ মুখার্জী
সুললিত মধুর সংগীত
মান্না দে - সন্ধ্যা মুখার্জী
দেবব্রত বিশ্বাস
সুচিত্রা মিত্র - সুজন বন্দ্যো
আরতি মুখোপাধ্যায়
বনশ্রী সেনগুপ্ত - প্রতিমা বন্দ্যো
নির্মলা মিশ্র - দিনেন্দ্র চৌধুরী
নীতা সেন - শিপ্রা বসু
অংশুমান রায় - অমর রায়
পদ্মিনী দাশগুপ্ত
ও অন্যান্য
প্রযোজনা
ধীরেন দাশগুপ্ত
সংগীত
সন্তোষ মুখোপাধ্যায়
সংলাপগীত
শচীন্দ্র ভট্টাচার্য
পরিচালনা
উমাপ্রসাদ মৈত্র
উত্তরা • পূরবী
উজ্জ্বলা

## অজয়বাবু জ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছেন

প্রথম পৃষ্ঠার পর
চন্দ্র, শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী ও প্রফুল্লচন্দ্র সেন।

শ্রী মিত্র আরও জানান যে, তাঁরা বিধানসভার দু-শতের কিছু বেশী আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর আগে তাঁদের পক্ষ থেকে ৮১টি আসনে মনোনীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার আরও ৪৫টি নাম ঘোষণা করা হয়।

গণতান্ত্রিক সংহতির অন্তর্গত সমাজবাদী সংহতি ১৮টি বিধানসভা আসনে এবং ২টি লোকসভা আসনে প্রার্থী দিচ্ছেন। এর মধ্যে ৭টি বিধানসভা এবং ২টি লোকসভা আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়।

এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রী মিত্র সাংবাদিকদের জানান যে, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বা নব কংগ্রেসের পশ্চিমবঙ্গ শাখার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আসন সমঝোতার আর কোন সম্ভাবনা নেই। তিনি বলেন যে, বাংলা কংগ্রেস আরও ৩৭টি বিধানসভা এবং ৭টি লোকসভা আসনে প্রার্থী দেওয়া স্থির করেছেন এবং ওই সব কেন্দ্রে স্থানীয় পার্টি কর্তৃপক্ষকে নাম মনোনীত করার ভার দিয়েছেন।

**গণতান্ত্রিক সংহতির বিবৃতি**

বৃহস্পতিবার গণতান্ত্রিক সংহতির পক্ষে এক বিবৃতিতে অন্তর্বর্তী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্তের উল্লেখ করে শ্রী মিত্র বলেন যে, কংগ্রেসের ব্যর্থতার ফলে ১৯৬৭-তে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে। সি পি এম-এর 'হিংসা ও খুনখারাপির' নীতির ফলে পশ্চিম বাংলায় অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাঁদের উদ্দেশ্য, এই অবস্থার আশু অবসান।

**বাংলা কংগ্রেসের প্রার্থী-তালিকা**

বাংলা কংগ্রেস বৃহস্পতিবার লোকসভার ১২টি আসনে মনোনীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন : কোচবিহার (তপঃ) —শঙ্করসেন ইশোর, বাঁকুড়া—হরিদাস মিত্র; তমলুক—সতীশচন্দ্র সামন্ত, মেদিনীপুর—ডঃ বিনয়েন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ঘাটাল—ভবানী পাঁজা, মথুরাপুর (তপঃ)—অধ্যাপক আশীস সিংহ, ডায়মনডহারবার—সুরেন্দ্রনাথ গোরী, বারাসত—দ্বিজেশ চ্যাটার্জি, কাঁসরহাট—সরদার আমজাদ আলি, বিষ্ণুপুর (তপঃ)—কৃষ্ণ দুলে, কৃষ্ণনগর—নৃসিংহপ্রসাদ সরকার, উলুবেড়িয়া—অসিত গাঙ্গুলী।

নিম্নলিখিত ৭টি কেন্দ্রে প্রার্থীদের নাম পরে ঘোষণা করা হবে : আউশগ্রাম (তপঃ), ঝাড়গ্রাম (উপ), জয়নগর (তপঃ) নবদ্বীপ (তপঃ), জঙ্গীপুর, বালুরঘাট (তপঃ), রায়গঞ্জ, কলকাতা দক্ষিণ ও কাঁথি।

**বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী**

২৪ পরগনা : বরানগর—অজয়কুমার মুখার্জি। রাজারহাট—উৎপলেন্দু রায়। ভাঙ্গড়—মহম্মদ ইব্রাহিম মোল্লা। বাদুড়িয়া—হরেন্দ্রনাথ মুখার্জি। স্বরূপনগর—মহম্মদ আজিজুর রহমান। বারুইপুর—জিতেন হালদার। ক্যানিং—চন্দ্রকান্ত রায়। বর্ধমান : কুলটি—এস পি ভরম। খণ্ডঘোষ—বিমল মল্লিক। পুলসুবলী—কৃষ্ণমোহন চক্রবর্তী। আউসগ্রাম—বংশীধর সাহা। নদীয়া : নকাশিপাড়া—মণীন্দ্রচন্দ্র মণ্ডল। তেহট্ট—অজিতমোহন মল্লিক। করিমপুর—সুনীলরঞ্জন বিশ্বাস। বাঁকুড়া : বড়জোড়া—সুধাংশুশেখর তেওয়ারি। বাঁকুড়া—গিরিজাপ্রসন্ন দুবে। ওন্দা—সুবলচন্দ্র দে। মেদিনীপুর : গড়বেতা পশ্চিম—দ্বারকানাথ দে। ডেবরা—বেচুরাম হাজরা। দাঁতন—দেবেন্দ্রনাথ দাস। ভগবানপুর—অমরেশ জানা। চন্দ্রকোণা—মদনানন্দ দে। কেশিয়াড়ি—গণেশচন্দ্র সিংহ। ময়না—মাধবচন্দ্র দাস। খেজুড়ি—পরেশকান্তি দাস। পশ্চিম দিনাজপুর : কালিয়াগঞ্জ—হেমন্ত রায়। গঙ্গারামপুর—শঙ্করলাল পারিখ। দারজিলিং : ফাঁসিদেওয়া—মারিয়ানুস টিগগা। শিলিগুড়ি—অনন্ত রায়চৌধুরী। মুরশিদাবাদ : ফরাক্কা—মহম্মদ ইয়াসিন। বহরমপুর—মহম্মদ আবদুল মান্নান। ভগবানগোলা—মহম্মদ ফজলুল হক। খারগ্রাম—জিতেন্দ্রনাথ মণ্ডল। নওদা—মহম্মদ আসরফ হোসেন মল্লিতা। বহরমপুর—শ্যামপদ ভট্টাচার্য। জলপাইগুড়ি—মরনাগুড়ি—জানকীনাথ রায়। ধূপগুড়ি—বিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য। আলিপুরদুয়ার—কানাইবল্লভ গোস্বামী। রাজগঞ্জ—ইমানেশ্বর রায়। জলপাইগুড়ি—বিভূতিভূষণ সরকার। হাওড়া : বাগনান—সুকুমার মিত্র। উদয়নারায়ণপুর—জয়দেব পাত্র। উলুবেড়িয়া দক্ষিণ—কেদারনাথ দ্বিবেদী। হুগলি : জাঙ্গীপাড়া—সনাতন ভড়া। চণ্ডীতলা—মহম্মদ সায়াদ নাশের হোসেন। কলকাতা : টালিগঞ্জ—যতীন্দ্রমোহন মজুমদার। বিদ্যাসাগর—চিত্ত দাশগুপ্ত।

**সমাজবাদী সংহতির প্রার্থী**

সমাজবাদী সংহতির পক্ষ থেকে ডঃ তারাপদ বসু, বোলপুর এবং ডঃ কাশীনাথ সাহা বীরভূম লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

**বিধানসভা কেন্দ্রে**

এস এস পি'র কাশীকান্ত মৈত্র কৃষ্ণনগর পূর্ব ও ধনঞ্জয় কর গোপীবল্লভপুর, পি এস পি কাঁথি দক্ষিণ সুধীর দাস ও গোবিন্দ মাঝি আমতা সোস্যালিস্ট পার্টির অধ্যাপক সুদর্শন সিং ছাতনা ও শ্রীঅজিত বসু তারকেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

সংযুক্ত বামপন্থী গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের **দ্বিতীয় তালিকা :—**

**লোকসভা** তমলুক—অরুণা আসফ আলি (সি পি আই প্রস্তাবিত নির্দল প্রার্থী), ডায়মনডহারবার—এম এম আনিসুর রহমান (ফ ব), উলুবেড়িয়া—চন্দ্রশেখর মণ্ডল (ফ ব)।

**বিধানসভা** পশ্চিম দিনাজপুর :—কালিয়াগনজ—অমৃতলাল সরকার, ইটাহার—শচীন্দ্র চক্রবর্তী, কুমারগনজ—ডঃ রহিমউদ্দিন সরকার, বালুরঘাট—জ্যোতির্ময় চ্যাটার্জ, নদীয়া : কালিগনজ—গুরুদাস শিকদার, চব্বিশ পরগণা : বাদুড়িয়া—আখতারুল হক খান, সন্দেশখালি—গোপালচন্দ্র মণ্ডল, ভাঙ্গড়—নাসেন আলি মোল্লা, বেহালা (পশ্চিম)—বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, বেলেঘাটা (দক্ষিণ) শান্তিরঞ্জন মণ্ডল, হুগলি—জাঙ্গীপাড়া—সশীল চ্যাটার্জি, উত্তরপাড়া—গোবিন্দ চ্যাটার্জি, বলাগড়—সন্তোষকুমার ভারতী, মেদিনীপুর : দাশপুর—মধুসূদন মালিক, নরঘাট—সুরেশরঞ্জন মান্না, পটাশপুর—অনিল মহাপাত্র, পিংলা—কামাক্ষানন্দন দাশ মহাপাত্র, ডেবরা—চপল ভট্টাচার্য, ঝাড়গ্রাম—সুকুমার ঘোষ।

বাঁকুড়া—রাণীবাঁধ—নন্দিনী মুর্মু। লাঁধমান—হীরাপুর—নীতিশ শেঠ, বরবানি—হরিদাস চক্রবর্তী। আসানসোল—নিরঞ্জন ডিহিদার, ফরিদপুর—দীননাথ রায়, কেতুগ্রাম—শক্তিপদ হালদার, দুর্গাপুর—নিমাই রাউত।

উপরের সব বিধানসভা আসনগুলিতেই প্রার্থীরা সি পি আই দলভুক্ত।

**এস ইউ সি**—ফরাক্কা—সিদ্দিক হোসেন, ক্যানিং—দুলাল মণ্ডল।

**এস এস পি**—গোপীবল্লভপুর—রাজারাম সিং, নৈহাটি—রঞ্জিত দে, বাজি—রামেশ্বর তেওয়ারি, জগৎবল্লভপুর—অরুণচন্দ্র বাগ, গোয়ালপোখর—মহঃ ইশাক, কালিঘাট—শচীন রায়চৌধুরী, আলিপুরদুয়ার—শচীন পাংগুলি, মাদারিহাট—বুদ্ধেরাম মাল খেজুরি—সুনির্মল পাইক।

**ফরোয়ার্ড ব্লক**—রাজারহাট—ডঃ বিজয়লাল মজুমদার বিষ্ণুপুর (পশ্চিম)—অমরেন্দ্রনাথ মজুমদার, ডায়মনডহারবার—ক্ষেমেশ ভট্টাচার্য, জোড়াসাঁকো—ধীরেন ভৌমিক, চৌরঙ্গী—মহঃ ইয়াকুব, টালিগনজ—নলিনী গুহ, চণ্ডীতলা—সুধাংশু দাস, খানাকুল—বিষ্ণুপদ দে, আরামবাগ—ডঃ রবি রায় তারকেশ্বর—মনসারাম সামন্ত, গলসী—দেবরঞ্জন সেন।

**পি এস পি এখনও রফার আশা রাখেন**

প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের পশ্চিমবঙ্গ শাখা রাজ্যের আগামী অন্তর্বর্তী নির্বাচনে ৪টি লোকসভা আসনের এবং ২২টি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য তাঁদের দলের প্রার্থীর নাম প্রকাশ করেছেন। রাজ্যের আরও ১৩টি বিধানসভা কেন্দ্রে পি এস পি প্রার্থী দেওয়ার কথা বিবেচনা করছেন।

দলের পক্ষ থেকে যুগ্ম সম্পাদক শ্রীদ্বিজেশ দত্ত মজুমদার বৃহস্পতিবার ওই খবর দিয়ে বলেন, পশ্চিমবঙ্গে বিশৃঙ্খলা ও হামলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য তাঁরা রাজ্যের সমস্ত গণতান্ত্রিক, জাতীয়তাবাদী ও সমাজবাদী দলের ঐক্যের জন্য চেষ্টা করেছেন। শেষ পর্যন্ত সেই ঐক্য—

নবম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার

পারচেজ ও স্টোর্স ডিভিজনের প্রধান "ক্রেতার টেণ্ডারের কাগজপত্র অনুযায়ী আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশসমূহ সহ সম্পূর্ণ ট্রিপ্ড ওয়াটার প্যাণ্টের ডিজাইন, ম্যানুফ্যাকচার, অ্যাসেম্বলি, ইনস্পেকশন, টেস্টিং ও জব সাইটে ডেলিভারী এবং গ্যারাণ্টি"-এর জন্য মাদ্রাজ অ্যাটমিক পাওয়ার প্রোজেক্টের নিমিত্ত টেণ্ডার নং বি এ আর সি/সি এ পি/২৬৭১ গ্রহণের শেষ তারিখ ১৫-২-৭১ পর্যন্ত পিছাইয়া দিয়াছেন। অন্যান্য বিবরণ অপরিবর্তিত রহিয়াছে।
—ডি এ ভি পি ৬৪৫(২৩৬)/৭০—

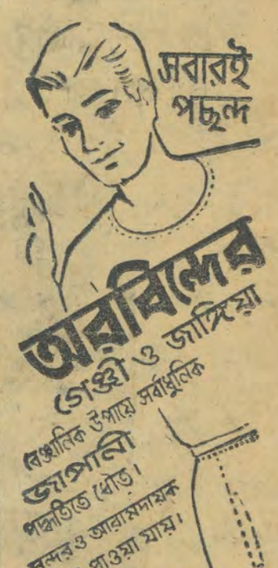


প্রাক্ রজত জয়ন্তী সপ্তাহ!
উত্তম - সাবিত্রী অভিনীত
**নিউ সিনেমা**
(প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য)
শ্রী • প্রাচী • ইন্দিরা
১২ ৩ ৬ ২ ৫ ৮ ৩ ৬ ৯
শ্যামলী (হাইহাট) ও অন্যত্র চলিতেছে

**গ্লোব** (২৩-১৭৬৯)
প্রত্যহ ৩, ৬ এবং ৮-৪৫টা
এবং রবিবার বেলা ১০-৩০টায়
টেরেন্সিয়েথ সেঞ্চুরী-ফক্সের নিবেদন
রবার্ট ইয়াংসনের সৃষ্টি :
"ফোর ক্লাউনস" (ইউ)
দুইটি একাডেমী পুরস্কার বিজয়ী!
লরেন্স হার্ভি : বা

**RAJASTHAN STATE LOTTERIES**

**৪-২-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রত্যহিক খেলার ফলাফল**

১,০০০ টাকার একটি পুরস্কার টিকিট নং C-219388 প্রত্যেকটি ৫০০ টাকার চারটি

পুরস্কার টিকিট নং D-077903 E-416720, A-127131, B-041256

অবশিষ্ট সিরিজগুলির উপরোক্ত নম্বরযুক্ত টিকিটে প্রত্যেকটি ৫০, টাকার ২০টি সান্ত্বনা পুরস্কার

**ডিরেক্টর, স্মল সেভিংস অ্যান্ড স্টেট লটারিজ, রাজস্থান, জয়পুর।**


### শুক্রবারের হকি খেলা

প্রথম ডিভিসন লীগ

কাস্টমস : আরমেনিয়ান (বি এফ সি)

পুলিশ : বি এন আর (ইস্টবেঙ্গল)

**দ্বিতীয় ডিভিসন লীগ**—মেসারারস : অরোরা (মেসারারস)। টাউন : সাউথ উইনড (টাউন); খালসা স্পোর্টিং : সি ই এস সি (ডবলিউ বি জি প্রেস)। **তৃতীয় ডিভিসন লীগ**—ইসট ক্যালকাটা : হাওড়া ইউনিয়ন (হাওড়া ইউনিয়ন); হাওড়া পুলিশ : জরজ টেলিগ্রাফ (ভবানীপুর)।

### শুক্রবারের প্রীতি ক্রিকেট

শুক্রবার গ্রীয়ার মাঠে ক্ষীরোদ ভট্টাচার্য একাদশের সঙ্গে ক্রীড়া সাংবাদিক দলের একটি প্রীতি ক্রিকেট খেলা বেলা ১১টা থেকে শুরু হবে।

# ইসট বেঙ্গলের ৬ বার ডুরানড জয়

## মোহন বাগান ২-০ গোলে পরাজিত

দিল্লি অফিস

**ইসট বেঙ্গল—২ মোহনবাগান—০**
(হাবিব—২)

**৪ ফেব্রুয়ারি—আজ দর্শকাকীর্ণ করপোরেশন স্টেডিয়ামে ডুরানড কাপের ফাইনাল খেলায় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান ক্লাবককে ২–০ গোলে পরাজিত করে—ইসট বেঙ্গল ক্লাব ডুরানড বিজয়ীর সম্মান পেয়েছে।**

এবার নিয়ে ইসট বেঙ্গল ৬ বার ডুরানড জয় করল। মোহনবাগানও অবশ্য ডুরানড বিজয়ী হয়েছে ৬ বার। তবে এর মধ্যে ১৯৬০ সালে দু দলের যুগ্ম বিজয়ীর সম্মান। ফাইনাল খেলা শেষ হবার পর চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি পুরস্কার বিতরণ করেন।

মোহনবাগান এবং ইসট বেঙ্গল—কলকাতা তথা ভারতের দুই শক্তিশালী দল এবার নিয়ে তিন বার ডুরানড ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তার মধ্যে জয়পরাজয়ের সংখ্যা সমান সমান। ১৯৬৪ সালের ফাইনালে মোহনবাগান ২—০ গোলে বিজয়ী হয়। এবার একই ফলাফলে বিজয়ী হল ইসট বেঙ্গল। আগেই বলেছি, ১৯৬০ সালে দু দল যুগ্ম জয়ের সম্মান পেয়েছিল।

উল্লেখ্য, এই মরসুমে ইসট বেঙ্গল এবং মোহনবাগান তিনবার পরস্পর মিলিত হয়েছে। দুবার কলকাতার লীগে, একবার ডুরানডে। তিনবারই ইসট বেঙ্গলের কাছে মোহনবাগানকে হার স্বীকার করতে হল।

**আজকের খেলাতেও ইসট বেঙ্গলের জয় ক্রীড়াধারার সঙ্গতিসূচক ফলাফল তো বটে, তারা বেশী গোলে জিততে পারত। খেলাটিকে নিঃসন্দেহে হাবিবের ম্যাচ বলে অভিহিত করা যেতে পারে। হাবিব প্রতি অর্ধে একটি করে গোল করে ইসট বেঙ্গলকে জয়যুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে অনবদ্য ক্রীড়াধারায় দর্শকদেরও অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছেন। মোহনবাগান মোটেই তাদের খ্যাতি অনুযায়ী খেলতে পারেনি।**

কথা উঠেছে কলকাতার লীগ চ্যাম্পিয়ন এবং আই এফ এ শীলড বিজয়ী ইসট বেঙ্গল ডুরানড জয় করে 'ট্রিপল ক্রাউন'-এর অধিকারী হল কি না।

সর্বভারতীয় ফুটবল ক্ষেত্রে তিনটি বড় প্রতিযোগিতা জয়ই 'ট্রিপল ক্রাউন'-এর অলিখিত সম্মান। কোন্ তিনটি প্রতিযোগিতা তা বাঁধাধরা না থাকলেও আই এফ এ শীলড, রোভারস কাপ এবং ডুরানড কাপ জয়ই 'ট্রিপল ক্রাউন' হিসাবে স্বীকৃত। এ পর্যন্ত ভারতের কোনো ক্লাবই এক মরসুমে এ সম্মান পায়নি। তবে এবারের মত ইসট বেঙ্গল আরও একবার লীগ জয়ের সঙ্গে দুটি বড় প্রতিযোগিতা জয় করেছে। সেটা ১৯৪৯ সালের কথা। লীগের সঙ্গে সেবার ইসট বেঙ্গল আই এফ এ শীলড এবং রোভারস কাপ জয় করেছিল।

প্রতিপক্ষের পুরোভাগ এবং রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের পা থেকে বার বার বল কেড়ে নিয়ে হাবিব প্রতিনিয়তই মোহনবাগানকে বেগ দিয়েছেন। কিন্তু তার সঙ্গে সমানভাবে তাল রেখে খেলেছেন পুরোভাগের শ্যাম থাপা, স্বপন সেনগুপ্ত ও অশোক চ্যাটার্জি এবং রক্ষণভাগে নাইম, সুনীল ভট্টাচার্য ও কাজল মুখার্জি। অপর দিকে মোহন-

হাবিব

বাগানের রক্ষণভাগে সি প্রসাদ এবং পুরোভাগে সুভাষ ভৌমিকের খেলা ছাড়া আর কারো খেলাই চোখে লাগেনি।

**গোলের বিবরণ**

খেলা আরম্ভের পর দ্বিতীয় মিনিটেই ইসট বেঙ্গলের গোলের সুযোগ নষ্ট হয়। হাবিবের দেওয়া বল গোলের মুখ থেকে অশোক চ্যাটার্জি ঠিকভাবে হেড করতে পারেন না। এরপর শ্যাম থাপার গোল করার সুযোগ মোহনবাগান ব্যাক ভবানী রায় ব্যর্থ করে দেন। দশ মিনিটে ইসট বেঙ্গল গোল করে এগিয়ে যায়। অশোক চ্যাটার্জি সুন্দর ভঙ্গিতে বল ড্রিবল করে মোহনবাগান রক্ষণভাগের মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসেন। গোলের কাছে এসে তিনি হাবিবকে বল পাস করলে হাবিব তাঁর সটে মোহনবাগান গোলরক্ষক বলাই দেকে পরাজিত করেন ১—০। পাঁচ মিনিট পরে স্বপন সেনগুপ্তর লব করা বল বলাই দে ফিসট করলে থাপা মাথায় বল পান। কিন্তু তার হেড করা বল ক্রসবারের উপর দিয়ে চলে যায়। ইসট বেঙ্গলের আক্রমণের বেগ কিছুটা সামলিয়ে মোহনবাগানও কয়েকবার পালটা আক্রমণ চালায় কিন্তু সে আক্রমণে তেমন ধার ছিল না। তাদের গোলমুখী সটও ছিল দুর্বল। ২৮ মিনিটের সময় নাইম হ্যানডবল করায় মোহনবাগান ফ্রিকিক পায়। কিন্তু ঘোষ দস্তিদারের ফ্রিকিক ক্রসবারে লেগে উপর দিয়ে চলে যায়। মোহনবাগানের লেফট আউটে পি গাঙ্গুলি কিছুই খেলতে না পারায় তাঁর যায়গায় চন্দন গুপ্তকে নামানো হয়। চন্দন গুপ্ত একবার গোলে সট করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও বাইরে সট করেন। ইসট বেঙ্গল আবার আক্রমণ চালাতে থাকে।

বিরতির পরও ইসট বেঙ্গল সমান দাপটে খেলতে থাকে। দশ মিনিটের সময় স্বপন সেনগুপ্তর ক্রসলব হাবিবের মাথায় এলে হাবিব চকিতে এমনভাবে হেড করে গোল করেন যে, মোহনবাগান গোলরক্ষক বলাই দে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে বলের দিকে চেয়ে দেখেন বল গোলে ঢুকছে ২—০। এরপর হাবিব শ্যাম থাপা ও সেনগুপ্ত সুপরিকল্পিতভাবে আক্রমণ চালিয়ে যান। কিন্তু আর কোন গোল হয় না।

**ইসট বেঙ্গল**—কমল সরকার; শান্ত মিত্র, সুনীল ভট্টাচার্য, নাইম ও সুধীর কর্মকার; প্রশান্ত সিংহ ও কাজল মুখার্জি; স্বপন সেনগুপ্ত, হাবিব, অশোক চ্যাটার্জি ও শ্যাম থাপা।

**মোহনবাগান**—বলাই দে; ভবানী রায়, কল্যাণ সাহা, সি প্রসাদ ও শঙ্করী সরকার; এস মান্না ও প্রিয়লাল মজুমদার; মহাবীর প্রসাদ, দেবী দত্ত, সুকল্যাণ ঘোষদস্তিদার, সুভাষ ভৌমিক ও প্রণব গাঙ্গুলি (চন্দন গুপ্ত)।

**রেফারি**—এস ভট্টাচার্য।

### হকি লীগ

## ৩টি খেলারই নিষ্পত্তি হয়েছে এক গোলে

স্টাফ রিপোরটার

বৃহস্পতিবার প্রথম ডিভিসন হকি লীগের ৩টি খেলার ফলাফলই মীমাংসা হয়েছে এক গোলে। গ্রীয়ার নবাগত স্পোরটিং ইউনিয়নকে ১—০ গোলে হারিয়েছে। পোরট দলের কাছে ইসটারন রেল এস সিকেও হার স্বীকার করতে হয়েছে। খালসা ব্লুজ আলেকজেনডার রেমনডের কাছে জিততে পারেনি।

**গ্রীয়ার (১) স্পোরটিং ইউনিয়ন (০)**
(এস ডি রোজারিও)

বৃহস্পতিবার ইসটবেঙ্গল মাঠে সিনিয়র ডিভিসন হকি লীগের খেলায় গ্রীয়ার ১—০ গোলে স্পোরটিং ইউনিয়নকে পরাজিত করে। বিজয়ী দলের জয়সূচক গোল করেন লেফট ইন এস ডি রোজারিও দ্বিতীয়ার্ধে ১০ মিনিটে।

**পোরট কমিশনারস (১) ইসটারন রেল এস সি (০)**
(আসলাম)

বৃহস্পতিবার মহমেডান মাঠে সিনিয়র ডিভিসন হকি লীগের খেলায় পোরট কমিশনারস ১—০ গোলে ইসটারন রেল এস সিকে পরাজিত করে। প্রথমার্ধের ১৬ মিনিটে লেফট ইন আসলাম গোল করেন এবং শেষ অবধি পোরট কমিশনারস এই এক গোলেই জয়লাভ করে।

**আলেকজানডার রেমনড (১) খালসা ব্লুজ (০)**
(এ ব্রিটো)

বৃহস্পতিবার সি এফ সি মাঠে সিনিয়র ডিভিসন হকি লীগের খেলায় আলেকজানডার রেমনড ১—০ গোলে খালসা ব্লুজকে পরাজিত করে। আলেকজানডার রেমনড সেনটার ফরোয়ারড এ ব্রিটো একার চেষ্টায় বিপক্ষ দলের কয়েকজন খেলোয়াড়কে কাটিয়ে গোল করেন।

### বিদ্যাসাগর সান্ধ্য কলেজ ১০৪ রানে জয়ী

বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে আন্তঃ কলেজ নক আউট অধ্যক্ষ এস রায় শীলডের খেলায় বিদ্যাসাগর সান্ধ্য কলেজ ১০৪ রানে দীনবন্ধু এনড্রুজ কলেজকে পরাজিত করে দ্বিতীয় রাউনড়ে উঠেছে।

**বিদ্যাসাগর সান্ধ্য—৯ উইঃ ১৭০** (পি চতুর্বেদী ৩০, এ চ্যাটার্জি ২৮, এ দত্ত ৪৭ রানে ৪ উইঃ)।

**দীনবন্ধু এনড্রুজ—৬৬** (এস সেন ৩০, পি চতুর্বেদী ৯ রানে ৫ উইঃ, পি কর্মকার ২০ রানে ২ উইঃ)।

**শুক্রবারের খেলা**

পোসট গ্রাজুয়েট : নিউ আলিপুর (বিশ্ববিদ্যালয় ৯-৪৫ মিঃ)

**ভিক্স কাশির বড়ি মুখে রাখুন-এর ছুটি ওষুধের গুণ আপনি নিজেই অনুভব করতে পারবেন! প্রত্যেকটি বড়িতে আছে ভিক্স ডোপারাবের সে-সব উপকরণ যা গলা খারাপ হলেই—আরাম এনে দেবে। বড়ি চুষে দেখুন—দ্রুত কাশির উপশম হবে।**

যখনই চান—খেয়ে চটপট আরাম পাবার জন্যে ৪টি বড়ির একটি ছোট প্যাকেট সর্ব্বদা কাছে রাখুন।

দ্রুত কাশি উপশমের বড়ি

লিনটাস-VKS. IA-90 BG



**পশ্চিমবঙ্গ সরকার**

## টেণ্ডার নোটিস

সুপারিন্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার (পি ডব্লিউ ডি), প্রেসিডেন্সী সার্কেল, নিউ সেক্রেটারিয়েট, ব্লক-সি, দ্বিতল, ১, কে এস রায় রোড, কলিকাতা-১—নিম্নবর্ণিত মত "কলিকাতার বেহালায় প্রস্তাবিত ২৫০ শয্যাযুক্ত হাসপাতাল নির্মাণ" এবং "বেহালায় ডায়মণ্ডহারবার বাই-পাস নির্মাণ"-এর জন্য তালিকাভুক্ত ১ম শ্রেণীর (পি ডব্লিউ ডি) ঠিকাদার এবং অভিজ্ঞ বাহিরের ঠিকাদারগণের (উপরোক্ত সুপারিন্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ারের পূর্ব অনুমতি লইয়া) নিকট হইতে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন:—

| ক্রঃ নং | কাজের নাম | অনুমতি ব্যয় | বায়নার পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| ১। গ্রুপ-এ | প্রধান হাসপাতাল বিল্ডিং (স্ট্রাকচারাল) | ২০,৭৮,১০০, | ২০,০০০, |
| গ্রুপ-বি | আনুষঙ্গিক কাজ (স্ট্রাকচারাল) | ১৪,৮৯,৬১৬, | ২০,০০০, |
| ২। | বেহালায় ডায়মণ্ডহারবার বাই-পাস নির্মাণ (হিউম পাইপ কালভার্ট) | ১,৫৭,৩৮০, | ৩,১৪৮, |

প্রত্যেক কাজের জন্য বায়নার টাকা একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার (পি ডব্লিউ ডি), বি ই কলেজ কনস্ট্রাকশন ডিভিশন, শিবপুর, হাওড়া-এর অনুকূলে পৃথক পৃথকভাবে জমা দিতে হইবে; উক্ত স্থান হইতে ১৯৭১ সালের ১১ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত নির্ধারিত ফী আদায় দিয়া টেণ্ডার ফরম পাওয়া যাইবে। পূর্ণ বিবরণ উক্ত অফিসে অথবা উপরোক্ত সুপারিন্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ারের অফিসে সমস্ত কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে বেলা ৪টার মধ্যে দেখা যাইবে। টেণ্ডার উপরোক্ত সুপারিন্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার কর্তৃক তাঁহার অফিসে **১৯৭১ সালের ১২ ফেব্রুয়ারী** বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত এবং তৎকর্তৃক বেলা ৩-১৫টায় খোলা হইবে।

—ডব্লিউ বি (আই অ্যান্ড পি আর) অ্যাড নং ৪৪৬(৩) আই পি আর/এ/৭১—



## পাঞ্জাব স্টেট লটারিজ

**৪-২-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল**

একটি প্রথম পুরস্কার ৫,০০০, টাকা টিকিট নং E-272548

প্রত্যেকটি ৫০, টাকার কুড়িটি দ্বিতীয় পুরস্কার

1. D-104415 2. C-449792 3. F-323179 4. B-375165 5. A-252882 6. D-035897 7. B-411420 8. E-049946 9. F-348938 10. C-185425 11. B-153376 12. F-291350 13. A-177891 14. F-371808 15. F-121259 16. D-310848 17. E-097674 18. C-044790 19. E-258861 20. D-331701

আজই আপনার টিকিট কিনুন। যে টিকিট আপনি কিনিবেন, তাহাতে দৈনিক খেলায় পুরস্কার এবং ১৫-২-৭১ তারিখে অনুষ্ঠের প্রধান খেলায় ১১,০০,০০০, টাকার প্রথম পুরস্কার এবং ৩,০০,০০০, টাকার দ্বিতীয় পুরস্কার এবং শত শত অন্যান্য পুরস্কার পাইতে পারেন।

দ্রষ্টব্য: নম্বরের কোনরূপে মুদ্রণ প্রমাদের জন্য এই ডিরেক্টরেট দায়ী নহেন।

ডিরেক্টর অব পাঞ্জাব স্টেট লটারিজ : চণ্ডীগড়



## চাই

(১) রোলিং মিল রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনায় অন্ততঃ ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ একজন জেনারেল ফোরম্যান।

(২) ইলেকট্রিক আর্ক ফারনেসে সকল প্রকার কার্বন এবং লো অ্যালয় স্টীল তৈয়ারীতে অন্ততঃ দুই বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ অ্যাসিস্ট্যাণ্ট মেল্টার।

সম্পূর্ণ বিবরণীসহ লিখুন:

**মতিলাল পদমপৎ সুগার মিলস কম্পানি (প্রাঃ) লিঃ**

পোঃ অঃ বক্স নং ৬৯, কানপুর

(ভারত)
(৭৮৮৫এ)



## মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারের আবেদন

## প্রকৃতপক্ষে আপনারাই শাসক

আসন্ন নির্বাচনে—

১। আপনার ভোট দিতে ভুলবেন না।

২। কোন ভয় বা পক্ষপাতিত্ব না করে, আপনার মনোমত প্রার্থীর পক্ষে ভোট দিন।

৩। কোন বলপ্রয়োগ বা ভীতিপ্রদর্শন অথবা হুমকিতে ভয় পাবেন না।

৪। যদি কেউ আপনাকে ঘুষ বা কোন বেআইনী পুরস্কার দিতে চায়, তবে সে আপনাকে মানুষ হিসাবে, ভারতবর্ষের আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক হিসাবে অপমান করছে।

৫। কোন ব্যক্তির দেওয়া কোন গাড়িতে চড়ে ভোটদান কেন্দ্রে যাবেন না, কারণ ভোটদানকেন্দ্র আপনার বাসস্থান থেকে সওয়া এক মাইলের (দুই কিলোমিটারের) মধ্যে। আমাদের প্রত্যেকে এইটুকু পথ অনায়াসেই হেঁটে যেতে পারি।

আপনারা যদি ভোট দিয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিদের নির্বাচিত করেন তবে দেশের যোগ্য সন্তানেরাই হবেন আমাদের জাতীয় সংসদ ও রাজ্য বিধানসভার সদস্য এবং আমাদের সরকারও হবে ভারতবর্ষ ও পশ্চিমবঙ্গের জনগণের সেবা ও মঙ্গলের কাজে উৎসর্গীকৃত সত্যিকারের একটি ভাল সরকার।

(মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারের আবেদন থেকে উধৃত)

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত


### ষষ্ঠ টেসট অমীমাংসিত

## স্টাকপোল ও চ্যাপেলের সেনচুরি

**এডিলেড, ৪ ফেব্রুয়ারি**—ইংলনড ও অসট্রেলিয়ার ষষ্ঠ ক্রিকেট টেসট ম্যাচ অমীমাংসতভবে শেষ হয়েছে। অসট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে স্ট্যাকপোল ও আইয়েন চ্যাপেল ইংলনডের বোলারদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে অসট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংস প্রায় সারাদিন ব্যাট করেন। স্ট্যাকপোল ১৩৬ রান ও আইয়েন চ্যাপেল ১০৪ রান করে ব্যাটিংয়ে অপূর্ব দৃঢ়তা প্রকাশ করেন। দিনের শেষে অসট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ উইকেটে ৩২৮ রান হয়।

৬টি টেসট ম্যাচের মধ্যে পাঁচটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে ও ইংলনড ১টি টেসটে বিজয়ী হয়ে টেসট পর্যায়ে ১—০ খেলায় এগিয়ে আছে। আগামী শুক্রবার থেকে সপ্তম বা শেষ টেসট ম্যাচ আরম্ভ হবে। ঐ খেলা ৬ দিনব্যাপী হবে। সুতরাং আশা করা যায়, ঐ খেলায় মীমাংসা হবে। ঐ খেলায় অসট্রেলিয়া ষষ্ঠ টেসটে যেমন খেলেছে সেরকম যদি খেলে ইংলনডের পক্ষে এ্যাসেজ পাওয়া সম্ভব হবে না।

দ্বিতীয় উইকেটে স্ট্যাকপোল ও আইয়েন চ্যাপেল ২০২ রান সংগ্রহ করাতেই অসট্রেলিয়ার পক্ষে ষষ্ঠ টেসট অমীমাংসিতভাবে শেষ করা সম্ভব হয়েছে।

**টেসট স্কোর**

ইংলনড প্রথম ইনিংস:—৪৭০ রান
অসট্রেলিয়া প্রথম ইনিংস:—২৩৫ রান
ইংলনড দ্বিতীয় ইনিংস:—৪ উইঃ ২৩৩ রান

**অসট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইংনিস**

| | |
|---|---|
| স্ট্যাকপোল ব স্নো | ১৩৬ |
| লরি ক নট ব উইলিশ | ২১ |
| ইয়ান চ্যাপেল ক উইলিশ ব আনডারউড | ১০৪ |
| আই রেডপাথ নট আউট | ২১ |
| ডি ওয়ালটারস নট আউট | ৩৬ |
| অতিরিক্ত | ১০ |
| মোট (৩ উইঃ) | ৩২৮ |

**উইকেট পতন:**—১।৬৫, ২।২৬৭, ৩।২৭১।

**বোলিং:**— স্নো ১৭-৩-৬০-১; লেভার ১৭-৪-৪৯-০; উইলিশ ১৩-১-৪৮-১; ইলিংওয়ারথ ১৪-৭-৩২-০; আনডারউড ৩৫-৭-৮৫-১; ডলিভেরা ১৫-৪-২৮-০; ফ্লেচার ৪-০-১৬-০;

—রয়টার

## সপ্তম টেসটে লরি বাদ

**সিডনী, ৪ ফেব্রুয়ারি**—আগামী শুক্রবার থেকে সিডনী মাঠে ইংলনড ও অসট্রেলিয়ার সপ্তম বা শেষ ক্রিকেট টেসট ম্যাচ খেলা হবে। ঐ খেলায় অসট্রেলিয়া দল থেকে অধিনায়ক ডবলিউ লরিকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁর পরিবর্তে দলের সহ-অধিনায়ক ইয়ান চ্যাপেলকে অধিনায়ক করা হয়েছে। তা ছাড়াও, দলের আরও তিনজনকে বাদ দেওয়া হয়েছে—ফাস্ট বোলার এলান টমসন, স্পিন বোলার এ্যাসলে ম্যালেট ও জনী গ্লীসন। তাঁদের পরিবর্তে দলভুক্ত করা হয়েছে ভিকটোরিয়ার ওপনিং ব্যাটসম্যান কেন ইসটউড, স্পিন বোলার টেরি জেনার ও ব্যাটসম্যান পল শীহানকে। নীচে মনোনীত ১২ জন খেলোয়াড়ের নাম দেওয়া হল :

ইয়ান চ্যাপেল (অধিনায়ক), ইয়ান রেডপাথ (সহ-অধিনায়ক), গ্রেগ চ্যাপেল, টোনি ডেল, কেন ইসটউড, টেরি জেনার, ডেনিস লিলসে, রড মারক, কেরি ও'কিফ, পল শীহান, কিথ স্ট্যাকপোল, ডাগ ওয়ালটারস।

—রয়টার

## ভারতীয় ক্রিকেট দল জামাইকাতে

কিংসটন, ৪ ফেব্রুয়ারি—গতকাল ওয়েসট ইনডিজ ভ্রমণকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলের ১৬ জন খেলোয়াড় জামাইকাতে এসে পৌঁছিয়েছে। তার আগের দিন রাতে তাঁরা নিউ ইয়রকে ঠিক সময় বিমান ধরতে না পারায় বিলম্বে জামাইকাতে এসেছেন। এই বিলম্বের ফলে একদিন নেট প্রাকটিশ করতে পারেন নি আজও পারবেন না, কারণ তাঁদের খেলার ব্যাট ইত্যাদি এসে এখনও পৌঁছয়নি। শুক্রবার তাঁরা প্রথম চারদিনব্যাপী খেলায় জামাইকো দলের সঙ্গে খেলবে।

ভারতীয় দল ১৯ এপরিল পর্যন্ত ওয়েসট ইনডিজে থাকবেন ও তার মধ্যে ৫টি টেসট ম্যাচ ও ৬টি প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ খেলবেন।

—রয়টার

## স্পোরটিং ইউনিয়ন কোয়ারটার ফাইনালে

স্টাফ রিপোরটার

বৃহস্পতিবার সি এ বি সিনিয়র নক আউট ক্রিকেটে স্পোরটিং ইউনিয়ন ৯১ রানে ইয়ং বেঙ্গলকে হারিয়ে কোয়ারটার ফাইনালে ইসটারন রেলের সঙ্গে খেলবে। স্পোরটিং দলের ২৮৩ রানের উত্তরে ইয়ং বেঙ্গল ১৯২ রান তোলে। স্পোরটংয়ের অম্বর রায় প্রশংসনীয় ব্যাট করে ১২৪ রান করেন। ইয়ং বেঙ্গলের রবি চক্রবর্তী শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী স্পোরটিংয়ের বিরুদ্ধে দৃঢ় হস্তে ব্যাট করে ১৪টি বাউনডারি ও ১টি ওভার বাউনডারির সাহায্যে ১০০ রানে অপরাজিত থাকেন।

**অসীম গাঙ্গুলির সেনচুরি**

জুনিয়র নক আউটের দুটি তৃতীয় রাউনডের খেলায় বেলগাছিয়া ইউনাইটেড ২৬ রানে ফ্রেনডস স্পোরটিংকে এবং বরিষা ১৪০ রানে স্টার স্পোরটিংকে হারিয়ে কোয়ারটার ফাইনালে ওঠে। পরের খেলায় বিজয়ী বেলগাছিয়া দল ইউনাইটেড ক্লাব ও ব্যাটরার বিজয়ীর সঙ্গে খেলবে। বরিষার অসীম গাঙ্গুলী স্টার স্পোরটিংয়ের বিরুদ্ধে ১০৯ রান করে প্রশংসা অর্জন করেন।

**সিনিয়র নক আউট**

স্পোরটিং ইউনিয়ন—২৮৩ (অম্বর রায় ১২৪, এন ব্যানারজি ৬৪, টি ঘোষ ৩৪, ডি রায় ৬৩ রানে ৪ উইঃ)। ইয়ং বেঙ্গল—১৯২ (আর চক্রবর্তী ১০০ নঃ আঃ, এস রায় ৪২, অম্বর রায় ৫৯ রানে ৩ উইঃ)। স্পোরটিং ৯১ রানে জয়ী।

**জুনিয়র নক আউট**

বেলগাছিয়া ইউনাইটেড—২৫৩ (কে বিশ্বাস ১৪৩, পি আচার্য ৪৫ রানে ৭ উইঃ)। ফ্রেনডস স্পোরটিং—২২৭ (বি দেশাই ৫৫, পি আচার্য ৪৫)। বেলগাছিয়া ২৬ রানে জয়ী। বরিষা—৩৩২ (অসীম গাঙ্গুলী ১০৯)। স্টার স্পোরটিং—১৯২ (কে ভট্টাচার্য ৪০, অমর সেন ৪৫)। বরিষা ১৪০ রানে জয়ী।


**চন্দ্রাভিযানে অ্যাপোলো-১৪**

প্রতিদিনের ঘটনাক্রমের সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন ভয়েস অব আমেরিকার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

**ভয়েস অব আমেরিকা**

আপনার কাছে পৌঁছে দেয় বিশ্বের সাম্প্রতিকতম জ্ঞাতব্য সংবাদ আর যুগান্তকারী ঘটনার কথা—

**বাংলা-অনুষ্ঠান**

প্রতিদিন রাত ৯-৩০ মিঃ থেকে ১০-৩০ মিঃ পর্যন্ত

| শর্টওয়েভ মীটার ব্যাণ্ড | | কিলোসাইক্‌ল্‌স্ |
|---|---|---|
| ১৩, ১৯, ২৫ ও ৩১ | যথাক্রমে | ২১৪৬৫, ১৫৩৯৫ |
| মিডিয়ম-ওয়েভ | | ১১৭৩০ ও ৯৬৪০ |
| ১৯০ মীটার | | ১৫৮০ |



**স্কুইব® এবার এনেছে**

**ম্যাগনোমিন্ট®**

**পিপারমেন্টের স্বাদগন্ধভরা, সমরূপ মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়া**

এক চুমুক খেয়ে দেখুন···কী চমৎকার স্বাদ—হ্যাঁ, পিপারমেন্টের গন্ধই ত' বটে! (খড়ি বা বালির মত বিস্বাদ নয়) বচ্চারাও পছন্দ করবে এর তাজা, পিপারমেন্টের গন্ধ। আপনারো ভালো লাগবে। এক চামচে খান না···কেমন মাখনের মত—সমরূপ, বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি হয় বলেই! ম্যাগনোমিন্ট নিরাপদ ও সুন্দর ভাবে কাজ করে। পাওয়া যায় তাড়াতাড়ি নিশ্চিত আরাম।

ম্যাগনোমিন্ট নিন—কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্বল, পিত্তবিকার আর বুকজ্বালায় চটপট সুনিশ্চিত আরাম পাবেন।

**ম্যাগনোমিন্ট®**

SQUIBB SARABHAI CHEMICALS নির্ভরযোগ্য আরামদায়ক

© চিহ্ন ই.আর. স্কুইব অ্যাণ্ড সন্স এর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক যার কে পি পি এস লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবহারকারী।

Shilpi-HPMA 40 A/70 Bng.

পুনা, ৪ ফেব্রুয়ারি—আজ সন্ধ্যায় এখান থেকে প্রায় সাত কিলোমিটার দূরে কিরকিতে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বিস্ফোরক পদার্থের কারখানায় একটি ভবন ধসে পড়ার ফলে এক বিস্ফোরণ ঘটে এবং তাতে বহু ব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

—ইউ এন আই


## পাঞ্জাব স্টেট লটারিজ

৩-২-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল

একটি প্রথম পুরস্কার ৫,০০০, টাকা, টিকিট নং B-282075

প্রত্যেকটি ৫০, টাকার কুড়িটি দ্বিতীয় পুরস্কার

1. A-050782 2. A-469720 3. A-184017 4. F-211245 5. B-317528 6. B-046880 7. F-302786 8. C-169315 9. B-421310 10. E-211566 15. F-++ (Repl.) 11. E-042800 12. D-417913 13. A-397963 14. A-249655 15. F-276325 16. C-388226 17. D-211161 18. C-002947 19. E-335020 20. F-382716.

আজই আপনার টিকিট কিনুন। যে টিকিট আপনি কিনিবেন, তাহাতে দৈনিক খেলার পুরস্কার এবং ১৫-২-৭১ তারিখে অনুষ্ঠেয় প্রধান খেলার ১১,০০,০০০, টাকার প্রথম পুরস্কার এবং ৩,০০,০০০, টাকার দ্বিতীয় পুরস্কার এবং শত শত অন্যান্য পুরস্কার পাইতে পারেন।

দ্রষ্টব্য : নম্বরের কোনরূপ মুদ্রণ প্রমাদের জন্য এই ডিরেক্টরেট দায়ী নহেন।

ডিরেক্টর অব্ পাঞ্জাব স্টেট লটারিজ : চণ্ডীগড়


## শিলচরে লক্ষ লোকের সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী

শিলং ৪ ফেব্রুয়ারি—ডাক ও তার বিভাগের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ননগেজেটেড কর্মীদের ধর্মঘট চলছে বলে আজ আসামে শ্রীমতী গান্ধীর নির্বাচনী সভার খবর কার্যত বের হয়নি। আগরতলা এবং শিলচর ও ডিবরুগড়ে প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় বিপুল লোক হয়।

পুলিশের কাছ থেকে যা খবর এসেছে, তা হলঃ শিলচরের সভায় লক্ষ লোক হয়। সেখান থেকে তিনি ডিবরুগড়ে গিয়ে জনসভায় ভাষণ দেন। বিশদ কোন খবর পাওয়া যায়নি। সভা শান্তিপূর্ণ ছিল। আগামীকাল তিনি জোড়হাট নওগাঁ, গৌহাটি, বড়পেটা ও ধুবড়িতে সভা করবেন।

শনিবার সকালে তিনি যাবেন।

—ইউ এন আই

## সাতের নামতা — গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও সুবোধ দাশগুপ্ত

## আজ আকাশ মেঘলা থাকবে

স্টাফ রিপোরটার

আজ শুক্রবার আকাশ মেঘলা থাকবে। সকালে কুয়াশা হতে পারে। রাতে শীত কমবে।

বৃহস্পতিবার কলকাতা ও আশপাশ অঞ্চলে তাপমাত্রা ছিল সর্বোচ্চ ২৮·৩ ডিঃ সেঃ বা ৮২·৯৪ ডিঃ ফাঃ, সর্বনিম্ন ১৩·৬ ডিঃ সেঃ বা ৫৬·৩ ডিঃ ফাঃ বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বাধিক শতকরা ৯৩ ভাগ ও সর্বাল্প ৪৯ ভাগ, বৃষ্টি হয়নি।

## RAJASTHAN STATE LOTTERIES

৩-২-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত

প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল

১,০০০, টাকার একটি পুরস্কার টিকিট নং E-097391 প্রত্যেকটি ৫০০, টাকার চারটি পুরস্কার টিকিট নং A-032998, B-460777, C-291714, D-209026. অবশিষ্ট সিরিজগুলির উপরোক্ত নম্বরযুক্ত টিকিটে প্রত্যেকটি ৫০ টাকার ২০টি সান্ত্বনা পুরস্কার

ডিরেক্টর, স্মল সেভিংস অ্যান্ড স্টেট লটারিজ, রাজস্থান, জয়পুর।



সারের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মেটাবার জন্যে

ইউরিয়া

এফ. সি. আই বিদেশ থেকে ইউরিয়া সার সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন

আমাদের সঙ্গে অথবা নিকটবর্তী এফ. সি. আই ডিলারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

দি ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ
ইস্টার্ন মার্কেটিং জোন, লিন্ডসে স্ট্রীট/কলিকাতা-১৬
ফোন: ২৪-৭০৪১

adarts/71


## দুদিনে ৭জন নিহত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মৃতের নাম শিবশঙ্কর সিং। উভয়েই সি পি আই এম-এর সমর্থক বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়।

এছাড়া সন্ধ্যায় নিমতলা ঘাট স্ট্রিটে একটি যুবককে লক্ষ্য করে পাইপ গান চালানো হয়। তবে, গুলি তার গায়ে লাগেনি।

এদিন সকালে শ্যামনগরে একটি কিশোরের মৃতদেহ পাওয়া যায়। গলাকাটা অবস্থায়।

বৃহস্পতিবার কলকাতার বেলেঘাটা ও শ্যামপুকুর এলাকায় পুলিশ গুলি চালায়। এছাড়া বিজয়গড় এবং কসবা থেকেও পুলিশের গুলি চালাবার খবর পাওয়া যায়।

বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে কুমারটুলি এলাকায় দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে এক সংঘর্ষে প্রচুর বোমাবাজি হয়। ঘটনাস্থলে গেলে পুলিশও আক্রান্ত হয়।

**বুধবার চারজন নিহত**

বুধবার কলকাতায় তিনজন নিহত হন—দুজন বেলেঘাটায় পুলিশের গুলিতে এবং একজন কাশীপুরে বোমার ঘায়ে। এছাড়া দক্ষিণ শহরতলি পূর্ব পুটিয়ারি রোডে এক যুবকের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ পাওয়া যায়।

ওই রাত্রে টালিগঞ্জ বাজারের কাছে পুলিস কনস্টেবল শ্রীগোঁসাই দাস ছুরিকাহত হন। সন্ধ্যায় নারকেলডাঙ্গা মেন রোডে একটি সিনেমার কাছে দুবৃত্তদের বোমার ঘায়ে সি আর পি'র দুজন পুলিশ আহত হন। তাঁদের পুলিশ হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

বুধবার গভীর রাত্রে পুলিশ লী রোডে ট্যাকসির মধ্য থেকে একটি যুবতীকে উদ্ধার করে। ওখানে এক রাউনড গুলি চলে। বৃহস্পতিবার ও বুধবার দমদম এলাকা থেকে দুজন কংগ্রেস সমর্থককে অপহরণের অভিযোগ পাওয়া যায়।

**কাশীপুরে বোমার ঘায়ে মৃত্যু**

বুধবার ভোরে কাশীপুরে পরমাণিক ঘাট রোড এলাকায় দুই দলে সংঘর্ষের সময় শ্রীনিধু কাহার (৫০) নামে এক ব্যক্তি বোমার ঘায়ে আহত হন এবং পরে হাসপাতালে মারা যান। তিনি স্থানীয় চটকলের শ্রমিক ছিলেন। এ ব্যাপারে পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

**যাদবপুরে সংঘর্ষ, গুলি**

বৃহস্পতিবার সকালে যাদবপুর থানা এলাকার বিজয়গড়ে সি পি এম ও কংগ্রেস সমর্থক দু দলের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। অভিযোগ বোমা পটকা ও ইট পাথর বেপরোয়া ব্যবহার করা হয়। পুলিশ অবস্থা আয়ত্তে আনতে ২ রাউনড গুলি চালায়। এ সম্পর্কে তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়।

এ দিন কসবা থানা এলাকায় একদল টহলদার পুলিশ আক্রান্ত হয়। পুলিশ ৩ রাউনড গুলি ছোঁড়ে ৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ ছাত্র পরিষদের সম্পাদক শ্রীস্বপনকুমার বসু এক বিবৃতিতে অভিযোগ করেন, একদল সি পি এম সমর্থক ছাত্র পরিষদে কর্মীদের উপর আক্রমণ করে। ৫ জন আহত হয়েছেন।

**পূর্ব পুটিয়ারিতে যুবকের মৃতদেহ**

বুধবার সকালে নিউ টালিগঞ্জ পূর্ব পুটিয়ারি রোডে শ্রীনিতাই বণিক (১৮) নামে একটি যুবকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। তার দেহে একাধিক ছুরিকাঘাতের চিহ্ন ছিল।

**টালিগঞ্জে কনস্টেবল ছুরিকাহত**

গোঁসাই দাস নামে বিয়াল্লিশ বছর বয়স্ক টালিগঞ্জ থানার এক কনস্টেবল বুধবার রাত্রে ছুরিকাহত হন।

**শ্যামনগরে মৃতদেহ**

নিজস্ব প্রতিনিধি জানান, এদিন সকালে জগদ্দল থানার শ্যামনগরে বাসুদেব কলোনীতে একটি খালের ভিতর মাটিতে পোঁতা অবস্থায় একটি গলাকাটা মৃতদেহ পাওয়া যায়। মৃতের নাম বিমান চৌধুরী (১৬)। পুলিশ সূত্রে প্রকাশ, মৃত যুবক ফরোয়ারড ব্লকের সমর্থক।

এদিন সকালে শেঠবাগান অঞ্চলে সি পি এম ও নকশাল সমর্থকদের মধ্যে কয়েক প্রস্থ বোমাবাজি চলে। একজন ছুরিকাহত হন।

**ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ছুরিকাহত**

বুধবার সকালে দমদমের জপুর রোডে মোটর মেসিনারিজ ম্যানুফাকচারিং কোমপানি লিমিটেডের শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি শ্রীরবীন চক্রবর্তী নকশালপন্থীদের হাতে ছুরিকাহত হন।

**বারাসতে পুলিশ কনেসটবল বোমায় আহত**

নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, বৃহস্পতিবার দুপুরে বারাসত থানা এলাকায় ভাতরা পল্লীতে তল্লাসি চালানোর সময় বোমার আঘাতে একজন পুলিশ কনেসটবল আহত হন। নাম শ্রীশৈলেন পাত্র। এস এ পি থারড ব্যাটেলিয়ানের কর্মী। তাঁকে শেঠ সুখলাল কারনানি হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

**বারাসত বনধ, গুলিতে তিনজন আহত**

আগের দিন মারকসবাদী কমিউনিস্ট পারটির লোক্যাল কমিটির সম্পাদক বিনয় ঘোষ গুলিতে নিহত হওয়ায় বুধবার বারাসত বনধ পালন করা হয়। ফলে সমস্ত দোকান-পাট, হাট-বাজার, স্কুল-কলেজ, কয়েকটি রুটের বাস ও অন্যান্য যানবাহন বন্ধ থাকে। এদিন নিহত শ্রীঘোষের শোক মিছিল থেকে ফেরার পথে তিনজন সি পি এম সমর্থক গুলিতে গুরুতর আহত হন। তাঁদের নাম শ্রীসুভাষ রায়চৌধুরী, শ্রীরঞ্জেশ্বর চ্যাটারজি ও শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য। হৃদয়পুরের কাছে লেবেল ক্রসিং-এর পাশে কিছু অজ্ঞাতনামা লোক এই অতর্কিতে গুলি চালায়। আহতদের বাঙ্গুর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আহতদের একজনের হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে বলে খবর ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এ ব্যাপারে সরকারী সমর্থন পাওয়া যায়নি।

**নবদ্বীপে পুলিশ নিহত**

নিজস্ব প্রতিনিধি জানান, মঙ্গলবার রাত্রে নবদ্বীপ শহরে ছুরিকাঘাতে একজন পুলিশ কনেসটবল নিহত হয়েছেন। নিহত পুলিশ কর্মীর গায়ে বাইশ জায়গায় ছুরিকাঘাত করা হয়। হাসপাতালে যাওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

**শ্যামনগর বন্ধ**

নিজস্ব প্রতিনিধি জানান, বুধবার সি পি এম-এর সমর্থক বলে বর্ণিত অমিতাভ রায়ের হত্যার প্রতিবাদে শ্যামনগরে বনধ পালিত হয়। সি পি এমের পক্ষ থেকে এই বনধের ডাক দেওয়া হয়। এদিন দোকান পাট, বাজার ইত্যাদি বন্ধ ছিল বলে জানা যায়। বাস এবং অন্যান্য যানবাহন চলেছিল বলে পুলিশ জানায়।

**ঘাটালে একজন বড় ব্যবসায়ী খুন**

নিজস্ব সংবাদদাতা

মেহিনীপুর, ৩ ফেব্রুয়ারি—গতকাল রাত্রে শ্রীসুধীর পাল নামে ঘাটালের একজন বড় ব্যবসায়ী তাঁর বাড়িতে অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ীদের হাতে নিহত হয়েছেন। এই হত্যার কিনারার উদ্দেশ্যে পুলিশ কুকুরের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। শ্রীপাল মেদিনীপুর জেলা পরিষদের একজন প্রাক্তন সদস্য।

**জলপাইগুড়িতে বেকারি ম্যানেজার খুন**

নিজস্ব সংবাদদাতা

মুগগুড়ি, (জলপাইগুড়ি), ৩ ফেব্রুয়ারি—জলপাইগুড়ি শহরের একটি বেকারির ম্যানেজার শ্রীনরেন দাস, গত সন্ধ্যায় মোহিত নগরে তাঁর বাড়ির কাছে নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন। জলপাইগুড়ি ও মোহিত নগর রেল স্টেশনের মধ্যে রেল লাইনের কাছে তাঁর দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। হাসপাতালে নিয়ে এলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। মৃতের মাথার দুদিকেই আঘাতের চিহ্ন ছিল।

**দুর্গাপুরে বোমার ঘায়ে জখম**

নিজস্ব প্রতিনিধি

দুর্গাপুর, ৩ ফেব্রুয়ারি—গত রাত্রে এখানে সি পি এম সমর্থক বলে অভিহিত শ্রীসতীশচন্দ্র সান্যাল নামে এক ব্যক্তি বোমার ঘায়ে আহত হয়েছেন। আশংকাজনক অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

**বোমায় জখম সি পি এম কর্মীর হাসপাতালে মৃত্যু**

চুঁচুড়া থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, সি পি এম কর্মী শ্রীঅবনী ভট্টাচার্য বুধবার রাত্রে হুগলি ইমামবাড়া হাসপাতালে মারা গিয়েছেন। আগের দিন রাত্রে তিনি মগরা যাওয়ার পথে বাসের মধ্যে বোমার ঘায়ে আহত হন।

**সি পি এম-র নির্বাচনী মিছিলের উপর হামলা**

নিজস্ব সংবাদদাতা

জলপাইগুড়ি, ৪ ফেব্রুয়ারি—গতকাল সন্ধ্যায় এখানে সি পি এম-এর একটি নির্বাচনী মিছিল উগ্রপন্থীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। নির্বাচনী মিছিলে উগ্রপন্থীদের হামলা এই প্রথম ঘটল।

প্রকাশ যে, সি পি এম সমর্থকদের এক বিরাট মিছিল জলপাইগুড়ি শহরের কাছে বসুপাড়ায় পৌঁছলে নকশালপন্থী বলে অভিহিত কিছু যুবক ওই মিছিলের উপর বোমা ছোড়ে। এই নিয়ে দু' দলের মধ্যে এক সংঘর্ষ ঘটে। পরে উগ্রপন্থীরা পালিয়ে যায়। ঘটনায় কেউ আহত হননি।

**বোমার মশলা উদ্ধার**

গত মঙ্গলবার পুলিশ স্থানীয় একটি বে-সরকারী ছাত্রাবাসে তল্লাসি চালিয়ে বোমা তৈরির প্রচুর মাল মশলা অ্যাসিড, মাও সাহিত্য ও দেশব্রতীর কিছু সংখ্যা উদ্ধার করে। পুলিশ আসার আগেই ছাত্ররা আবাসস্থল থেকে সরে পড়ে।

**সি পি এম কর্মী আহত**

আলিপুর দুয়ারের অন্তর্গত জিলপুর অঞ্চলে শ্যামল কুণ্ডু নামক জনৈক সি পি এম কর্মী নির্বাচনী কাজে ব্যস্ত থাকার সময় কিছু ব্যক্তি তাকে ছোরা মারে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে, প্রকাশ ওই ব্যক্তি আগে সি পি আই এম এল-এর দলে ছিলেন।

**অ্যাসিড বালব লেগে আহত**

বহরমপুর থেকে সংবাদদাতার খবর : বুধবার সন্ধ্যায় খাগড়া এলাকায় দুজন সি পি আই কর্মী যখন দেওয়ালে লিখছিলেন তখন অ্যাসিড বালব লেগে তাঁদের একজন গুরুতরভাবে আহত হন। আহত সি পি আই কর্মী প্রাক্তন কমিউনিসট এম এল এ ও এবারের নির্বাচন প্রার্থী শ্রীসনৎ রাহার বড় ছেলে।

**বাস ভস্মীভূত**

সিউড়ির সংবাদদাতার খবর : শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতনের মাঝামাঝি এক জায়গায় বিশ্বভারতীর একটি বাস ও দুটি জীপে কয়েকজন দুষ্কৃতকারী আগুন লাগিয়ে দেয়। ফলে বাসটি সম্পূর্ণরূপে পুড়ে যায় ও জীপ দুটি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

**সংবাদদাতার বাড়ি আক্রান্ত**

দুর্গাপুর থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি জানান যে, বুধবার রাত্রে কলকাতার একটি বাংলা দৈনিকের স্থানীয় সংবাদদাতার বাড়িতে বোমা নিয়ে আক্রমণ করা হয়। সরকারীসূত্রের ওই খবর উদ্ধৃত করে জানানো হয়েছে যে, ওই সময় সংবাদদাতা তাঁর বাড়িতে ছিলেন না। কেউই আহত হননি। ঘটনার পর দুই কংগ্রেস ও সি পি এম নেতারা সংবাদদাতার বাড়িতে যান ও ওই ঘটনার নিন্দা করেন।

**কৃষ্ণনগর-রাণাঘাট-কালনা রুটে বাস ধর্মঘট**

আমাদের শান্তিপুর সংবাদদাতা জানান, মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে কৃষ্ণনগর-রাণাঘাট-কালনা রুটের বাস কর্মীরা অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু করেছেন। ওই দিন সকালে শান্তিপুর কলেজের সামনে কয়েকজন ছাত্র একজন বাস কর্মীকে মারধর করে বলে অভিযোগ করে তারই প্রতিবাদে বাস কর্মীরা এই ধর্মঘটে নেমেছেন।

**১২ জুলাই কমিটির সভায় বোমা ফেলার অভিযোগ**

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বর্ধমান টাউন হলে ১২ জুলাই কমিটির আয়োজিত এক জনসভা চলার সময় সভামঞ্চে বোমা ফেলা হয় বলে ১২ জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক শ্রী কে জি বসু অভিযোগ করেন।

শ্রীবসু বলেন, বাইরে থেকে দুষ্কৃতকারীরা বোমা ফাটিয়ে পালিয়ে যায়। ওই সময় সভামঞ্চে ছিলেন শ্রীভবতোষ রায় ও শ্রীশান্তি ভট্টাচার্য প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। পুলিশের সঙ্গে যোগসাজসে বর্ধমান শহরে তাঁদের প্রত্যেকটি সভায় এই সব ঘটনা ঘটছে বলে শ্রীবসু অভিযোগ করেন।

## রবিবার মিলিটারি নামছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিরোধিতা করে কিছু কিছু বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে। এর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে জনৈক সরকারী মুখপাত্র বলেন যে, এর আগে ছোট বড় প্রায় সব দলই বিশেষ করে অধিকাংশ বামপন্থী দলই পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রত্যাহার করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী করেছিলেন। সেই অনুযায়ী কেন্দ্র থেকে এ রাজ্যেও অন্তর্বর্তী নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কোন কোন অঞ্চলে হাঙ্গামা ও গোলমাল এখনও চলেছে। অবস্থা এমন যে, নির্বিঘ্নে নির্বাচন হবে কি না সে সম্বন্ধে কোন কোন মহলে কথা উঠেছে। অথচ কেন্দ্র চান পশ্চিমবঙ্গে নির্বিঘ্নে নির্বাচন সম্পন্ন হোক এবং এমন অবস্থা থাকুক যাতে জনসাধারণ নিরুদ্বিগ্ন মনে ভোট দিতে পারেন। জনসাধারণের এই ইচ্ছা পূরণের জন্যই শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও অসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য মিলিটারির সতর্কতামূলক ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যাঁরা প্রকৃত নির্বাচনকামী তাঁরা এর প্রতিবাদ করবেন কেন বুঝে ওঠা মুশকিল।

**কাশীপুরে স্বরাষ্ট্র সচিব**

কাশীপুর, বরানগর ও অন্যান্য যে সব এলাকায় ক্রমাগত হাঙ্গামা ও হামলা চলছে সেই সব এলাকার পুলিশী ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করতে হবে।

বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রী বি আর গুপ্ত সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ওই মন্তব্য করেন।

এদিন প্রাক্তন শ্রমমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণপদ ঘোষ এবং শ্রী কে জি বসু মহাকরণে এসে স্বরাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অভিযোগ করেন যে, গত কয়েক দিন ধরে বিরোধী কোন কোন দলের সমর্থক ও সমাজবিরোধীরা সি পি এম-এর সমর্থকদের উপর হামলা চালাচ্ছে। এমন কি সি পি এম-এর নির্বাচনী অফিসেও হামলা হয়েছে। তাঁরা স্বরাষ্ট্র সচিবকে সরেজমিনে এর তদন্ত করতে অনুরোধ জানান।

ওই অনুরোধ অনুযায়ী স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রী গুপ্ত শ্রী ঘোষ ও শ্রী বসুর সঙ্গে কাশীপুরে গিয়ে সেখানকার অবস্থা দেখে আসেন। পুলিশের ডি সি নরথ শ্রীবিভূতি চক্রবর্তীও তাঁর সঙ্গে ছিলেন।


স্বাস্থ্যবান হউন এবং সুখী জীবন উপভোগ করুন

নবযৌবন, তেজস্বিতা, স্নায়ুপীড়া, অকালবার্ধক্য, শক্তিহীনতা, স্নায়বিক দুর্বলতা এবং এরূপ অন্যান্য রোগের জন্য অভিজ্ঞ, জীবনীশক্তি বিশেষজ্ঞ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ডাঃ জেড্. এম সাহেব, জি সি এস এফ এইচ এম এণ্ড আর বি আই এস এম বি-এর সহিত স্বয়ং সাক্ষাৎ করুন। বিশেষত্ব—আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা। বিশেষ ঔষধ এবং ইন্‌জেকশন ছাড়া, আধুনিকতম যন্ত্রগুলি দ্বারাও দুর্বলতা ও স্নায়বিক বৈকল্যের চিকিৎসা করা হয়। ওরিয়েণ্টাল ডিস্‌পেনসারী রেজিঃ। ১০৩ হ্যারিসন রোড। (গ্রেস সিনেমার প্রায় অর্ধ ফার্লং পশ্চিমে)। ৩৪-১১৫৮ সময়—৯—১২টা বৈকাল ৫—৮টা। রবিবার বৈকালে বন্ধ। প্রথমে ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে দেখা করা একান্ত দরকার।



কাটপীস ক্লথ মার্চেণ্ট এবং লগ্নীকারীদিগের জন্য প্রকৃত সুযোগ

বোম্বাইতে ডাঃ আম্বেদকর রোড, দাদার, বোম্বাই-১৪

ঠিকানাস্থ ভারতের বৃহত্তম কাটপীস কেন্দ্র

নিউ হিন্দমাতা ক্লথ মার্কেটে

মালিকানা ভিত্তিতে দোকান ও গুদাম পাওয়া যাইবে।

— সঙ্গে সঙ্গে দখল দেওয়া হইবে —

বিস্তারিত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

PATEL BUILDERS at site or Office : 603, Churchgate Chambers, 5, Marine Lines, BOMBAY-20

(৭৯২৭এ)


## রিজিওনাল এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ঃ দুর্গাপুর

### নোটিস

বি ই প্রথম বার্ষিক হইতে বি ই চতুর্থ বার্ষিক ছাত্রদের (১৯৬৯-৭০) "সার্কিট থিওরি" ও "মেটালার্জি অব আয়রন অ্যান্ড স্টীল ১" সহ দ্বিতীয় সিমস্টার পরীক্ষা ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখে আরম্ভ হইবে।

নূতন প্রথম বার্ষিক (১৯৭০-৭১) এবং এম-টেক্ ছাত্রদের ক্লাস ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখে আরম্ভ হইবে।

সমস্ত ছাত্রকে (১) পাসপোর্ট সাইজের দুইখানি ফটোগ্রাফ এবং (২) পূর্বে আদায় দেওয়া না হইয়া থাকিলে ১০০, টাকার মেস অ্যাডভান্স এবং অন্যান্য কোন বকেয়া পাওনা থাকিলে তাহা সহ ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখে হাজির হইতে হইবে।

কোন ছাত্র এখনও অঙ্গীকার-পত্র দাখিল না করিয়া থাকিলে তাঁহাকে তাহা অবিলম্বে অথবা হস্টেলে যোগদানের সময় দাখিল করিতে হইবে। অন্যথায় তাঁহাকে হস্টেলে থাকিতে দেওয়া হইবে না।

৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ —প্রিন্সিপাল

(৮০৭১)


## HARYANA STATE LOTTERIES

অর্ধ-সাপ্তাহিক খেলা

(নিয়মিত ২৫তম খেলার সময়কালে প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয়)

নোটিফিকেশন নং ডি ও এল/এইচ আর/৭১/৭৪৭ তারিখ ৪-২-৭১

৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১ তারিখ, বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত অর্ধ-সাপ্তাহিক খেলার ফলাফল নিম্নরূপঃ—

৫০০০, টাকার একটি প্রথম পুরস্কার টিকিট নং C—0050760

৫০০, টাকার একটি দ্বিতীয় পুরস্কার টিকিট নং O—0036343

প্রত্যেকটি ৫০ টাকার চৌত্রিশটি পুরস্কার

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A-0092117 | 2. | A-0090336 | 3. | A-0062457 | 4. | B-0078541 |
| 5. | B-0070894 | 6. | B-0088775 | 7. | C-0093991 | 8. | D-0082364 |
| 9. | D-0066081 | 10. | D-0010798 | 11. | E-0094662 | 12. | E-0091919 |
| 13. | F-0032318 | 14. | F-0072175 | 15. | F-0002977 | 16. | F-0018367 |
| 17. | G-0081545 | 18. | H-0068085 | 19. | H-0050286 | 20. | I-0045789 |
| 21. | J-0060680 | 22. | K-0030973 | 23. | K-0032678 | 24. | K-0000689 |
| 25. | K-0061481 | 26. | L-0058867 | 27. | L-0052128 | 28. | M-0059533 |
| 29. | M-0023208 | 30. | M-0008055 | 31. | N-0053676 | 32. | N-0010550 |
| 33. | N-0060431 | 34. | O-0061234 | 35. | O-0027832 | 36. | O-0003397 |
| 37. | O-0000957 | 38. | O-0045113 | 39. | O-0017896 | 40. | O-0029137 |

বিঃ দ্রঃ কোনরূপ মুদ্রণপ্রমাদের জন্য এই ডিরেক্টরেট দায়ী নহেন।

এজেন্ট/বিক্রেতা প্রথম/দ্বিতীয় পুরস্কারের ৭½% এবং ২½% পাওয়ার অধিকারী। এজেন্ট (নিজেরাই বিক্রেতা হইলে) এবং বিক্রেতা পুরস্কারবিজয়ী টিকেটের কাউণ্টারফয়েল পেশ করিলে প্রত্যেকটি ৫০, টাকা পুরস্কারের জন্য ১০, টাকার বিশেষ বোনাস পাওয়ার অধিকারী।

ডিরেক্টর, হরিয়ানা স্টেট লটারিজ, হরিয়ানা



গুডইয়ারের নতুন অবদান

জবরদস্ত

হাই-মাইলার এস এণ্ড জি

কাঁচা বা পাকা রাস্তায় অনেক বেশী ভারী বোঝা বইবে

'জবরদস্ত' (হাই-মাইলার এস এণ্ড জি) গুডইয়ারের সত্যি এক জবরদস্ত সৃষ্টি। কাঁচা রাস্তায় স্বচ্ছন্দে অনেক বেশী বোঝা টানতে পারে আর পিছলে যাওয়ার সম্ভাবনা রুখতে পারে—এরকম মজবুত ক'রেই তৈরী। অনেকটা গভীর পর্যন্ত খাঁজ কাটা। রড় সড়ক ধরেও চলে অনেক বেশী স্বচ্ছন্দে।

নতুন বেশ গভীর,—পিছলে যায়না—এরকম ট্রেড ডিজাইন,—যা'তে সবরকম আবহাওয়ায় অনেক বেশী নিরাপদে, অনেক বেশী স্বচ্ছন্দে এবং অনেক বেশী দীর্ঘপথ গাড়ী চালানো যাবে।

লম্বা পথ পাড়ি দেবার সময়—গরমের ধকল সইতে পারে—এরকম নতুন গঠন। চলার সময় টায়ার ঠাণ্ডা থাকে, কম ফাটে আর আখেরে টায়ার টেকেও অনেক দিন।

এছাড়াও, গুডইয়ারের নিজস্ব থ্রি-টি কর্ডের দৌলতে টায়ার হয়েছে বিশেষ মজবুত (ওজনের হিসাবে ইস্পাতের চেয়েও মজবুত বেশী)। এরফলে, টায়ার অনেক বেশী বার রিট্রেড করা যাবে।

আপনার ট্রাক থেকে আরও বেশী লাভ করুন,—কাঁচা ও পাকা উভয় সড়কে চলার জন্য—হাই মাইলার এস এণ্ড জি লাগিয়ে নিন।

GOODYEAR গুডইয়ার বিশ্বের সবচেয়ে বড় টায়ার কোম্পানী

ASP/GY-31


## কৃষি সংবাদ

### তুলা চাষে পরিচর্যা

২৪ পরগণা জেলার সুন্দরবন, মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলার উপকূল অঞ্চলে যে চাষীভাইরা তুলার চাষ করেছেন তাদেরকে জানানো হচ্ছে যে—

১। অঙ্কুর বেরোবার ১৫ দিনের মধ্যে প্রথম নিড়ানি দিতে হবে। ইদানীং বৃষ্টি হওয়ায় মাটি চাপ ধরে গেছে। সুতরাং নিড়ানি দিয়ে মাটি আলগা করা একান্ত দরকার।

২। ৩-৪ সপ্তাহের মধ্যে ১ কেজি ৫০ শতাংশ জলে গোলা ডি ডি টি এবং ইউরিয়া সার ৬০ লিটার (প্রায় ৩½ কেরোসিন টিন) একত্রে জলে গুলে প্রতি একরে স্পেয়ার যন্ত্রের সাহায্যে গাছের পাতার ওপরে ছিটাতে হবে। ৫-৬ সপ্তাহে ৫০০ সি সি থায়োডান ৩৫% ই সি এবং ইউরিয়া সার ৬০ লিটার একত্রে জলে গুলে পূর্বোক্ত উপায়ে ছিটাতে হবে। তুলা গাছে কাটুই পোকার উৎপাত দেখা দিয়েছে, সুতরাং তুলা গাছকে বাঁচাতে হলে ঔষধ ছিটানো এখন থেকেই সুরু করা দরকার।

ইউরিয়া সারের পরিমাণ এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য নিকটস্থ ব্লক অফিসে কৃষি সম্প্রসারণ অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন

কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ

—পঃ বঃ (তথ্য ও জনসংযোগ) বি ৪৭৪(৪)/৭১—

## গোয়েন্দারিপ / জন প্রেন্টিস ও ফ্লেড ডিকেনসন রচিত

### লাওস সীমান্তের নিকট মারকিন সৈন্যের ঘাটি

সায়গন, ৪ ফেবরুয়ারি—তিরিশ হাজার মারকিন এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামী সৈন্য দক্ষিণ ভিয়েতনামের উত্তর-পশ্চিম দিকে আক্রমণ আরম্ভ করেছে এবং লাওস সীমান্তের নিকট তাদের ঘাটি গেড়েছে। মারকিন কম্যানড আজ এই কথা ঘোষণা করেন। —রয়টার


### আপনার জীবনের সঙ্গী

অটোম্যাটিক ৫০ গুলী

জার্মান মডেল রিভলভার। লাইসেন্স দরকার হয় না। বিনা লাইসেন্সের এই ৫০ গুলীর অটোম্যাটিক পিস্তল আপনার নিরাপত্তা চোর ও বন্যপ্রাণী থেকে আপনি নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন। বনভোজন, ভ্রমণ, নাট্যানুষ্ঠান ইত্যাদিতেও ব্যবহার করতে পারেন। অটোম্যাটিক, প্রচণ্ড আওয়াজ, চোখ ধাঁধানো ঝলক। দাম ২২ টাকা, ভি পি পি চার্জ টাঃ ৩.৫০। ১০০ গুলী বিনামূল্যে। অতিরিক্ত প্রতি ১০০ গুলি ৩ টাকা। লেদার কেস ৫ টাকা।

Rolex India (ABC-22)
3098 Piple Mahadev
P. Box 1574. Delhi-6.
(৭৯০৭এ)

**WANTED HOME AGENTS**

মাসিক ৭৫০ টাকা বা ভাল কমিশনে শাল শাড়ী, স্যুট লেংথ, রেডিমেড পোষাকের অর্ডার সংগ্রহ করুন।

অনভিজ্ঞ ও বেকারদের পক্ষে শেষ সুবর্ণ সুযোগ। বিনামূল্যে শর্তাদি ও নমুনার জন্য লিখুন।

**HIND AGENCIES ( 18 )**
4K, Kolhapur Road, Delhi-7.


### NOTICE

২নং সূর্য সেন স্ট্রীটের বিখ্যাত বস্ত্র ব্যবসায়ী **Punjab Weaving Agency** বন্ধ হইয়া যাওয়ায় তাহাদের বহু বহু টাকার গরম কাপড় যথা শাল, আলোয়ান, সোয়েটার, গরম কোট, লেডিজ কোট ও গরম পাঞ্জাবী তাহাদের নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা প্রতি টাকায় ছয় আনা বাদে ও যাবতীয় সুতী কাপড় যথা তাঁতের শাড়ী; শার্ট, পাঞ্জাবী ও টেরিলিন শার্ট প্রতি টাকায় চারি আনা বাদে ও যাবতীয় প্যাণ্ট অর্ধ-মূল্যে আজ সকাল ১০টা ৩০ মিঃ হইতে ২ নং সূর্য্য সেন স্ট্রীট-এ (কলেজ স্ট্রীট ও মির্জাপুর-এর মোড়) বিক্রয় হইবে।

**হরলালকা**
এণ্ড কোং
কলিকাতা

### মুদ্রিত ভোটপত্রের মোট ওজন ৮৬২ টন

নয়াদিল্লি, ৪ ফেবরুয়ারি—আসন্ন নির্বাচনের জন্য মুদ্রিত ভোটপত্রের মোট ওজন ৮৬২ টন।

এই নির্বাচনে ৩,৪২,৯৮০টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র খোলা হবে। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের চেয়ে এবারে ৭৫,৪২৫ বেশি।

ভোটগ্রহণের দিনে প্রায় ১৩ লক্ষ ৬০ হাজার কর্মচারী কর্তব্যরত থাকবেন।

প্রত্যেকটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে গড়ে ৩টি করে ব্যালট বাক্স থাকবে এবং তাতে সমস্ত ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে মোট ব্যালট বাক্সের সংখ্যা ১০ লক্ষের কাছাকাছি দাঁড়াবে। —পি টি আই

## কলকাতায় বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোরটার

বুধবার সন্ধ্যায় ছাত্র পরিষদের চৌরঙ্গী উদ্যোগে পারকসারকাস অঞ্চলে সারকাস এভিনিউয়ে পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশন অফিসের সামনে পাকিস্তানে ভারতীয় বিমান ছিনতাই ও ধ্বংসের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ জানানো হয়।

### জনসংঘের বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোরটার

পাকিস্তানে ভারতীয় বিমান ছিনতাই ও পুড়িয়ে ফেলার প্রতিবাদে জনসঙ্ঘের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার এক মিছিল রাজভবনের কাছে বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষোভকারীদের পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপিও রাজ্যপালের কাছে পেশ করা হয়।

স্মারকলিপিতে পাকিস্তানকে বিমান অপহরণকারী দুজনকে ভারত সরকারের কাছে সমর্পণ, উপযুক্ত ক্ষতিপূরণদান প্রভৃতির দাবী করা হয়।

বিক্ষোভ মিছিলটি পরিচালনা করেন সর্বশ্রী অধ্যাপক হরিপদ ভারতী, শ্যামসুন্দর গোয়েঙ্কা প্রমুখ।

### ভারতীয় জাতীয় কাশ্মীর যুব ফ্রনটের নিন্দা

নিজস্ব প্রতিনিধি

ভারতীয় জাতীয় কাশ্মীর যুব ফ্রনট এক বিবৃতিতে ভারতীয় বিমান ছিনতাই করে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া এবং সেখানে বিমানটি পুড়িয়ে দেওয়ার তীব্র নিন্দা করেছেন।

বিবৃতিতে তাঁরা আরও বলেছেন, পাকিস্তান সরকারের প্ররোচনায় এই বিমান ছিনতাই এবং পরে তাতে আগুন দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তান টেলিভিসনে এই ঘটনা দেখানোয় তারা যে জড়িত তা প্রমাণিত হয়েছে। পাক সরকারের এই কাজে আন্তর্জাতিক আইন ও সৌজন্য চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে।

### ভারতের উপর দিয়ে পাক বিমান যেতে পারবে না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দেরি না করে বিষয়টি মিটিয়ে ফেলেন সেজন্যই এই ব্যবস্থা নেওয়া হল।

পর্যটন ও অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের এক মুখপাত্র বলেন যে, পাকিস্তান যেভাবে ভারতের বিরুদ্ধে নাশকতায় উসকানি, উৎসাহ ও সহায়তা দিচ্ছে তাতে ভারত ক্ষুব্ধ। ভারত সরকার খুবই সংযমের পরিচয় দিচ্ছেন। এটা অদ্ভুত ব্যাপার যে, দুজন বিমান দস্যুকে পাকিস্তান আশ্রয় দিয়েছে এবং পাক কর্তৃপক্ষের নাকের ডগায় ভারতীয় বিমানটি ধ্বংস করার সুযোগ তাদের দেওয়া হয়েছে।

পি টি আই ও ইউ এন আই-এর খবর : ভারত সরকারের হুকুমে পালটা ব্যবস্থা হিসাবে পাকিস্তান সরকার ওই দেশের উপর দিয়ে ভারতীয় সামরিক বিমান চলাচল বন্ধ করে দিতে পারেন। সেজন্য ভারতীয় বিমানবাহিনী বিকল্প পথ ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত।

দিল্লি-অমৃতসর-কা বু ল গা মী ইনডিয়ান এয়ারলাইনস-এর একটি বোয়িং ৭৩৭ বিমানের যাত্রা আজ বাতিল করে দেওয়া হয়।

ইউ এন আই জানাচ্ছেন, নয়াদিল্লির খবর, পাকিস্তানের অসামরিক বিমানগুলো সিংহল হয়ে দুই পাকিস্তানের মধ্যে যাতায়াত করবে। বৃহস্পতিবার পাক বেতারে এ খবর বলা হয়। এইদিনই করাচি ও লাহোর থেকে মোট তিনটি বিমান ওই পথে ঢাকায় এসে পৌঁছেছে।

## দাবি দিবসে সরকারী কর্মীদের সভা, মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি

বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের 'সারা ভারত দাবি দিবস' উপলক্ষে কলকাতার শহীদ মিনার ময়দানে কেন্দ্রীয় যুক্ত সমাবেশে গৃহীত প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের অবিলম্বে মাসিক ৭০ টাকা অন্তর্বর্তীকালীন ভাতার দাবি জানানো হয়। অন্যান্য প্রস্তাবে প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম বেতন ও মূল্যবৃদ্ধির ক্ষতিপূরণ, সব রকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার, কালাকানুন বাতিল ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার দাবি করা হয়েছে। পৃথক একটি প্রস্তাবে বলা হয় সম্প্রতি পানজাবে রাজ্য সরকারী কর্মচারী ধর্মঘটের পর কর্মচারীদের প্রতি যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা প্রত্যাহার করতে হবে।

সভাপতির ভাষণে শ্রী কে জি বসু অভিযোগ করেন যে, ১৩ বছর আগে পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সর্বনিম্নস্তরের শ্রমিক কর্মচারীরা প্রয়োজনমত ন্যূনতম বেতন পাওয়া ত দূরের কথা, ২৩ বছর আগের ক্রয়ক্ষমতা রক্ষা করতেও ব্যর্থ হয়েছেন।

সভায় প্রস্তাবগুলি উত্থাপন করেন শ্রীসুকমল সেন, সমর্থন করেন শ্রীদীপেন ঘোষ। দাবি দিবস উপলক্ষে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা বিকালে বিভিন্ন দফতর থেকে মিছিল করে সভায় যোগ দেন।

**পঃ বঙ্গ নিম্নতম সরকারী কর্মচারী সমিতি**

সম্প্রতি কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ নিম্নতম (৪র্থ শ্রেণী) সরকারী কর্মচারী সমিতির কলকাতা জেলা কমিটির সভায় রায়গঞ্জে আসন্ন ১৯তম রাজ্য সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার আবেদন জানানো হয়েছে।

**ওয়েসট বেঙ্গল সাব-অরডিনেট কো অপারেটিভ এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন**

ওয়েসট বেঙ্গল সাব-অরডিনেট কো-অপারেটিভ এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীনিতারঞ্জন ঘোড়ই এক বিবৃতিতে অভিযোগ করেন যে, রাজ্য সরকার পুনর্বিবেচনার নামে তাঁর পুরনো সিদ্ধান্তই বহাল রেখেছেন। পে কমিশনের মূল্যবান সুপারিশগুলি নিয়েও প্রহসন করেছেন।

## বোলপুরে জ্যোতি বসুর জনসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা

বোলপুর, ৪ ফেবরুয়ারি। গতকাল এখানে সি পি এম নেতা শ্রীজ্যোতি বসু এক নির্বাচনী বক্তৃতায় বলেন, যুক্তফ্রনট সরকার ভাঙার জন্য অজয় বাবুই দায়ী।

সভাপতিত্ব করেন জ্যোৎস্না ঘোষ এবং বক্তৃতা দেন ডঃ শরদীশ রায়, প্রশান্ত মুখারজি প্রভৃতি 'সি আর পির অত্যাচারের' প্রতিবাদে বোলপুর বনধ ডাকা সত্ত্বেও সভায় জনসমাগম হয়।

## ছাত্র পরিষদের সভা, নির্বাচনী অভিযান শুরু

স্টাফ রিপোরটার

বুধবার বিকালে শহীদ মিনার ময়দানে পঃ বঃ ছাত্র পরিষদের (চৌরংগি) উদ্যোগে এক জনসভার মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচার অভিযান শুরু করা হয়। রাজ্য বিধানসভার আসন্ন নির্বাচনের কয়েকজন প্রার্থী সহ ছাত্র ও যুব নেতারা সভায় আদি কংগ্রেসের বক্তব্য তুলে ধরেন। সভাপতিত্ব করেন শ্রীসুবীর চৌধুরী।

শ্রীঅশোককৃষ্ণ দত্ত ইন্দিরা সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, শ্রীমতী গান্ধী মুখে সমাজতন্ত্রের 'ফাঁকা বুলি' উচ্চারণ করলেও দেশকে একনায়কত্ব ও সর্বনাশের পথে নিয়ে চলেছেন। গদি লাভের আশায় তিনি সি পি আইয়ের সঙ্গেও আঁতাত করছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শ্রীমতী গান্ধীকে এজন্য পস্তাতে হবে। সি পি আই এবং সি পি এম-এর মধ্যে যে 'কোন তফাত নেই' এটা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য শ্রী দত্ত দেশবাসীকে অনুরোধ জানান।

ব্যাংক রাষ্ট্রীয়করণ এবং ইন্দিরা সরকারের বিভিন্ন নীতির তীব্র সমালোচনা করে ভাষণ দেন শ্রীবলেবল চ্যাটারজি, শ্রীঅশোক বাগচী এবং শ্রীসনৎ মজুমদার। সভার শেষে 'ইন্দিরা হটাও' ইত্যাদি ধ্বনি দিয়ে একটি মিছিল বার করা হয়।

**পাক হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ**

সভা থেকে ছাত্র নেতারা এক মিছিল নিয়ে যান কলকাতায় পাক হাইকমিশনের সামনে। লাহোরে বিমান পুড়িয়ে দেওয়ার নিন্দা করা হয় ও সেজন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়।

## সভা / সমাবেশ

[ অন্যভাবে উল্লেখিত না হলে সূচিত সময় বিকাল অথবা সন্ধ্যা বোঝাবে।]

**জনসভা**—৫-৩০ মিঃ যোগমায়া সিনেমার পাশের মাঠে জনসভা। বক্তা—শ্রীঅজয়কুমার মুখারজি। **শ্রীশ্রীঠাকুর রামচন্দ্রদেবের জন্মোৎসব**—সকাল ৯টায় জন্মতিথি পূজা। ৩টায় রামায়ণ গান। ১।৬০ গরচা ফারসট লেন। **রামকৃষ্ণ মিশন ইনসটিটিউট অ কালচার**—৬-৩০ মিঃ বিবেকানন্দ হলে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা। **ইনডিয়ান ল ইনসটিটিউট**—৪-১৫ মিঃ সভাকক্ষে বিধান সভায় প্রশাসকদের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা সভা। **জীবন বীমা করপোরেশন পূর্ব ভারত শাখা**—৩টায় কলা মন্দিরে বীমা কর্মী সমাবেশ ও পুরস্কার বিতরণ। **স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন**—৩টায় সভা কক্ষে চিকিৎসকদের সভা। **ম্যাক্স মুলার ভবন**—৭-৩০ মিঃ ৪৮ বালিগঞ্জ সারকুলার রোডে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। **সারা ভারত সুভাষবাদী জনতা**—৬টায় মহাবোধি সোসাইটি হলে জনসভা। **প্রজ্ঞানানন্দ সেবা কেন্দ্র**—৩টায় সেবা কেন্দ্রে (বড়মাওলি নদীয়া) গামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী তিরোধান দিবস উপলক্ষে স্মৃতি সভা। **বিড়লা শিল্প সংগ্রহশালা**—৪টায় ১৯এ গুরুসদয় রোডে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। **হাওড়া সমাজ**—৫টায় শ্রীমন্দিরে লীলা কীর্তন।

### প্রেসিডেনসি জেল থেকে আটজন কয়েদি উধাও

পঞ্চম পৃষ্ঠার পর

এর পর জেলের পাগলা ঘণ্টি বাজিয়ে দেওয়া হয়। খোঁজ করে দেখা যায় পাঁচিলের কাছে একটি বিজলি বাতি স্তম্ভের সঙ্গে একটি মোটা দড়ি বাঁধা রয়েছে, তার অপর প্রান্ত জেলের পাঁচিলের উপর দিয়ে বাইরে পড়েছে। তল্লাসী চালিয়ে পাশের রান্না ঘরের চালার উপর থেকে ৫ জনকে লুকিয়ে থাকতে দেখা যায়। নীচে বিস্ফোরিত বোমার টুকরা ও ৩টি তাজা বোমা পাওয়া যায়। এর পর বন্দীদের গুণতি করে দেখা যায় ৮জন নিখোঁজ। তাদের মধ্যে ৬জন কলকাতায় ডাকাতির ঘটনায় বিচারাধীন বন্দী, ২জন নকশালপন্থী।

জেল সূত্রে আরও বলা হয় ওই জেলে কলকাতায় বড় বড় ডাকাতির ঘটনায় শ্রীঅনন্ত সিংহের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ রয়েছে, পলাতক ৬জন সকলেই ওই সব ঘটনায় সংশ্লিষ্ট। জেল কর্তৃপক্ষ এ সম্পর্কে সন্দেহভাজন তিন জনকে ধরে পুলিশের হাতে দিয়েছেন।

খবর পেয়ে আই জি প্রিজনস শ্রীশান্তি ভট্টাচার্য, পুলিশ কমিশনার শ্রীরঞ্জিত গুপ্ত, গোয়েন্দা বিভাগের ডি সি শ্রীদেবী রায়, ডি সি সাউথ প্রমুখ প্রেসিডেনসী জেলে যান এবং ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেন। ব্যাপক অনুসন্ধান শুরু হয়েছে।

**জাতীয় গ্রন্থাগারে হামলার অভিযোগ**

পুলিশের কাছে অভিযোগে বলা হয়েছে, সন্ধ্যায় প্রেসিডেনসি জেলের একদল কারারক্ষী ও সি আর পি বাহিনী জাতীয় গ্রন্থাগারে ঢুকে কর্মীদের মারধর করেছে। শ্রীভগবতী প্রসাদ নামে একজন কর্মী আহত হয়ে হাসপাতালে আছেন। শ্রীজ্ঞানচাঁদ উপল নামে আর একজন কর্মীও আহত হয়েছেন। শ্রীইন্দ্রদেও সিং নামে একজন গ্রন্থাগার কর্মীকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

১২ জুলাই কমিটির পক্ষ থেকে শ্রীকে জি বসু জানান, এই হামলার প্রতিবাদে আজ শুক্রবার গ্রন্থাগার কর্মিগণ বিক্ষোভ করবেন।

**মেদিনীপুর জেলে সংঘর্ষ**

মেদিনীপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, বুধবার মেদিনীপুর জেলে বিচারাধীন নকশালপন্থী বন্দীরা ৭ নম্বর ওয়ারডে পনের ফুট লম্বা একটি সুড়ঙ্গ কেটে আবার পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেন। এ নিয়ে কারারক্ষীদের সঙ্গে বন্দীদের সংঘর্ষ বাধে। অভিযোগ, কারারক্ষীরা লাঠি চারজ করে। ফলে ৩৭জন বন্দী গুরুতরভাবে আহত হন। আহতদের মেদিনীপুর হাসপাতালে ভরতি করা হয় চারজন কারারক্ষীও আহত হন। বৃহস্পতিবার আহত বন্দীদের দু'জন মারা গিয়েছেন।

**দমদম জেলে সি পি এম-নকশাল সংঘর্ষ**

উত্তর শহরতলির সংবাদদাতা

বুধবার দমদম সেনট্রাল জেলের ভিতর সি পি এম ও নকশাল সমর্থক বন্দীদের মধ্যে এক সংঘর্ষে ৭ জন আহত হন। এদের মধ্যে ৬ জনের আঘাত গুরুতর বলে একটি সূত্রে জানা গিয়েছে। তারা সকলেই নকশালপন্থী। হাঙ্গামা থামানোর জন্য জেলে 'পাগলাঘণ্টী' বাজে এবং সিপাহীদের লাঠি চারজ করতে হয়।

প্রকাশ, জেল হাসপাতালে নকশালপন্থী কিছু যুবকের সঙ্গে একজনের কথা কাটাকাটি হয়। এর পর ওই যুবকটি আক্রান্ত হন। আহত যুবক সি পি এম সমর্থক বলে দাবি করা হয়। ঘটনাটি নিমেষের মধ্যে প্রচার হয়ে গেলে সি পি এম সমর্থকরা ইট পাথর লাঠি নিয়ে তেড়ে যায়। সংঘর্ষ বাধে। ফলে ৬ জন নকশালপন্থী গুরুতর জখম হয়। গণ্ডগোল বেড়ে উঠলে পাগলাঘণ্টী বাজানো হয়। বাইরে থেকে পুলিশ জেলের ভিতর ঢোকে। কিছুক্ষণের মধ্যে অবস্থা আয়ত্তে আসে।

## ব্রেথওয়েট ক্লোজারের তদন্তের আদেশ

**দিল্লি অফিস**

৪ ফেবরুয়ারি—কোন্ পরিস্থিতিতে কলকাতার ব্রেথওয়েট অ্যানড কোমপানি (ইনডিয়া) লিমিটেডের ক্লাইভ ওয়ারকস্ ফ্যাকটরিতে ক্লোজার ঘোষণা করতে হল সে সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার বৃহস্পতিবার পূর্ণ তদন্তের আদেশ দিয়েছেন।

ওই কারখানায় ইসপাত স্টাকচারাল এবং রেল ওয়াগন তৈরি হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের স্পেশাল অফিসার শ্রী এ বসুর নেতৃত্বে এই উদ্দেশ্যে গঠিত তিনজনের তদন্ত কমিটির অন্য দুজন সদস্য হলেন রেলওয়ে বোরডের মেকানিক্যাল ইনজিনিয়ারিং-এর ডিরেকটর শ্রী জে মাথানি ও রাঁচির হিন্দুস্তান স্টিলের ডিরেকটর (ফিনানস) শ্রী এম পি মাধবন।

তদন্ত কমিটিকে দশদিনের মধ্যে তদন্তের রিপোরট দিতে বলা হয়েছে।

### অজয়বাবু জ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছেন

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

স্থাপন সম্ভব হয়নি। কিন্তু এখনও তাঁরা এই সকল শক্তির সঙ্গে একটা আসন রফার আশা রাখেন। এবং এজন্য প্রজা সমাজতন্ত্রী দল সমস্তরকম স্বার্থত্যাগে প্রস্তুত।

**পি এস পির প্রার্থী তালিকা**

**লোকসভা :** কাঁথি—শ্রীসমর গুহ; রায়গনজ—মহম্মদ সালিমুদ্দিন অথবা শ্রীসুভাষ গুহ; দারজিলিং—শ্রীঅমল ভট্টাচার্য।

**বিধানসভা :** রায়গনজ—শ্রীনিশীথনাথ কুণ্ডু। গোয়ালপোখর—মহম্মদ সালিমুদ্দিন। চোপড়া — মহম্মদ আফাক। করণদীঘি—সেখ হাসিবুর রহমন। ইটাহার—শ্রীসঞ্জীব বসু। কালিয়াগনজ—শ্রীচাঁদমোহন নাগবংশী। ময়নাগুড়ি—শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়। মাল—শ্রীগুরুচরণ অরোয়া। ফলাকাটা—শ্রীসতীশচন্দ্র রায়বর্মণ। নাগরাকাটা—বিবেচনাধীন। কাকদ্বীপ—শ্রীবিষ্ণুপদ প্রামাণিক। বেহালা পশ্চিম—শ্রীনারায়ণ দাশগুপ্ত। বসিরহাট—মহম্মদ মোনাজেত আলি মন্ডল। গাইঘাটা—শ্রীসুকুমার অধিকারী। পানিহাটি ও বীজপুর—বিবেচনাধীন। চন্দননগর—মহম্মদ আবু সৈয়দ। চাঁপদানি—শ্রীসমীর বিশ্বাস। বালি—শ্রীকান্ত পাঠক। আমতা—বিবেচনাধীন। উলুবেড়িয়া দক্ষিণ—অধ্যাপক অরুণ দাশগুপ্ত। বাঁকুড়া—শ্রীদিলীপ চট্টোপাধ্যায়। মুরারই—ডাঃ সুবোধ চট্টোপাধ্যায় মুগবেড়িয়া, কাঁথি উত্তর, কাঁথি দক্ষিণ, এগরা, ভগবানপুর, খেজুড়ি এবং পটাশপুর—পরে নাম জানানো হবে। জয়পুর—পরে নাম জানানো হবে। বড়তলা শ্রীমাণিক মুখারজি। রাসবিহারী—শ্রীপ্রদীপ বসু; কাশীপুর—বিবেচনাধীন। পূর্বস্থলী—শ্রীবিনোদবিহারী দেবনাথ।

**আর এস পি প্রার্থী তালিকা**

আর এস পির রাজ্য কমিটির সম্পাদক শ্রীমাখন পাল বৃহস্পতিবার তাঁদের দলের দ্বিতীয় দফার বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছেন। এই প্রার্থীরা হচ্ছেন—সাগরদীঘি—শ্রীজয়চন্দ্র দাশ। নবগ্রাম—শ্রীকমল পানডে। কান্দি—শ্রীসহাস দাস। বড়ঞা—শ্রীঅমল রায়। গঙ্গারামপুর—শ্রীপদ সরকার। ভাতার—ডাঃ আবদুস সত্তার।

**সিদ্ধার্থ রায়ের মনোনয়নপত্র দাখিল**

বৃহস্পতিবার বালুরঘাট থেকে আমাদের সংবাদদত জানিয়েছেন রায়গনজ লোকসভা কেন্দ্রে নব কংগ্রেসের প্রার্থীরূপে শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বুধবার তাঁর মনোনয়নপত্র পেশ করেছেন।

**দারজিলিং লোকসভা কেন্দ্র**

বৃহস্পতিবার দারজিলিং থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানান বুধবার দারজিলিং লোকসভা কেন্দ্রে শ্রীঠাকুর প্রসাদ নির্দল প্রার্থীরূপে মনোনয়নপত্র পেশ করেছেন।

**নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিহার**

কামারহাটি (২৪ পরগণা) কেন্দ্র থেকে মনোনীত আদি কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীতিনকড়ি ব্যানারজি জানান, দেশে যে অস্বাভাবিক, বিপজ্জনক রাজনৈতিক অবস্থা চলেছে, যেখানে প্রত্যহ অতর্কিত আক্রমণে অস্ত্রাঘাতে ৮।১০ জন আহত বা নিহত হচ্ছে, সেখানে কোনও গণতান্ত্রিক নির্বাচন শান্তি ও শৃংখলার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হতে পারে না। সেজন্য তিনি কোনও দলের হয়ে আসন্ন নির্বাচনে প্রার্থী হতে চান না। এ সম্পর্কে আদি কংগ্রেস সভপতিকেও পত্র দিয়েছেন।

**চণ্ডীতলা কেন্দ্রে**

চন্দননগর থেকে শ্রীবিপিনবিহরী সাউ এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন যে, চণ্ডীতলা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে আদি কংগ্রেসের প্রার্থীরূপে তাঁর নাম প্রকাশিত হয়েছে। তিনি আদি কংগ্রেসের প্রার্থীরূপে দাঁড়াচ্ছেন না। তিনি নব কংগ্রেসের প্রতি আস্থাবান।

**সিদ্ধান্ত বদল**

কোন ভোটার, সমর্থক বা কর্মীর জীবনের মূল্যে এম-এল-এ হতে চান না বলে জনৈক পৌর-সদস্য আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার কথা জানিয়েছেন।

ওই কাউনসিলার হচ্ছেন নির্দল সদস্য শ্রীনৃপেন ব্যানারজি। তিনি বলেছেন 'আমি তথাকথিত নেতা নই, সাধারণ সমাজসেবী মাত্র। আমার নির্বাচনের কারণে এক বা একাধিক জীবন-দীপ সহসা নির্বাচিত হয় তা কল্পনাও করতে পারি না। এই জন্য বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি নির্বাচন-যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছি না।


**আপনি যদি নিম্ন উৎপাদনগুলির প্রতিনিধিত্ব করতে উৎসুক হন**

জ্যোতি বৈদ্যুতিক মোটর স্টার্টার

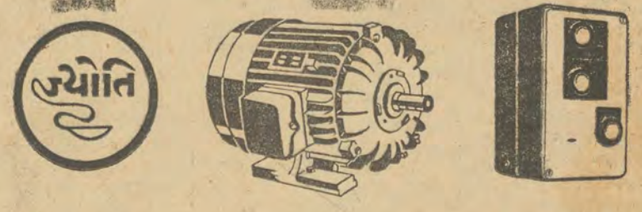


এবং যদি আপনার তালুকের বড় শহরগুলিতে হাইড্রলিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বিক্রয়ের অভিজ্ঞতা থাকে তবে আপনার জন্যে এই হচ্ছে সুবর্ণ সুযোগ। সারা ভারতে প্রসিদ্ধ জ্যোতির বৈদ্যুতিক মোটর ও স্টার্টার বিক্রেতা অথবা স্টকিস্ট হওয়ার জন্যে আপনার যদি ইচ্ছা থাকে তা হলে অনুগ্রহ ক'রে নিম্নের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন:

জ্যোতি লিমিটেড
(একজিবিশন রোড, পাটনা ১। ফোন : ২৩৮৭২)

everest/1080/Joyboss



**অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন অ্যাণ্ড পাবলিক হেলথ**

১১০ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১২

নিম্নলিখিত কোর্সসমূহে ভর্তির জন্য ১৫ই মার্চ, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত ইচ্ছুক প্রার্থীদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে। কোর্সগুলির পরবর্তী শিক্ষাবর্ষ শুরু হইবে ১লা জুলাই, ১৯৭১ তারিখে।

১। **পাবলিক হেলথে ডিপ্লোমা (ডি. পি. এইচ.)।** এই কোর্সে প্রায় দশ মাসের ট্রেনিংকাল সহ দুই বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েটগণ ভর্তির যোগ্য। ডি. আই. এইচ. এবং ডি. এম. সি. ডবলিউ. যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থিগণ প্রথম চার মাস এই কোর্সে যোগদান হইতে রেহাই পাইবেন। রাজ্য সরকার, রেলওয়ে ইত্যাদির প্রেরিত প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। প্রাইভেট প্রার্থীদের মধ্যে যাঁহাদের এম. বি. বি. এস.তে অনার্স ডিগ্রী আছে বা পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা আছে এবং যাঁহাদের কোন হাসপাতালে ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা আছে অথবা আর্মি সার্ভিসের অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারাও এই কোর্সের সীমিত সংখ্যক সীটে ভর্তির জন্য বিবেচিত হইবেন।

২। **পাবলিক হেলথে লাইসেনশিয়েট (এল. পি. এইচ.)।** মেডিক্যাল লাইসেনশিয়েটরা ভর্তির যোগ্য।

৩। **ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হেলথে ডিপ্লোমা (ডি. আই. এইচ.)** এক বৎসরের ক্লিনিক্যাল ট্রেনিংসম্পন্ন মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েটগণ ভর্তির যোগ্য।

৪। **নিউট্রিশনে ডিপ্লোমা (ডি. এন.)।** (১) এম. বি. বি. এস., বা (২) ফিজিওলজি বা কেমিস্ট্রিতে এম. এস-সি., বা (৩) ব্যাচেলার অফ এগ্রিকালচার, বা (৪) বি. ভি. এস-সি, এবং এ. এইচ. যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ভর্তির যোগ্য।

ডি. আই. এইচ. এবং ডি. এন. কোর্সটি পার্ট-১ ও পার্ট-২, এই দুইটি পার্ট লইয়া গঠিত। যে সকল প্রার্থীর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. পি. এইচ. বা সমতুল যোগ্যতা আছে তাঁহারা ডি. আই. এইচ. এবং ডি. এন. কোর্সের পার্ট-১'এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহে শিক্ষাগ্রহণ ও পরীক্ষাদান হইতে রেহাই পাইবেন।

৫। **ডায়েটেটিকস'এ ডিপ্লোমা (ডিপ-ডায়েট)।** নিম্নলিখিত যে-কোন যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থিগণ ভর্তি হইবার যোগ্য : (১) অন্যতম বিষয় হিসাবে ফিজিওলজি ও কেমিস্ট্রি লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী, (২) কোন স্বীকৃত ইনস্টিটিউটের ডোমেস্টিক সায়েন্স বা নার্সিং'এ ডিপ্লোমা বা ডিগ্রী, (৩) পূর্ণ যোগ্যতাসম্পন্ন নার্স, যদি তিনি আর্টসে বা কেমিস্ট্রি বা ফিজিওলজি অন্যতম বিষয় হিসাবে লইয়া সায়েন্সে ইণ্টারমিডিয়েট পাস করিয়া থাকেন।

৬। **হেলথ এডুকেশনে ডিপ্লোমা কোর্স (ডি. এইচ. ই.)।** নিম্নলিখিত যে-কোন যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থিগণ ভর্তি হইবার যোগ্য : (১) মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া কর্তৃক স্বীকৃত মেডিসিন ও সার্জারিতে ব্যাচেলার্স ডিগ্রী অথবা স্বীকৃত কোন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টসে বা সায়েন্সে বা এডুকেশনে বা নার্সিং'এ মাস্টার্স ডিগ্রী

বেনারসী ও সিল্কের জন্য
বেনারসী কুঠী
গড়িয়াহাট জং-কলি-ফোন: ৪৬-৭৪৭৭

## এ-সপ্তাহের ছবি

এস এম ফিল্মস নিবেদিত নতুন চিত্রোপহার "নবরাগ" এ সপ্তাহে কলকাতার মিনার, বিজলী, ছবিঘর এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে একযোগে মুক্তিলাভ করেছে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে রচিত চিত্রটি প্রযোজনা করেছেন গিরীন্দ্র সিংহ, পরিচালনা বিজয় বসুর। ছবির নায়ক-নায়িকার চরিত্রে রয়েছেন উত্তম, সুচিত্রা। অন্যান্য চরিত্রে দেখা যাবে বিকাশ রায়, বাসবী নন্দী, বিজন ভট্টাচার্য, জহর রায়, নিমু ভৌমিক এবং আরও অনেককে। সুর-রচনা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

*

কো-অপারেটিভ পিকচার্সের "কাঁহা আর কাঁহা পারশ" হিন্দী ছবিটি রিগ্যাল, জেম, প্রভাত প্রিয়া, চিত্রা রূপালি ও অন্যত্র এ সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে। পরিচালক মারুতি এবং সংগীত পরিচালক গুলশা। প্রধান চরিত্রের শিল্পী: জয় মুখার্জি, ভীম, নাদিরা শেখ মুখতার ও হেলেনা।

### বিদেশী ছবি

এলিট সিনেমায় এ সপ্তাহের ছবি প্যারামাউন্টের "ও হোয়াট এ লাভলি ওয়ার"। ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে নাচ, গান ও রঙ্গরসের সমাহারে এ ছবির যুদ্ধ-বিরোধী বক্তব্যটি প্রতিষ্ঠিত। স্যার লরেন্স অলিভিয়ার, স্যার জন গিলগুড, স্যার রালফ রিচারডসন, স্যার মাইকেল রেডগ্রেভ, স্যার জন ক্লিমেনটস, জন মিলস, ভ্যানেসা রেডগ্রেভ, ডারক বোগার্দে, সুসানা ইয়রক, ম্যাগি স্মিথ, জ্যাক হকিন্স, কেনেথ মুর প্রমুখ ব্রিটিশ চলচ্চিত্রের বিখ্যাত শিল্পীরা এ ছবির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন। রিচারড অ্যাটেনবরো ছবিটির পরিচালক।

Ocel dials
মিটার—টাইমপিস
মন্ত্রপাতি ও ঘড়ির
নানা আকার ও ধরনের
ডায়াল
আমরা তৈরি করি
এক্সেল প্রেসেস
প্রাইভেট লিমিটেড
২২ডি, এস এ ব্রেবোর্ন রোড
কলি-১
ফোন: ২৫৯১৮১—৫৭৩০২৭
শাখা: ১০বি, ইডেন হসপিটাল রোড
কলিকাতা-১২, ফোন: ৩৪৬৫৯৩

স্ট্যান্ডার্ড ব্যাটারী
আপনার
'হিসেবী গিন্নী'
আর্থিক সাশ্রয়ে এর অপার দক্ষতা!
শিরপ্রবাহ
স্ট্যান্ডার্ড সুপ্রীম
স্ট্যান্ডার্ড সুপ্রীম ব্যাটারী যে শক্তি যুগিয়ে তাঁতের গাড়ী স্টার্ট নেবে পলকে ✱ চলবে নির্ভুলভাবে ✱ কাজ দেবে দীর্ঘদিন
আর এর থেকে পাবেন বিজলী পর সবচেয়ে সেরা ব্যাটারির সুযোগ—বিনাপয়সায়
লিকটার-STB 10-75 BG

দেশ ৩৮ বর্ষ সংখ্যা ১৪

॥ প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা ॥
পঞ্চতন্ত্র : সৈয়দ মুজতবা আলী
ভূতুড়ে ক্রিকেট : বিশ্বজিৎ রায়
ক্রিকেট আমাদের দেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা। সে-কারণে ক্রিকেটের আইন-কানুন তো দূরের কথা, ক্রিকেটের সাধারণ জ্ঞান আয়ত্ত নেই এমন বহু লোক আছেন যারা অর্থের জোরে ক্রিকেটের কর্তাব্যক্তি হয়ে উঠতে চান কিংবা বড় ম্যাচের খেলোয়াড়। এরকম একটি কাল্পনিক চরিত্র অবলম্বনে রচিত এই রসরচনা বা কৌতুককাহিনীটি পাঠকদের আশা করা যায় যৎপরোনাস্তি আনন্দ দেবে।
ডায়েরীর ছেঁড়া পাতা : ফাদার দ্যতিয়েন
॥ গল্প ॥
মুনিয়ার চারদিক : শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
তরুণ শীর্ষেন্দুর লেখা পড়া এক পরম আনন্দ-রসগাহী অভিজ্ঞতা। জীবনভাবনা থেকে উদ্ভূত কিছু সত্যকে তিনি পাঠকদের উপলব্ধির পরতে পরতে যেভাবে অনায়াসে সঞ্চারিত করে দেন, তা পাঠকদের শুধু অভিভূতই করে না, তৃপ্তিও করে কেড়ে।
॥ উপন্যাস ॥
এই তার পুরস্কার : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
শক্তিমান কথাসাহিত্যিক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী চিরকালই জীবনের অন্তরঙ্গ রূপটিকে গভীরতর ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করার পক্ষপাতী। তাঁর লেখা উপন্যাস 'এই তার পুরস্কার' বর্তমান সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।
রক্ত ও শ্রীমতী : অন্নদাশংকর রায়
উজ্জ্বল উদ্ধার : প্রতিভা বসু
॥ জীবনস্মৃতি ও ধারাবাহিক রচনা ॥
ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালোবাসা : শিবরাম চক্রবর্তী
রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র : ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহ
ইংরেজি গীতাঞ্জলি ও ডব্লু. বি. য়েটস : সৌরীন্দ্র মিত্র
॥ কবিতা ॥
নেপথ্য নায়ক : গোবিন্দ চক্রবর্তী
যে-কোন আঁধারে : আনন্দ বাগচী
এদিকে অনেক নিচে : বাসুদেব দেব
কোথাও বিস্ময় নেই : বিমলচন্দ্র ঘোষ
খুঁজে পাই না : ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ
মানুষের নামে : স্বপ্নেন্দু ভৌমিক
মহারাজাকে নিবেদন : আবদুস সামাদ
॥ নিয়মিত বিভাগ ॥
সম্পাদকীয় ॥ রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য ॥ দশকথা ॥ বৈদেশিকী ॥ ঘরে বাইরে ॥ ভারতের অর্থনীতি ॥ চিত্র প্রদর্শনী ॥ বিশ্ববিজ্ঞান ॥ আলোচনা ॥ সাহিত্য সংবাদ ॥ বিদেশী বই ॥ পুস্তক পরিচয় ॥ টেবল টেনিসের আইনকানুন ॥ খেলার মাঠে ॥ রঙ্গজগৎ ॥ অরণ্যদেব ॥ সাপ্তাহিক সংবাদ ॥
দাম : ৬০ পয়সা
৫ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট। কলকাতা ১

লাইটহাউস সিনেমায় এ সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে "রিটার্ন অব রিংগো"। হত্যা-রহস্য-খুন-জখম ইত্যাদি যাঁরা ছবির পর্দায় দেখতে ভালবাসেন ইটালীতে তৈরি এই ওয়েসটারন ছবিটি তাঁদের খুশি করতে পারবে। একটি লোক—যাকে সবাই মৃত বলে জানে—সে কিভাবে ছদ্মবেশে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের সব চক্রান্ত ব্যর্থ করল এবং উপযুক্ত প্রতিশোধ নিল, তা রুদ্ধশ্বাসে উপভোগ করা যায় ছবিটি দেখে।

*

গ্লোব সিনেমায় এ সপ্তাহের ছবি টোয়েনটিয়েথ সেনচুরি ফক্সের "ফোর ক্লাউনস"। স্টান লরেল, অলিভার হার্ডি, চার্লি চেস ও বাসটার কীটন—এই চারজন বিখ্যাত কৌতুক শিল্পীর পুরোনো ছবির কিছু নির্বাচিত দৃশ্য এ ছবিতে সন্নিবেশিত। ওই চার ক্লাউনের নানা কৌতুক-কাণ্ড যে আজকের যুগের দর্শককেও সমানভাবে হাসাতে পারে তা ছবিটি দেখে নিঃসন্দেহে বলা যায়।

"নবরাগ" চিত্রে উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেন

# দর্শকরা কী দেখেন, কী ভাবেন : একটি সমীক্ষা

একটি নমুনা-সমীক্ষাকে যদি জনরুচি আর চিন্তার দ্যোতক হিসাবে ধরি, তবে বলা যায়, বাংলা দেশের দর্শকরা সবচেয়ে পছন্দ করেন সামাজিক বক্তব্য-প্রধান চলচ্চিত্র, সমকালীন সমস্যার প্রতিফলন যেখানে আছে। অধিকাংশ দর্শক কী ছবি দেখবেন, সেটা নির্বাচন করেন পরিচালকের নাম দেখে। তাঁদের সবচেয়ে প্রিয় পরিচালক শ্রীসত্যজিৎ রায়। সবচেয়ে প্রিয় অভিনেতা ও অভিনেত্রী উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন। জনপ্রিয়তার দ্বিতীয় স্থান শ্রীতপন সিংহ (পরিচালনা) সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও মাধবী চক্রবর্তীর (অভিনয়ে)।

দর্শকদের রুচি, তাঁদের পছন্দ-অপছন্দ, তাঁদের মনে সিনেমার প্রভাবের স্থায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ে একটি নমুনা-সমীক্ষার জন্য আজ থেকে প্রায় তিন মাস আগে এই পত্রিকায় একটি প্রশ্নমালা ছাপা হয়। দুই-তিন সপ্তাহের মধ্যে নানা জায়গা থেকে অজস্র উত্তর-পত্র আমাদের দফতরে আসে। ওই সব পত্রে লিখিত পাঠক-পাঠিকাদের বক্তব্য এই সমীক্ষার ফলাফলের ভিত্তি। প্রশ্নমালাটি নীচে দেওয়া হল:

**আটটি প্রশ্ন**

১। আপনি সিনেমা দেখেন কেন? উদ্দেশ্য কি নিছক অবসর কাল-যাপন, তথা চিত্ত-বিনোদন? সেই সঙ্গে কি শিল্পজিজ্ঞাসাও থাকে? গড়ে প্রতি মাসে কয়টি ছবি দেখেন?

২। সাধারণভাবে বাংলা ছবি আপনার বেশী প্রিয়, না হিন্দী ছবি? কেন?

৩। নিম্নলিখিত আট রকম ছবির মধ্যে কোন্ কোন্ ধরনের চলচ্চিত্র আপনাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে?

(ক) এমন ছবি যার বিষয়বস্তু চিরন্তন ভাব-আবেগ নিয়ে গঠিত;
(খ) সামাজিক বক্তব্য-প্রধান ছবি, সমকালীন সমস্যার প্রতিফলন যেখানে আছে;
(গ) সহজ প্রণয়-কাহিনী-চিত্র, এখানে নায়ক-নায়িকার অন্তরঙ্গ দৃশ্যের প্রাধান্য;
(ঘ) বিখ্যাত মনীষী অথবা মহাপুরুষের জীবন-চিত্র;
(ঙ) আধ্যাত্মিক তথা ভক্তিরসের ছবি;
(চ) কৌতুক-চিত্র;
(ছ) অপরাধ-রহস্য চিত্র;
(জ) সংগীতপ্রধান ছবি।

৪। কী ছবি দেখবেন, আপনি কীভাবে নির্বাচন করেন? আগে পরিচালকের নাম দেখেন? না, গল্প-লেখকের? না কি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের?

৫। কোন্ কোন্ পরিচালকের ছবি আপনার ভাল লাগে? পছন্দের মাত্রা অনুসারে নাম সাজিয়ে দিন।

৬। কোন্ কোন্ অভিনেতা-অভিনেত্রী আপনার প্রিয়? পছন্দের মাত্রা অনুযায়ী কয়েকটি নাম লিখুন।

৭। কোনও চলচ্চিত্র দেখে আপনি কি কখনও অনুপ্রাণিত বোধ করেছেন? আপনার ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানের পথ কি সেখানে খুঁজে পেয়েছেন, অথবা ছবিটি কি আপনাকে কোনও চিন্তার প্রবন্ধ করেছে? ছবিটির পরিচয় এবং আপনার অনুভূতি সম্বন্ধে কিছু লিখুন।

৮। স্বেচ্ছায় একাধিকবার কোনও ছবি দেখেছেন কি? যদি দেখে থাকেন, তবে জানান, একই ছবি কেন আবার দেখলেন।

* * *

আমরা কাজ করেছি মোটামুটি ৫০০ চিঠি নিয়ে। নানা বয়সের পাঠক-পাঠিকা উত্তর দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১৩-১৪ বয়সের কিশোর-কিশোরী থেকে শুরু করে ৫৯ বছরের প্রবীণ পাঠকও আছেন। অধিকাংশই ছাত্র-ছাত্রী; এ-ছাড়া চাকুরি, অথবা ব্যবসায় কর্মে নিযুক্ত এমন অনেকেও এব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন। কৃষিকর্মের সঙ্গে জড়িত এমনও কেউ কেউ তাঁদের বক্তব্য লিখে পাঠিয়েছেন; কোনও পেশার সঙ্গে আপাতত জড়িত নন, কিছু সংখ্যায় এই রকম পাঠকও চিঠি দিয়েছেন। সবচেয়ে বেশী সংখ্যার চিঠি এসেছে ১৫—২০ এই বয়সের পাঠক-পাঠিকার কাছ থেকে। ২১—৩০ এই বয়সের উত্তরদাতার সংখ্যাও বহুল।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে ৯০ শতাংশেরও কিছু বেশী জানিয়েছেন, তাঁরা চিত্ত-বিনোদনের জন্য বহুবার ছবি দেখেন, কিন্তু সেই সঙ্গে নানা জিজ্ঞাসাও মেটাতে চান। সেই জিজ্ঞাসা শিল্প এবং জীবন সম্পর্কিত। অনেকে বলেছেন, সিনেমা দেখে অভিনব শেখার সুযোগ পাওয়া যায়। কেউ কেউ সিনেমার ভাষা তথা প্রয়োগরীতির প্রতি বিশেষ আগ্রহের কথাও বলেছেন। মুক্তিমের কয়েকজনের বক্তব্য তাঁরা নিছক বিনোদনের জন্যই সিনেমা দেখেন।

দেখা গেল, চলচ্চিত্রের প্রতি ছাত্রদের আকর্ষণ খুব বেশী। যাদের বয়স ১৪ থেকে ২০-র মধ্যে এই রকম ছেলেদের ৫০ শতাংশ, প্রতি মাসে গড়ে তিনটি বা তিনের অধিক ছবি দেখেন। ২১—৩০, এই বয়স-বিভাগের দর্শকদের ক্ষেত্রে ওই কথা খাটে ৪৩ শতাংশের বেলায়। ত্রিশের ঊর্ধ্বে যাঁরা, তাঁদের ৩৮ শতাংশ গড়ে প্রতি মাসে তিন বা তিনের অধিক ছবি দেখেন। এ-সবই পুরুষ দর্শকদের কথা। মেয়েরা তুলনায় কিছু কম দেখেন। তাঁদের ক্ষেত্রে ১৪—২০ এবং ২১—৩০ এই দুই বয়স-বিভাগে তিন বা ততোধিক ছবি প্রতি মাসে যাঁরা দেখেন, তাঁদের সংখ্যা যথাক্রমে শতকরা ২৫ এবং ২৮। তৃতীয় বিভাগে সংখ্যাটি আরও কম।

পত্রলেখকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ছবি দেখেন শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র (বয়স: ২৪)। কাঁচরাপাড়া থেকে শ্রী মিত্র জানিয়েছেন, তিনি মাসে ২২।২৩টি ছবি দেখে থাকেন। তিনি বলেন, "সিনেমা দেখাটা আমার নেশা"। কলকাতার শ্রীতপন হালদার (২২) মাসে দেখেন ১০।১২টি ছবি, বাঁকুড়ার শ্রীঅনিল সরকার (১৯) ১০ খানা। পত্রলেখকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ছবি দেখার অভ্যাস কলকাতার শ্রীমতী ইন্দ্রাণী সরকার (১৮)—মাসে আট-দশটি।

* * *

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে শতকরা ৯০ জন জানিয়েছেন, বাংলা ছবি তাঁদের বেশী প্রিয়। এঁদের মধ্যে অনেকে অবশ্য বাংলা হিন্দী দু-রকম ছবিই নিয়মিত দেখে থাকেন। কেউ কেউ হিন্দী কখনও দেখেন না; তাঁদের সংখ্যা কম। বাংলা ছবির প্রতি আগ্রহ বেশী কেন? কারণ দেখানো হয়েছে : (১) বাংলা ছবি প্রধানত সাহিত্য-নির্ভর, ফলে গল্পে জীবনের কিছু ছায়া এবং সেই সঙ্গে কিছু গভীরতা পাওয়া যায়; (২) ছবিতে রুচির ছাপ থাকে; (৩) শিল্প-কর্ম হিসাবে বাংলা ছবির মান উন্নত; (৪) ভাষা বাংলা, সেই দিক দিয়ে ছবির সব ব্যাপার বুঝতে কোনও অসুবিধা হয় না, ইত্যাদি।

শতকরা দশজন স্পষ্টভাবেই বলেছেন, তাঁরা বাংলার চেয়ে হিন্দী ছবি দেখতে বেশী ভালবাসেন। কারণ হিসাবে হিন্দী ছবির বর্ণ-বৈচিত্র্য, উপভোগ্য সংগীত এবং অন্যান্য আকর্ষক প্রমোদ-উপকরণের উল্লেখ করা হয়েছে। মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যেরও। ধানবাদ থেকে শ্রীমতী কৃষ্ণা ভট্টাচার্য (২২) এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: "হিন্দী ছবি দর্শকদের চিত্ত আকর্ষণ তো করেই, উপরন্তু মনে স্ফূর্তি জোগায়। রঙিন ছবি, সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ এবং নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী সকলেরই প্রিয়।"

অল্প সংখ্যক পাঠক জানিয়েছেন, তাঁরা শুধু ভাল, শিল্পগুণান্বিত ছবি সম্পর্কে আগ্রহী—তা হিন্দীই হোক, আর বাংলাই হোক।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে দেখা যাচ্ছে, সমকালের পটভূমিতে তৈরি সামাজিক বক্তব্যমূলক ছবি বিভিন্ন বয়সের পাঠক-পাঠিকাদের প্রিয়। এই ধরনের ছবিই তাঁরা বিশেষ করে দেখতে চান। এরপরই পাঠকরা চিরন্তন ভাব-আবেগমূলক চলচ্চিত্র এবং মহাপুরুষ অথবা মনীষী-দের জীবন-চিত্রের উল্লেখ করেছেন। মহিলাদের একাংশ (২০—৩০ বয়স বিভাগের) সংগীত-প্রধান এবং কৌতুক-চিত্রের প্রতি তাঁদের আগ্রহের কথা জানিয়েছেন। অন্যান্য ধরনের ছবি যেমন সহজ বা হালকা প্রণয়-কাহিনী-চিত্র বা অপরাধ-রহস্যমূলক ছবিও অনেকের ভাল লাগে। তুলনায় ভক্তিরসের ছবি এক রকম অনাদৃত। ১৪—২০ বয়স-বিভাগের কিছু পাঠিকাই যা এই ধরনের ছবির উল্লেখ করেছেন, অন্যদের অধিকাংশ জানিয়েছেন, ভক্তি-চিত্র তাঁদের ভাল লাগে না।

চলচ্চিত্র যে মূলত পরিচালকের সৃষ্টি, সে-বিষয়ে একালের দর্শকরা মোটামুটি সচেতন। পত্রপ্রেরকদের অধিকাংশই জানিয়েছেন, তাঁরা পরিচালকদের নাম দেখেই সাধারণত ঠিক করেন, কী ছবি দেখবেন। ১৪—২০ এই বয়স-বিভাগের ছেলেমেয়েরা পরিচালকের পর প্রাধান্য দেন শিল্পী-তালিকার উপর। ২০—৩০-এর মধ্যে এবং তদূর্ধ্বে যাঁদের বয়স, তাঁরা পরিচালকের পর লেখককে প্রাধান্য দেন। সমীক্ষায় মোটামুটি এই ধারা দেখা যাচ্ছে। তবে ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্তও আছে। কেউ কেউ সোজাসুজি বলেছেন, তাঁরা শিল্পীদের নাম দেখে ছবি নির্বাচন করেন; কেউ বলেছেন, লেখকের। আবার কয়েকজন লিখেছেন, এ-ব্যাপারে তাঁরা সংবাদপত্রের সমালোচনার উপর নির্ভর করেন। অনেকে সব কিছু বিচার করে সিদ্ধান্ত নেন।

* * *

অধিকাংশের সবচেয়ে ভাল লাগে শ্রীসত্যজিৎ রায়ের ছবি। শ্রীরায়ের পরেই এই প্রসঙ্গে সর্বাধিক উল্লিখিত শ্রীতপন সিংহের নাম। আর যে-সব পরিচালকের ছবি পাঠক-পাঠিকাদের প্রিয়, তাঁরা হলেন : মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, তরুণ মজুমদার, অরুন্ধতী দেবী, তপন কর, অগ্রদূত, অগ্রগামী, অসিত সেন, সলিল দত্ত, যাত্রিক, সলিল সেন, হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, রামানন্দ সাগর, বিজয় আনন্দ, রামায়ণ, ও পি রলহান প্রভৃতি। এছাড়া বসু, ভট্টাচার্য, নারায়ণ চক্রবর্তী, নির্মল ভৌমিক ও পুরেন্দু পত্রীর নামও অনেক করেছেন।

উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেনের জনপ্রিয়তার পরিচয় নতুন করে পাওয়া গেল এই সমীক্ষায়। দর্শক তথা পাঠক-পাঠিকা সব প্রশ্নের উত্তরে এই দুটি নামকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এ-ব্যাপারে উত্তমকুমারের পরের নাম সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী সেনের পরে আছেন মাধবী চক্রবর্তী। সমগ্রভাবে সকলের বিচার ছবি রকম। তবে ১৪—২০ এই বয়স-বিভাগের পরবর্তীবয়স্কা অভিনেত্রী হিসাবে সুচিত্রা সেনের পরে অপর্ণা সেনকে বেশী পছন্দ করেন।

উত্তমকুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সুচিত্রা সেন, মাধবী চক্রবর্তী এবং অপর্ণা সেন ছাড়া আর যে-সব নাম পাঠক-পাঠিকাদের প্রিয় শিল্পী-তালিকার বার বার দেখা গিয়েছে, তাঁরা হলেন : (অভিনেতা) বিকাশ রায়, দিলীপকুমার, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সমিত ভঞ্জ, রবি ঘোষ, অশোককুমার, রাজেশ খান্না, রাজ কাপুর; (অভিনেত্রী) সুপ্রিয়া দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, শর্মিলা, তনুজা, ওয়াহিদা রহমান, বৈজয়ন্তীমালা, সায়রা বানু।

সংক্ষেপ প্রশ্নের নেতিবাচক উত্তরও কিছু রয়েছে, তাদের সংখ্যা অবশ্যই কম—শতকরা ৮। বেশির ভাগ চিঠিতে পাঠক-পাঠিকারা এক বা একাধিক ছবির উল্লেখ করে বলেছেন, সংশ্লিষ্ট চিত্রের বিষয় বা বক্তব্য তাঁদের ভাবিয়েছে, সেই অর্থে তাঁরা অনুপ্রাণিত বোধ করেছেন। এই প্রসঙ্গে কেউ কেউ নাম করেছেন কয়েকটি জীবনীচিত্রের (যেমন "ভগিনী নিবেদিতা", "রাজা রামমোহন", "বিদ্যাসাগর"), অনেক কিছু সামাজিক বক্তব্যমূলক ছবির (যেমন "আপনজন", "মহানগর", "সুবর্ণরেখা", "অরণ্যের দিনরাত্রি"), আর কেউ কেউ চিরন্তন ভাব-আবেগমণ্ডিত দুই একটি কাহিনী-চিত্রের (যেমন "ছুটি", "চুন্দনাথ")। এ-ছাড়া কোনও বিশেষ ছবির শিল্পগুণ কারও শিল্পসত্তাকে জাগ্রত করেছে। অধিকাংশের ক্ষেত্রে ওই প্রেরণাবোধ তাৎক্ষণিক। কয়েকজন কিন্তু বিশেষ ছবির প্রভাবের স্থায়িত্বের কথা বিশদভাবে জানিয়েছেন।

* * *

দর্শকদের অনেকেই তাঁদের প্রিয় ছবি যে একাধিকবার দেখে থাকেন, তা এক রকম আমরা জানি। এই তথ্যের সমর্থন স্পষ্টভাবে পাওয়া গেল অষ্টম বা শেষ প্রশ্নের উত্তরে। শতকরা প্রায় ৮০ জন জানিয়েছেন, তাঁরা কোন-কোনও ছবি একাধিকবার দেখেছেন—নতুন করে উপভোগ করবার জন্য। একই ছবি আবার দেখতে গিয়েছেন কখনও গানের, কখনও অভিনয়ের আকর্ষণে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি হিসাব উল্লেখযোগ্য। কলকাতার শ্রীদীপ মিত্র (২৬) "মালিক-বধূ" দেখেছেন ১৭ বার; শ্রীপ্রদীপকুমার দাস (২০) "সপ্তপদী" ১২ বার, "গাইড" ৮ বার, "আরতি" ৬ বার; শ্রীঅমূল্য ভৌমিক (১৮) "শরফত" ১৪ বার; শ্রীপ্রশান্তকুমার ঘোষ (২৫) "অপুর সংসার" ১০ বার; কাঁচরাপাড়ার শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র (২৪) "সাগিনা মাহাতো" ১০ বার; দমদমের শ্রীপ্রণবকুমার তালুকদার "গাইড" ১০ বার, "সপ্তপদী" ৯ বার; গড়ুরের শ্রীমতী কল্পনা মুখার্জি (২৩) "অপিপরীক্ষা" ২১ বার; হাওড়ার শ্রীমতী গৌরী চক্রবর্তী (২৬) "পাসাম" ১১ বার; কলকাতার শ্রীমতী মালিনী মুখার্জি (১৮) "নতুন পাতা" ১০ বার; শ্রীমতী মিতু মুখার্জি (২০) "দেয়া নেয়া" ৭ বার। কারুকজন জানিয়েছেন, বক্তব্য এবং আঙ্গিকগত কাজ ভাল করে অনুধাবন করবার জন্য তাঁরা বিশেষ বিশেষ ভাল ছবি একাধিকবার দেখে থাকেন। এ-বিষয়ে শ্রীসিতাংশু রায় চৌধুরীর (২৭) বক্তব্য : "সত্যজিৎ রায়ের কোনও ছবি আমি অন্তত ২ বার না দেখলে স্থির থাকতে পারি না।"

বিশেষ প্রতিনিধি

আনন্দবাজার পত্রিকা ভবনে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে আনন্দানুষ্ঠানে যোগদানকারী শিল্পীবৃন্দ: চিত্তপ্রিয় মুখার্জি, হাসি বিশ্বাস, হিমাংশু বিশ্বাস, রবীন ব্যানার্জি, বনশ্রী সেনগুপ্ত

## সত্যজিৎ রায়ের পরবর্তী ছবি

সত্যজিৎ রায় তাঁর পরবর্তী ছবি করছেন শংকর-এর "সীমাবদ্ধ" উপন্যাস অবলম্বনে। সদাগরী প্রতিষ্ঠানের পদস্থ অফিসারদের জীবনের নানা জটিলতা নিয়ে রচিত "সীমাবদ্ধ" এ-বছর শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত। ছবির চিত্রনাট্যের কাজ শেষ। শুটিং-ও শিগগির আরম্ভ হবে বলে জানা গেছে।

### নতুন চিত্রগৃহ : নবীনা

দক্ষিণ-কলকাতার প্রিন্সেস আনোয়ার শা রোডে আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি একটি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত নতুন চিত্রগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন হবে। নাম: নবীনা। আসন সংখ্যা এগারো শত।

### সরযূ দেবী ও তৃপ্তি মিত্র সংবর্ধিত

বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চের পক্ষ থেকে গত ৩০ জানুয়ারি শ্রীমতী সরযূ দেবীকে অ্যাকাডেমি পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য এবং শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্রকে 'পদ্মশ্রী' লাভের জন্য সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানের

সরযূ দেবী

শুরুতে বিশ্বরূপার স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক শ্রীরাসবিহারী সরকার ওই দুই শিল্পীর বিভিন্ন গুণাবলী উল্লেখ করে নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন। শ্রীমতী

তৃপ্তি মিত্র

কাঞ্চনা মজুমদার শিল্পীদ্বয়কে চন্দন-তিলকে ভূষিত ও শ্রীমতী জয়শ্রী সেন মাল্যভূষিত করেন। শ্রীসিতাংশু দত্ত ও শ্রীঅনুপকুমার তাঁদের প্রশস্তি নিবেদন করেন।

মোহন ২৩৩ আজ ঘরে ঘরে
ব্যবহার মজবুত • গঠন সুন্দর
মোহন ২৩৩
সর্বোৎকৃষ্ট দামেও কম
সকল সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়

বিক্রয় প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ : মেসার্স মহাবীরমল প্রেমচন্দ (প্রাঃ) লিঃ, ৫ শম্ভু মল্লিক লেন, কলকাতা। বিহার : মেসার্স শ্রীচাঁদ প্রকাশচাঁদ, লাহিরা হাউস, আপার বাজার, রাঁচি। আসাম : মেসার্স নাহাটা ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সিজ, কেঃ অঃ হিন্দ ট্রেডিং কম্পানি, গোরা সিং মার্কেন্সন, এ টি রোড, গৌহাটি।

দেখলে ও স্পর্শ করলে মনে হবে চামড়া কিন্তু তার চেয়েও ঢের বেশি দিন টেকে!
ফেদারটাচ
এক্সপাণ্ডেড ভিনাইল
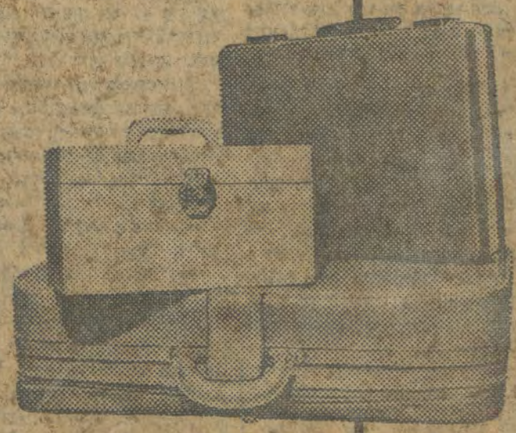
ভারতের একমাত্র আসল ফোমলেদার
■ সব রকমের ব্যাগে বৈশিষ্ট্য আনবার উপযোগী রঙ ও ডিজাইন
■ বেশ পুরু ও মজবুত রকমের হ্যাণ্ড ব্যাগ ইত্যাদির জন্য। আর সোফা ইত্যাদির সজ্জার জন্য ব্যবহারের উপযোগী বিশেষ দু রকমের বৈচিত্র্য।
ধারে ফেদারটাচ-এর ছাপ দেখে নিন
BHOR
প্রস্তুতকারক
ভোর ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, বোম্বাই
শাখা—১৭-এ, হ্যারিংটন স্ট্রীট, কলিকাতা—১৬
Benson/5137A-Bor

আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার